এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ তৃণমূলের কাউন্সিলরদের বিজেপিতে নেওয়া নয়, টিকিটও নয়: শমীক
দশমীতে প্রতিমা নিরঞ্জনে ডিজে সংস্কৃতিকেও বিসর্জন, স্বস্তিতে আমজনতা ৩

কলকাতা ৩০ অক্টোবর ২০২৬ ১২ কার্তিক ১৪৩৩ শুক্রবার বিংশ বর্ষ ১৩৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 30.10.2026, Vol.20, Issue No. 137, 8 Pages, Price 3.00

১০ নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশি হেপাজত ইন্দ্রনীলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোর পাস বিক্রির নামে কোটি কোটি টাকার আর্থিক জালিয়াতির মামলায় অবশেষে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতে নেওয়া হল রাজ্যের প্রাক্তন পর্যটন ও তথ্য-সংস্কৃতি মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে। বুধবার সন্ধ্যায় সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির ম্যারাথন জেরা শেষে বেরোনোর পরই বউবাজার থানার পুলিশ তাঁকে নাটকীয়ভাবে গ্রেপ্তার করেছিল। এরপর বৃহস্পতিবার দুপুরেই কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে তাঁকে কলকাতার ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করা হয়। গোটা ঘটনার তদন্তের স্বার্থে এবং দুর্নীতির শিকড় অবধি পৌঁছতেএদিন আদালতে পুলিশের পক্ষ থেকে ধৃত প্রাক্তন মন্ত্রীকে ১২ দিনের জন্য নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়। আদালতে দুই পক্ষের দীর্ঘ সওয়াল-জবাব শোনার পর বিচারক আগামী ১০ নভেম্বর পর্যন্ত ইন্দ্রনীল সেনের পুলিশি হেপাজত মঞ্জুর করেন।

বৃহস্পতিবার আদালতে শুনানির সময় সরকারি আইনজীবী ও তদন্তকারী আধিকারিকরা এই কেলেঙ্কারি নিয়ে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আনেন। পুলিশের দাবি, ২০২১-২২ সালে 'মাস আর্ট' নামক একটি সংস্থার মাধ্যমে হওয়া কোটি কোটি টাকার সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন বর্তমানে তাঁদের তদন্তের পর্যায়ে আছে। প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, ওই বিতর্কিত সংস্থা থেকে আসা একটি মোটা অঙ্কের টাকা সরাসরি ইন্দ্রনীল সেনের স্ত্রীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতবদলের পেছনে প্রাক্তন মন্ত্রীর ঠিক কী ভূমিকা বা যোগসূত্র ছিল, তা নিশ্চিত করতেই তাঁকে হেপাজতে নিয়ে জেরা করা প্রয়োজন বলে জানায় রাজ্যসরকারের আইনজীবীরা। এর পাশাপাশি আদালতে ইউনেস্কোর নাম ব্যবহার করা নিয়েও বড় জালিয়াতির কথা তুলে ধরেন সরকারি কৌঁসুলি।

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

রায়গঞ্জেই হবে এইমস

প্রস্তাব পেশ কেন্দ্রকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে উত্তরবঙ্গে এইমস তৈরির কথা বলেছিল বিজেপি। সরকার গঠনের পর রায়গঞ্জে প্রশাসনিক বৈঠকের পর উত্তর দিনাজপুরের এই শহরে এইমস তৈরির কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জানালেন, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঠিক করেছে রায়গঞ্জের দিকনগরে এইমস তৈরির প্রস্তাব পাঠাবে।' পাশাপাশি জলপাইগুড়িতে পূর্ণাঙ্গ ক্যানসার হাসপাতাল তৈরি হবে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার উত্তর দিনাজপুরের কর্ণজোড়ায় তিস্তা ময়দানে জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উত্তরবঙ্গে এইমস গড়তে রায়গঞ্জের দিকনগর এলাকার জন্য কেন্দ্রের কাছে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, উত্তরবঙ্গের মানুষের উন্নত চিকিৎসার সুযোগ বাড়াতেই এই উদ্যোগ।

এদিনই মুখ্যমন্ত্রী রায়গঞ্জ থেকে এইমস তৈরির অঙ্গীকারের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর সন্ধ্যেতেই রাজ্যের তরফ থেকে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের কাছে পাঠানো হয়। মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব পুন্যসলিলা শ্রীবাস্তবকে চিঠি দিয়ে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে এইমস স্থাপনের আবেদন জানিয়েছেন। প্রস্তাবিত হাসপাতালের জন্য প্রায় ১৮০ একর জমিও চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুখ্যসচিবের চিঠিতে বলা হয়েছে, রায়গঞ্জে এইমস গড়ে উঠলে শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, উত্তর বিহার এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষও উন্নত তৃতীয় স্তরের চিকিৎসা পরিষেবার সুবিধা পাবেন। সুপার-স্পেশ্যালিটি চিকিৎসার জন্য দূরদূরান্তে যাওয়ার প্রয়োজন কমবে।

পুরনো ফাইল খোলার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২ দিন আগেই ঋতব্রত শিবির ছেড়ে মমতা শিবিরে ফেরার কথা বলেছিলেন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান। বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জের সভা থেকে সেই হামিদুলের বিরুদ্ধেই জমি দখলের অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বিরুদ্ধে থাকা সব পুরনো মামলার ফাইল খোলার নির্দেশ দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বাম ও তৃণমূল আমলে আদিবাসী ও সনাতনীদের জমি দখল হয়েছে। পুলিশকে সেই সব জমি উদ্ধার করার নির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি চোপড়ার বিধায়ককে 'মাফিয়া', 'গুন্ডা' বলেও তোপ দাগেন শুভেন্দু। বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জের জনসভা থেকে শুভেন্দু জানান, ৩৪ বছরের বাম শাসনকাল ও ১৫ বছরের তৃণমূল শাসনকালে সনাতনী ও আদিবাসীদের জমি দখল করা হয়েছে। সেই সব জমি উদ্ধার করা হবে। সরকারি জায়গায় অবৈধ নির্মাণ করে থাকলে 'ভেঙে পরিষ্কার' করে দেওয়ার দায়িত্ব নেন মুখ্যমন্ত্রী।

উত্তর দিনাজপুরের কর্ণজোড়ার তিস্তা ময়দানের জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে কমল-অভ্যর্থনা।

সিএএ-অনুপ্রবেশে বার্তা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রশাসনিক পদে বসার পর প্রথমবার উত্তর দিনাজপুর জেলা সফরে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে প্রশাসনিক বৈঠক করার পাশাপাশি সভাও করেন। আর উত্তর দিনাজপুরে দাঁড়িয়েই একগুচ্ছ বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভা থেকে একদিকে পুলিশকে অবৈধ মাদ্রাসা বন্ধের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। ওপার বাংলা থেকে আসা হিন্দু শরণার্থীদের সিএএ-তে শুনানি করে দ্রুত নাগরিকত্ব দেওয়ারও নির্দেশ দেন। এজন্য আগামী ৩০ নভেম্বর ডেডলাইনও বেঁধে দিয়েছেন তিনি।

এদিন প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আয়রন ম্যান দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এখন আমার উপর দায়িত্ব দিয়েছেন। সিএএতে সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য। একটাও বাংলাদেশি হিন্দু শরণার্থী রায়গঞ্জের জেলে না থাকে। দ্রুত আইনি প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে।' মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'শরণার্থীদের সিএএ সার্টিফিকেট দেব। জেলাশাসককে বলে গেলাম, যে ৯ হাজার অ্যাপ্লিকেশন আছে, যাঁদের কেবলমাত্র হিন্দু হওয়ার কারণে বাংলাদেশ থেকে জামাতিরা তাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁদেরকে আমরা সিএএ'তে নাগরিকত্ব দেব। আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে শুনানি শেষ করতে হবে।' এর মধ্যে যারা সিডিউল কাস্ট, এসসি সার্টিফিকেট পাবেন তাঁদের জানুয়ারি মাসের ভোটার লিস্টে নাম তোলারও নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে এখনও যাঁরা সিএএ'তে আবেদন জানাননি, তাঁদের দ্রুত আবেদন করারও কথা বলেন। পাশাপাশি অনুপ্রবেশকারীদেরও দেশছাড়া করা হবে বলে কার্যত হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। এজন্য স্থানীয় পুলিশ এবং বিএসএফকে স্থানীয় মানুষ যাতে সাহায্য করে, সেই বার্তাও দেন তিনি। এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এদিন সীমান্ত সুরক্ষার কথাও উঠে আসে শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যে। তিনি বলেন, 'এই জেলা বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী। বিএসএফকে জমি হস্তান্তর করা হয়েছে।' অন্যদিকে জেলায় যাতে কোনও অবৈধ মাদ্রাসা না থাকে সেদিকেও পুলিশ যাতে নজর রাখে সেই নির্দেশ দেন শুভেন্দু অধিকারী। বলেন, 'কোনও অবৈধ মাদ্রাসা থাকবে না। দেশ বিরোধী কাজ বরদাস্ত নয়।'

বাজির দাপটে নবান্ন কঠোরই

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীপুজো, দীপাবলি ও ছটপুজোকে সামনে রেখে বাজি পোড়ানো এবং ফানুস ওড়ানো নিয়ে কড়া অবস্থান নিল রাজ্য সরকার। নবান্নে বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র দপ্তর, পরিবেশ দপ্তর, পুলিশ, দমকল ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট ও কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশিকা মেনেই এ বছর উৎসবের সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে বিনা অনুমতিতে ফানুস বা এয়ার বেলুন ওড়ানো বেআইনি বলে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিক বৈঠকে স্বরাষ্ট্র সচিব সংঘমিত্রা ঘোষ জানান, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ অনুমোদিত 'সবুজ বাজি' ছাড়া অন্য কোনও বাজি ব্যবহার করা যাবে না। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে দীপাবলির দিন রাত ৮টা থেকে ১০টা এবং ছটপুজোর দিন ভোর ৬টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্তই বাজি পোড়ানোর অনুমতি থাকবে।

রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্ত জানান, ফানুস ও এয়ার বেলুন ওড়ানোর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম মানতেই হবে। অনুমতি ছাড়া ফানুস ওড়ানো থেকে অতীতে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাই নিরাপত্তার স্বার্থে এ বিষয়ে কড়া নজরদারি চালানো হবে। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, কর্পোরেশন, পুরসভা ও পুলিশের চিহ্নিত নিরাপদ খোলা জায়গাতেই বাজির বাজার বসানো হবে। সেখানে দমকলের ইঞ্জিন এবং অ্যাম্বুল্যান্সও মোতায়েন থাকবে। সবুজ বাজির ক্ষেত্রে শব্দ সৃষ্টিকারী বাজির সর্বোচ্চ মাত্রা ১২৫ ডেসিবল এবং আলোক সৃষ্টিকারী বাজির ক্ষেত্রে ৯০ ডেসিবল নির্ধারণ করা হয়েছে।

হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সহ সাইলেন্স জোনের ১০০ মিটারের মধ্যে বাজি পোড়ানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আইন ভাঙলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। নজরদারির জন্য কন্ট্রোল রুম, বিশেষ পুলিশ টহল এবং বিভিন্ন জেলায় পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা সক্রিয় রাখা হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ জানিয়েছে, অনুমোদিত সবুজ বাজির প্যাকেটে থাকা কিউআর কোড স্ক্যান করে সাধারণ মানুষ বাজিটির বৈধতা যাচাই করতে পারবেন। বহুতল আবাসনে বাজি ফাটানোর ক্ষেত্রেও বাসিন্দাদের সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। বেআইনি বাজির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। কলকাতার বড়বাজার এলাকা থেকে ১১০ কেজি নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার করা হয়েছে এবং এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র সচিব সংঘমিত্রা ঘোষ, পরিবেশ দপ্তরের সচিব সৌমিত্র গুপ্ত, রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধনাথ গুপ্ত, কলকাতা পুলিশের নগরপাল অজয় নন্দ, দমকলের ডিজি মনোজ শর্মা, দমকল দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব খলিল আহমেদ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সদস্য-সচিব অশোক সিং।

পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসে স্থগিতাদেশ দিল না হাইকোর্ট, জবাব তলব রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা ১৪৪ থেকে বাড়িয়ে ২০৮ করার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলায় হস্তক্ষেপ করল না আদালত। এক্ষেত্রে আদালতে রীতিমতো ধাক্কা খেলেন মামলাকারী। কলকাতা পুরসভার এই নতুন ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়ার ওপর কোনো ধরনের অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। ফলে আইনি জট সাময়িকভাবে কাটলো বলেই মনে করছে আইনজীবী মহল। তাই আগামী ডিসেম্বরে পুরভোটের প্রস্তুতিতে আর কোনও বাধা রইল না বলেই মনে করছেন আইনজ্ঞরা।

সম্প্রতি কসবার এক বাসিন্দা পুরসভার এই নতুন সীমানা নির্ধারণ করার প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালতের দ্বারস্থ হন। এক্ষেত্রে মামলাকারীর মূল অভিযোগ ছিল, ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম মানা হয়নি। নতুন করে সীমানা ভাগ করার সময় সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসংখ্যা, ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রশাসনিক সামঞ্জস্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে কোনও ধরনের অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিতে অস্বীকার করেন এবং স্থগিতাদেশের আবেদনটিও খারিজ করে দেন। তবে অন্তর্বর্তী আবেদন খারিজ হলেও মূল মামলাটি এখনই খারিজ করেনি আদালত। এই মামলার গ্রহণযোগ্যতা খতিয়ে দেখার জন্য রাজ্য সরকারকে আগামী ৩ সপ্তাহ-এর মধ্যে হলফনামা জমা দিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করার নির্দেশ দেন বিচারপতি। এর পাশাপাশি, মামলায় জড়িত অন্য দুই পক্ষ অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিআইএম-কে আগামী ৪ সপ্তাহ-এর মধ্যে তাদের লিখিত জবাব দাখিল করতে বলা হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে আইনজীবীদের একাংশের মতে, আদালত অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ না দেওয়ায় রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশন ডিসেম্বরের ভোটের প্রস্তুতি পুরোদমে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। সমস্ত পক্ষের বক্তব্য ও হলফনামা জমা পড়ার পর, আগামী ৬ সপ্তাহের পরে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। সেই দিন সব পক্ষের বক্তব্য বিস্তারিতভাবে শোনার পরেই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে কলকাতা হাইকোর্ট।

আইপ্যাক শুনানি শেষ, স্থগিত রায়দান

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর: তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আই প্যাক-এর কলকাতা অফিসে ইডির তল্লাশি অভিযানে বাধা দেওয়ার মামলায় বড়সড় অগ্রগতি হলো দেশের শীর্ষ আদালতে। বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত মামলার চূড়ান্ত শুনানি শেষ হওয়ার পর রায়দান স্থগিত রাখল সুপ্রিম কোর্ট।

এদিন বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র এবং বিচারপতি এন ভি অঞ্জরিয়ার ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার দীর্ঘ সওয়াল-জবাব চলে। সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আদালত আপাতত রায় সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই মামলার মূল সূত্রপাত হয় আইপ্যাকের অফিসে ইডির তল্লাশিকে কেন্দ্র করে। কেন্দ্রীয় সংস্থার অভিযোগ ছিল, তল্লাশি চলাকালীন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য প্রশাসন এবং একাধিক পদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা তদন্তে তীব্র বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, সেখান থেকে বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি ও প্রমাণ সরিয়ে ফেলারও অভিযোগ তোলে তদন্তকারী কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডি। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই একটি নিরপেক্ষ ও কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়ে গোটা ঘটনার তদন্ত করানোর দাবি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

বৃহস্পতিবার শুনানির সময় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে সওয়াল করেন বিশিষ্ট আইনজীবী কপিল সিব্বল।

পয়লায় রামলীলায় যোগ দেবেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাধারণ মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকার রক্ষা করতে এবং নির্বাচনী ব্যবস্থার অস্বচ্ছতার প্রতিবাদে আগামী ১ নভেম্বর দেশের রাজধানী দিল্লিতে রামলীলা ময়দানে একজোট হচ্ছে বিরোধী দলগুলি। 'ইন্ডি' জোটের ব্যানারে আয়োজিত এই বিশাল সমাবেশে অন্যতম প্রধান বক্তা হিসেবে যোগ দিতে চলেছেন কালীঘাট-তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশে ইভিএম এবং ভোট গণনায় হওয়া কারচুপির বিরুদ্ধে 'ইন্ডি' জোটের এই সমাবেশ। বৃহস্পতিবার এই কর্মসূচির ডাক দিয়ে নিজের সমাজমাধ্যমে একটি কড়া বার্তা দেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেশের সাধারণ মানুষকে এই সমাবেশে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি স্পষ্ট ভাষাতে লেখেন, 'যখন ভোট ও সাধারণ মানুষের রায় চরম হুমকির মুখে, তখন চুপ করে থাকা কোনও পথ হতে পারে না। আসুন, আমরা সকলে একসঙ্গে শামিল হয়ে আমাদের গণতন্ত্রকে রক্ষা করি এবং দেশের সংবিধানকে বাঁচাই।' তাঁর দাবি, মানুষ নিজের প্রতিনিধি নিজে বেছে নেবে, সেই স্বাধীনতাও আজ বিপন্ন।

এর পাশাপাশি এদিন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি ৪টি বিষয় নিয়ে সরাসরি আঙুল তুলে দাবি করেন কালীঘাট-তৃণমূল নেত্রী। যার মধ্যে আছে ভোট গণনা প্রক্রিয়ায় চরম অস্বচ্ছতা। এছাড়াও তিনি ইভিএম মেশিনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে গভীর সংশয় প্রকাশ করেন। ভোটারদের আসল তথ্য প্রকাশে অনীহা দেখাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। এছাড়াও সংশোধিত ভোটার তালিকার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। পাশাপাশি এই কর্মসূচির অংশ হিসেবেই মূল সমাবেশের ঠিক দু'দিন আগে, ৩০ অক্টোবর দেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে একটি প্রতীকী 'গণ-অভিশংসন' আন্দোলনের ডাক দিয়েছে বিরোধীরা। রামলীলা ময়দানের এই মঞ্চে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব-সহ দেশের সমস্ত আঞ্চলিক দলগুলির প্রধানরা এক ছাতার তলায় এসে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করবেন বলেই রাজনৈতিক মহলের দাবি।

বাংলাদেশে উদ্ধার বিতর্কিত প্রাক্তন বায়ুসেনা কর্মীর দেহ

ঢাকা, ২৯ অক্টোবর: ঢাকায় তুরাগ নদ থেকে উদ্ধার হল বাংলাদেশি বায়ুসেনার এক প্রাক্তন ফ্লাইট লেফটেন্যান্টের দেহ। মৃতের নাম তাহসিফ সৌরি। গত মঙ্গলবার থেকে তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষে বুধবার তুরাগ নদের জলে ভাসতে দেখা যায় ওই বাংলাদেশের প্রাক্তন বায়ুসেনা আধিকারিকের দেহ। দু'বছর আগে শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়ার সময়ে আওয়ামী লীগ নেত্রীর হেলিকপ্টারে ওঠার একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছিল সমাজমাধ্যমে। বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যমগুলিতে দাবি করা হচ্ছে, হাসিনার দেশছাড়ার ওই ভিডিয়ো বিতর্কে নাম জড়িয়েছিল তাহসিফের।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে অগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের জেরে ক্ষমতাচ্যুত হন বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হাসিনা। ওই বছরের ৫ অগস্ট বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসেন তিনি। বাংলাদেশ থেকে আসা বিশেষ বিমান সে দিন নেমেছিল উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের হিন্ডনে বাসুসেনা ঘাঁটিতে। ওই দিন বাংলাদেশের কোনও এক অজ্ঞাত জায়গায় হাসিনার হেলিকপ্টারে ওঠার একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশের বিভিন্ন মহলে দাবি করা হয়, ওই ভিডিয়োটি তাহসিফ রেকর্ড করেছিলেন কিংবা সেটি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়েছিলেন।

কী কারণে বাংলাদেশি বায়ুসেনার ওই প্রাক্তন আধিকারিকের মৃত্যু হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পরিবারের দাবি, তাঁকে খুন করা হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে পুলিশ বা বাংলাদেশের বর্তমান সরকার এখনও কোনও মন্তব্য করেনি। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ এখনই এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। প্রাথমিক তদন্ত এবং তাহসিফের দেহের ময়নাতদন্তের আগে কিছু বলা সম্ভব নয় বলে জানান তিনি। হাসিনার 'দেশছাড়ার ভিডিয়ো' বিতর্কের সঙ্গে এই ঘটনার কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন করা হয় মন্ত্রীকে। 'প্রথম আলো'র প্রতিবেদন অনুযায়ী, এর উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি এই বিষয়ে এখন কোনও কথা বলতে চাইছি না। কারণ, একটা প্রাথমিক তদন্ত হতে হবে। দেহেরও ময়নাতদন্ত হচ্ছে। তারপর আমরা সব বিষয় জেনে কথা বলব।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Subi Mandal, S/o Sri Banamali Mandal residing at Plot No. 399/1, Taltala, Ward No. 5, P.S.-Kalyani, Dist.-Nadia, PIN-741235, W.B. do hereby declare that I have changed my name Subi Mandal to SUBIR MANDAL and henceforth I shall be known as SUBIR MANDAL in all purpose, vide Affidavit No. : 83 sworn before the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Kalyani, Nadia on 09.10.2026. SUBIR MANDAL and Subi Mandal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Neeraj Sadani, S/o Lalit Kumar Sadani residing at Premises No. 35, Rowland Road, Trishul Apartment, Kolkata-700020 do hereby declare that I have changed my name Neeraj Sadani to NEERAJ L SADANI and henceforth I shall be known as NEERAJ L SADANI in all purpose, vide Affidavit No. : 42742 sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, Kolkata on 24.01.2020. NEERAJ L SADANI and Neeraj Sadani both are same and one identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

I, Sharmistha Pan (old name), W/o. Tapas Kumar Pan, R/o. Vill Natungram, P.O. & P.S. Mogra, Dist. Hooghly, W.B., Pin 712148, do hereby declare that I have changed my name from Sharmistha Pan to Sharmistha Pan Mallik (New Name) and henceforth I shall be known as Sharmistha Pan Mallik in all purpose, vide affidavit no. 1663 sworn before the Notary Public, Hooghly at Chinsurah court on 20/08/2026. I, Sharmistha Pan Mallik and Sharmistha Pan, both are same and one identical person.

গত 29/10/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, সদর, কোর্টে 25541 নং এফিডেভিট বলে আমি Ashok Kumar Acharyya S/o. Lalit Mohan Acharyya (old name), R/o. 11, Kailashnagar, Bandel, Chinsurah, Hooghly-712123, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Ashok Kumar Acharyya S/o. Lalit Mohan Acharyya নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Ashok Kumar Acharjee S/o. Lalitmohan Acharjee (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Ashok Kumar Acharjee S/o. Lalitmohan Acharjee & Ashok Kumar Acharyya S/o. Lalit Mohan Acharyya & Ashok Kumar Acharyya S/o. Lalitmohan Acharyya, & Ashoke Acharya S/o. Lalitmohan Acharya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 29/10/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, সদর, কোর্টে 25567 নং এফিডেভিট বলে আমি Ayantika Ghosh (old name), W/o. Naba Prasad Ghosh, R/o. Ghanarajpur, Dhaniakhali, Hooghly-712302, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Ayantika Ghosh নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Ayantika Datta (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Ayantika Datta & Ayantika Ghosh & Ayantika Datta Ghosh, W/o. Naba Prasad Ghosh, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 28/10/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 18263 নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjay Saha S/o. Gurudas Saha ও Sanjoy Saha S/o. G Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১) শ্রীমতী রেখা পাল,** স্বামী শ্রী রঞ্জিত কুমার পাল, সাকিম ৩১নং এম.সি.লাহিরী ষ্ট্রীট, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২০১, মহাশয়া বিগত ইং ১৪/১১/২০১৮ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **IV-00554/2018** নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **২) শ্রীমতী নীনা ঘোষ,** স্বামী শ্রী গোপাল ঘোষ, সাকিম তেঘরিয়া, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী-৭১২১২১, মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল সম্পত্তির অপর শরিকগণ **৩) শ্রী সুকুমার কুন্ডু,** পিতা ৺বিশ্বনাথ কুন্ডু, **৪) শ্রী শুভঙ্কর কুন্ডু,** পিতা সুকুমার কুন্ডু, **৫) শ্রী অরূপ নন্দী,** পিতা ৺অজিত নন্দী ওরফে অজিত কুমার নন্দী, মহাশয়গণের সহিত যৌথ ভাবে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২০/০৭/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-06840/2023** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী ওম প্রকাশ সাউ,** পিতা শ্রী ধরম নাথ সাউ, সাকিম ৭ শিবতলা মেন রোড, সাহাগঞ্জ ডানলপ খেয়া ঘাট, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, মহাশয়কে বিক্রয় করেন। **তপশীল A (১ ও ২ নম্বর বিক্রেতা বিক্রয় করিয়াছেন)** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কেওটা, ৭ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৯৮৭ নং খতিয়ান হইতে, **১)**আর.এস. ২৫৬০ তথা হাল এল.আর. ৪৭৭৮ নং দাগে ০.০৪৪ একর, **২)**আর.এস. ২৫৬১ তথা হাল এল.আর. ৪৭৭৯ নং দাগে ০.০০৮ একর, **৩)** আর.এস. ২৫৬২ তথা হাল এল.আর. ৪৭৮০ নং দাগে ০.০৩৪ একর, **৪)**আর.এস. ২৫৬৩ তথা হাল এল.আর. ৪৭৮১ নং দাগে ০.০২২ একর, **৫)**আর.এস. ২৫৬৪ তথা হাল এল.আর. ৪৭৮২ নং দাগে ০.০২১ একর, **একুনে পাঁচটি দাগে মোট ০.১২৯ একর** বাস্তু জমি বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। **তপশীল B (১-৫ নম্বর সকল বিক্রেতাগণ বিক্রয় করিয়াছেন)** - জেলা পূর্ব বর্দ্ধমান, থানা মেমারী, মৌজা বিজরা, ১৬৪ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪৫১ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৩০৯ নং দাগে **৭১.২ একর** শালি জমি বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী ওম প্রকাশ সাউ,** তাহার উক্ত খরিদা **'তপশীল A'**-সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **মগরা-চুঁচুড়া ব্লক** অফিসে এবং **'তপশীল B'**-সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **মেমারী-১ ব্লক** অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন, (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী, 8145852335

এতদ্বারা জানানো যায় যে, আমি সুনিতা সাউ, স্বামী- সন্তোষ সাউ, ঠিকানা- ১২/২, এইচ.ই.এম. ঘোষ লেন, পোঃ- শিবপুর, হাওড়া গত ইং. ০১.০৬.২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী দলিল নং. I-৭৮৬০/ ২৬ মূলে আমার বিক্রেতা গোপাল সাঁতরা, পিতা-মৃত পঞ্চানন সাঁতরা দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার নং. IV-৭০/ ০৬, তাং- ১৫.০৫.২০০৬, আমমোক্তার গ্রহীতা- ওম প্রকাশ সাউ, পিতা- মৃত যদু সাউ-এর নিকট হইতে নিম্ন তপশীল জমি খরিদ করিয়াছি। জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা- দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং.-৪, এল.আর. খতিয়ান নং. ৭৫১, এল.আর. দাগ-১৪১২, জমির পরিমান ০১ কাঠা ০৪ ছটাক। জমির শ্রেনী-শালি। উক্ত আমমোক্তার দলিল সম্পর্কে কাহারও কোনও আপত্তি বা অভিযোগ থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ তাং হইতে ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করিতে হইবে।
বিনীত
সুনিতা সাউ

AFFIDAVIT

I, **Mala Das Hait W/O Sandip Hait** resident of Vill.- Chaitanyapur, P.O.- Keshadal, P.S.- Chandrakona, Dist.- Paschim Medinipur do hereby declare vide affidavit no. 50 dated 12.05.2026 in the Court of Ld. Additional Chief Judicial Magistrate, (1st Class), Ghatal that the spelling of my name is **Mala Das Hait W/O Sandip Hait** and it is recorded in my Aadhaar Card. Dushtu Hait is my daughter who took birth on 27-01-2015 and in her birth certificate being Regd No. 14 date of regd 05-02-2015 issued by Sub Registrar Bhagabantapur-1 G.P. In the said birth certificate, my name has been written as **Mala Hait** instead of **Mala Das Hait. Mala Das Hait** and **Mala Hait** i.e. myself am the same and one identical person.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল প্রীতিকা রানী সাহা, স্বামী- সুকদেব সাহা, সাং কৃষ্ণনগর বৌবাজার, মালিপাড়া হাল সাং ভাতজাংলা পালপাড়া, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া গত ইংরাজী ০৬.০৮.১৯৯৩ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-5228 নং বিক্রয় কোবলা দলিলবলে নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানার ৯০ নং পশ্চিম ভাতজাংলা মৌজায় R.S ১২৭৩ নং ও L.R ১১০৫ কৃঃ খতিয়ানে R.S ৩৩৭ নং ও L.R ৫৮২ নং দাগের মধ্যে সার্ভেকৃত 8/15/A নং প্লটে মোট ২.৭৫ শতক জমি তপন দাস, পিতা- প্রফুল্ল কুমার দাসের নিকট হইতে ক্রয় করেন। উক্ত তপন দাস উক্ত সম্পত্তি গত ইং ২৬.০৮.১৯৯২ তারিখের কৃষ্ণনগর সদর জয়েন্ট সাব রেজিষ্ট্রেশন অফিসের ৪নং বহির ১১৮নং আমমোক্তারনামার বলে নিমাই বিশ্বাস দিগরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর-১ B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। ত্রিদিব প্রামানিক, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

এতদ্বারা জানাইতেছি যে, আমি শকুন্তলা সিং, স্বামী- অনিল কুমার সিং ইং. ১৪.১২. ২০০১ তারিখে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর দলিল নং. ২৬৯/ ২০০২ বিক্রেতা-অনিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাছ হইতে খরিদ করিয়াছি। উক্ত বিক্রেতাগন গত ইং. ২৮.০১.১৯৯৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর দলিল নং-১৬৮৭/ ৯৯ মূলে বিক্রেতা ১. দুলাল চন্দ্র ঘোষ, ২. মনোরমা ঘোষ, ৩. উষা বালা ঘোষ দ্বারা প্রদত্ত আমমোক্তার নং.- IV-২২১/ ৯৬, এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর তারিখ ১৯.১১.১৯৯৬ আমমোক্তার গ্রহীতা-সনাতন ঘোষ, পিতা- দুলাল চন্দ্র ঘোষ-এর কাছ হইতে নিম্ন তপশীল জমি খরিদ করিয়াছি। জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং.-৪, এল.আর. খতিয়ান নং-১১৭১, এল.আর. দাগ নং-৭৫৭, জমির পরিমান- ০২ কাঠা ০৬ ছটাক, শ্রেনী-শালি। উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন বা আপত্তি দাখিল করিতে হইবে।
বিনীত
শকুন্তলা সিং

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সুবল দাস, পিতা- ললিত দাস, মৌজা-কুতুলসহি, জে.এল-42 বিগত 21/04/99 তারিখে D.S.R-2 বারাসাত অফিসে 163/99 আমমোক্তার নিযুক্তীয় রবিবর্দ্ধন, পিতা- সাধুচরণ বর্দ্ধন গত-21/12/2004 A.D.S·R বারাসাত অফিসে 1376/2004 সাফকোবালা দলিল মূলে ১ কাঠা ১১ ছটাক জমি প্রাপ্ত হয়। MN/2026/38723, উক্ত বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকিলে বারাসাত- 1 B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

Akhtar Islam
Advocate
Barasat Judge's Court

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী নির্মাল্য বিশ্বাস,** পিতা ৺কার্তিক চন্দ্র বিশ্বাস, সাকিম হুগলী বালী কালীতলা লেন, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয় বিগত ইং ১৮/০১/২০১৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-00165/2019** নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী অমিত কুমার মল্লিক,** পিতা শ্রী সুকুমার মল্লিক, সাকিম 'বলাই চাঁদ ধাম', ঘুটিয়া বাজার, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০১/১২/২০২১ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-03109/2021** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী নিতাই মল্লিক,** পিতা শ্রী মনীন্দ্র মল্লিক, সাকিম বালী মোড়, কালিতলা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়কে **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা বালী, ৯ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪৬৮৫ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ৫২১, ৫২২, ৫২৩ নং তথা হাল এল.আর. ৭২০, ৭২১, ৭২২ নং দাগে বাস্তু ও পথ সম্পত্তি ষোল আনায় ০.০৮৫ একর, তদুপরে "পুষ্পা এপার্টমেন্ট"-এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত ২নং দোকান ঘরটি যাহার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **২৬৪.১৪ বর্গফুট,** যাহার কভার্ড এরিয়া **২২০.১২** বর্গফুট, তাহা বিক্রয় করিয়াছেন। **এবং** বিগত ইং ২৯/০৮/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-04850/2022** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী ইতু মল্লিক** স্বামী শ্রী নিতাই মল্লিক, সাকিম বালী মোড়, কালিতলা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়াকে **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা বালী, ৯ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪৬৮৫ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ৫২২, ৫২৩ নং তথা হাল এল.আর. ৭২১, ৭২২ নং দাগে বাস্তু ও পথ সম্পত্তি ষোল আনায় ০.০৭৯ একর, তদুপরে "পুষ্পা এপার্টমেন্ট"-এর একটি ফ্ল্যাট, যাহার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **৪৪৮.৯৫ বর্গফুট,** তাহা বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী নিতাই মল্লিক ও শ্রীমতী ইতু মল্লিক,** তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **মগরা-চুঁচুড়া ব্লক** অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন, উকিলবাবু, চন্দননগর আদালত, হুগলী, 8145852335

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল দ্বয় অশোক কুমার মিত্র ও অলোক কুমার মিত্র বিগত 10/05/1982 তারিখে ADSR বারাসাত অফিসে 46/82 আমমোক্তার নিযুক্তীয় গীতা রানী মিত্র, মৌজা-কায়েমবা, জে.এল-171 দাগ-128, 129, 130, 132 পরিমান 94 শতক। গত 1478/84 সাফ কোবালা দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়। উক্ত বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকিলে বারাসাত-2 B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

TK Ghosh
Advocate
Barasat Judge's Court

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, **মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।**

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, **মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।**

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া,
গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। **মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

২৩ নভেম্বর রাজ্যে সচিত্র ভোটার তালিকার সংক্ষিপ্ত সংশোধন কর্মসূচি শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী বছরের ১ জানুয়ারিকে যোগ্যতার তারিখ ধরে রাজ্যে সচিত্র ভোটার তালিকার বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন কর্মসূচি শুরু হচ্ছে আগামী ২৩ নভেম্বর। ওই দিনই প্রকাশিত হবে খসড়া ভোটার তালিকা। এরপর ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভোটার তালিকা নিয়ে নতুন নাম অন্তর্ভুক্তি, সংশোধন, বাদ দেওয়া বা অন্যান্য দাবি-আপত্তি জমা দেওয়া যাবে। সমস্ত দাবি ও আপত্তির নিষ্পত্তি করতে হবে আগামী ৮ জানুয়ারির মধ্যে। আর ১৬ জানুয়ারি প্রকাশ করা হবে সংশোধিত ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা।

এই কর্মসূচি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করতে আগামী ৩ নভেম্বর মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়েছে। রাজ্যের স্বীকৃত জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলিকে পাঠানো চিঠিতে বৈঠকে সর্বাধিক তিনজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে পারবেন বলে জানানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, ২০২৭ সালের ১ জানুয়ারি যাঁদের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হবে, তাঁরাও এই বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন কর্মসূচির মাধ্যমে ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার সুযোগ পাবেন।

নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, সংশোধন প্রক্রিয়া নির্বিঘ্ন করতে ১৩ নভেম্বরের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র-সংক্রান্ত প্রস্তুতির কাজ শেষ করতে হবে। এরপর নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী খসড়া তালিকা প্রকাশ, দাবি-আপত্তি গ্রহণ এবং নিষ্পত্তির কাজ সম্পন্ন হবে।

পাঁচ লক্ষের বান্ডিলে আসল মাত্র ৪ হাজার

অভিনব উপায়ে ২০ লক্ষ টাকার জালিয়াতি ফাঁস, ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: কলকাতার বড়বাজার এলাকায় আসল নোটের আড়ালে সাদা কাগজ দিয়ে লক্ষাধিক টাকার প্রতারণার এক মারাত্মক ছক ভেস্তে দিল কলকাতা পুলিশ। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে একটি নামী বেসরকারি ব্যাঙ্কের সিল করা পাঁচ লক্ষ টাকার নোটের বান্ডিল, অথচ ভেতরে শুধুই সাদা কাগজ! এই অভিনব জালিয়াতির অভিযোগে কলকাতা পুলিশ হাতেনাতে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁদের থেকে পাওয়া সূত্র ধরে হাওড়া থেকে আরও দুই অভিযুক্তকে পাকড়াও করা হয়। উদ্ধার করা হয় জাল নোট তৈরির হাইটেক সরঞ্জাম। কলকাতা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ২৭ অক্টোবর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বড়বাজারের স্ট্র্যান্ড রোড ও মীরবাহার ঘাট স্ট্রিটের মোড়ে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় কলকাতা পুলিশের একটি বিশেষ দল। সেখানে সন্দেহভাজনভাবে ঘোরাঘুরি করার সময় বিজয়পাল তানওয়ার ওরফে অরবিন্দ (২৩) এবং শিবা থাপা (২৪) নামে দুই যুবককে আটক করে পুলিশের বিশেষ দল। বিজয়পালের পিঠের ব্যাগ তল্লাশি করতেই চক্ষু চড়কগাছ হয় তদন্তকারীদের। তার থেকে উদ্ধার হওয়া ৪টি বান্ডিলের প্রতিটির উপরে ও নীচে রাখা ছিল ৫০০ টাকার মাত্র একটি করে আসল নোট। আর মাঝখানে সুকৌশলে সাজানো ছিল ৯৯২টি সাদা কাগজের টুকরো! ব্যাঙ্কের জাল সিল ব্যবহার করে এমনভাবে ২০ লক্ষ টাকার ভুয়ো বান্ডিল তৈরি করা হয়েছিল, যার মধ্যে আসল টাকা ছিল মাত্র ৪ হাজার! জালিয়াতির অকাট্য প্রমাণ রাখতে পুরো প্রক্রিয়ার ভিডিওগ্রাফি করে পুলিশ। এরপর ধৃতদের জেরা করে পুলিশ জানতে পারে এই চক্রের জাল ছড়িয়ে আছে হাওড়াতেও। সেই তথ্যের ভিত্তিতে হাওড়ায় তল্লাশি চালিয়ে সুনীল কুমার বর্মা (৪৭) এবং গোপাল গুজ্জর (২৪) নামের আরও দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের ডেরা থেকে একটি অত্যাধুনিক হাইটেক প্রিন্টার, বিশেষ ধরনের বস্তু পেপারের বাক্স, কাগজ কাটার উন্নত যন্ত্র, কালি কার্তুজ ও কাঁচি সহ জালিয়াতির একাধিক সরঞ্জাম উদ্ধার করে কলকাতা পুলিশের বিশেষ দল। এরপর এই চক্রের কার্যপ্রণালী ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে তদন্ত শুরু করে লালবাজার। কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল এই জালিয়াতি প্রসঙ্গে জানান, উদ্ধার হওয়া বান্ডিলগুলির মাধ্যমে কী ভাবে প্রতারণার চেষ্টা করা হচ্ছিল, তার পাশাপাশি এই টাকা কোথা থেকে কলকাতায় এল, তা-ও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এই চক্রের শিকড় কতদূর বিস্তৃত এবং অতীতে এই কৌশলে আর কাউকে ঠকানো হয়েছে কি না, তা জানতে ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ বলেই সূত্রের খবর।

কালীপুজোয় নৈহাটিতে ভিড় সামাল দিতে কড়া নজরদারি থাকবে: অমিত কুমার সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বারাসাতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে নৈহাটির কালী পুজো। এখানে অসাধারণ সব কাল্পনিক এবং ঐতিহাসিক থিমের পুজো হয়। যদিও নৈহাটির কালী পুজোর মূল কেন্দ্রবিন্দু অরবিন্দ রোডের বড়মা। এই বড়মার সুখ্যাতি এখন রাজ্য, দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও পাড়ি দিয়েছে। বড়মা ছাড়াও অরবিন্দ রোডের বেচা কালী, রামু কালী, গাজি কালীর যথেষ্ট কদর রয়েছে। তাছাড়া নৈহাটির ভারতমাতা সেবা সমিতি থেকে শুরু করে গোপাল স্মৃতি সংঘ, লোহাঘাট পার্ক অ্যাসোসিয়েশন, দেশবন্ধু পল্লি আমরা সবাই ক্লাব, অক্ষয় স্মৃতি সংঘ, একতা সংঘ এবং নিউস্টার ক্লাবের পুজো-সহ অনেক পুজোই নজরকাড়া। নৈহাটির কালী পুজো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে ঐক্যতান প্রেক্ষাগৃহে পুজো কমিটির সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করা হয়। উক্ত বৈঠকে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অমিত কুমার সিং, ডিসি নর্থ অসীম খান, মহকুমা শাসক যাদব সূর্যভান আচ্ছালাল, বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া নৈহাটির স্টেশন ম্যানেজার-সহ নৈহাটি জিআরপি এবং আরপিএফ অফিসার-রাও উক্ত বৈঠকে হাজির ছিলেন। বৈঠক শেষে পুলিশ কমিশনার অমিত কুমার সিং বড়মার মন্দির চত্বর, অরবিন্দ রোড, সাবওয়ে-সহ নৈহাটি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মগুলো ঘুরে দেখেন। বৈঠক শেষে পুলিশ কমিশনার অমিত কুমার সিং বলেন, ভিড় সামাল দিতে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হবে। চারদিক সিসিটিভি মোতায়েন করা হবে। ওয়াচ টাওয়ার বসানো হবে। ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি করা হবে। পুলিশ কমিশনার আরও জানান, দর্শনার্থীদের ভিড় সামাল দেওয়ার জন্য এদিন ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। তবে তাদের লক্ষ্য একটাই, কালী পুজো শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা।

ধুলাগড়ে সোনা ব্যবসায়ীকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে লুঠ, খোয়ালেন প্রায় ২ লক্ষ টাকার রুপোর সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বাড়ির গলিতেই সোনা ব্যবসায়ীর মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে লুঠের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল সাঁকরাইলের ধুলাগড় শিবতলার নিয়োগীপাড়ায়। বুধবার রাত সাড়ে নটা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে। দুষ্কৃতীরা ব্যবসায়ীর ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে দুটি বাইকে চেপে পালিয়ে যায়। ব্যাগে প্রায় ২ লক্ষ টাকা মূল্যের রুপোর সামগ্রী ছিল বলে দাবি ব্যবসায়ীর। এই বিষয়ে ব্যবসায়ী তারক জানা জানান, ধুলাগড় শিবতলার কাছে নিজের দোকান বন্ধ করে সামগ্রী ভর্তি ব্যাগ নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। বাড়ির গলিতে ঢোকার সময় মুখ ঢাকা অবস্থায় দু'জনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। আরও একজন গলিতেই লুকিয়ে অপেক্ষা করছিল বলে তাঁর অভিযোগ। তিনি সাইকেল নিয়ে এগিয়ে যেতেই দুষ্কৃতীরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মুখে আগ্নেয়াস্ত্র ঢুকিয়ে দেয়। এরপর ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে দুটি বাইকে চেপে চম্পট দেয় তারা।

এই ঘটনার পর থেকেই আতঙ্কে আছেন এলাকার অন্যান্য ব্যবসায়ী। লুঠ হওয়া সামগ্রী ফিরে পাওয়ার পাশাপাশি অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি জানান তিনি। তাঁর কথায়, এলাকায় বহু ভাড়াটিয়া থাকেন এবং নতুন মানুষের আনাগোনা লেগেই থাকে। ফলে দুষ্কৃতীদের কাউকেই চিনতে পারেননি তিনি। নিজের বাড়ির গলিতেই এমন বিপদ অপেক্ষা করছে, তা ভাবতেও পারেননি। যদিও ঘটনার খবর পেয়ে সাঁকরাইল থানার পুলিশ আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়। পুলিশ লুঠ হওয়া সামগ্রী উদ্ধারের আশ্বাস দিয়েছে বলে জানান ব্যবসায়ী। অন্যদিকে, এই ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারাও। তাঁদের বক্তব্য, এলাকাটি শান্তিপূর্ণ বলেই পরিচিত। সেখানে রাত সাড়ে নটার সময় আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে এমন লুঠের ঘটনা ঘটবে, তা তাঁরা কল্পনাও করতে পারেননি। দুষ্কৃতীরা প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে বাইকে চেপে পালিয়ে যাওয়ায় নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

জলমগ্ন রেললাইন, দক্ষিণ-পূর্ব রেলের একাধিক ট্রেন বাতিল ও রুট বদল, ভোগান্তির আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ঘূর্ণিঝড় অর্ণব-এর প্রভাবে প্রবল বৃষ্টিতে রেললাইনের উপর জল উঠে যাওয়ার ঘটনায় দক্ষিণ-পূর্ব রেলের দূরপাল্লার ট্রেন চলাচলে বড়সড় প্রভাব পড়ল। বিশাখাপত্তনম বিভাগে পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় নিরাপত্তার কারণে একাধিক ট্রেন বাতিল করল দক্ষিণ-পূর্ব রেল। কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেনকে স্বাভাবিক রুটের বদলে অন্য পথে চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। ফলে পুজোর মরশুমে দূরপাল্লার যাত্রীদের ভোগান্তি বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, জলমগ্ন রেললাইন দিয়ে ট্রেন চালানো ঝুঁকিপূর্ণ। সেই কারণেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কিছু পরিষেবা বন্ধ রাখা এবং কয়েকটি ট্রেনকে ঘুরপথে চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ২৯ অক্টোবর বাতিল করা হয়েছে ১২৭০৩ হাওড়া-সেকেন্দ্রাবাদ ফলকনুমা এক্সপ্রেস, ১৮০৪৫ হাওড়া-চার্লাপল্লি এক্সপ্রেস, ১৮০৬৩ সাঁতরাগাছি-ইয়েলহাঙ্কা এক্সপ্রেস, ২২৬০৩ খড়গপুর-ভিল্লুপুরম এক্সপ্রেস, ১৮১১৭ রাউরকেল্লা-গুনুপুর এক্সপ্রেস, ২২৮৫১ শালিমার-মাঙ্গালুরু সেন্ট্রাল এক্সপ্রেস এবং ১২৮৬৩ হাওড়া-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস। এর সঙ্গে শালিমার-ভাস্কো ডা গামা এক্সপ্রেস, শালিমার-চার্লাপল্লি স্পেশ্যাল এবং ঝাড়সুগুদা-সম্বলপুর-ঝাড়সুগুদা এক্সপ্রেসের পরিষেবাও বাতিল হয়েছে।

৩০ অক্টোবরও একাধিক ট্রেন চলবে না। এর মধ্যে রয়েছে টাটানগর-বিলাসপুর-টাটানগর এক্সপ্রেস, টাটানগর-হাতিয়া-টাটানগর এক্সপ্রেস, ঝাড়সুগুদা-সম্বলপুর-ঝাড়সুগুদা এক্সপ্রেস, গুনুপুর-রাউরকেল্লা এক্সপ্রেস, রাউরকেল্লা-টাটানগর-রাউরকেল্লা এক্সপ্রেস, ঝাড়গ্রাম-পুরুলিয়া-ঝাড়গ্রাম এক্সপ্রেস, খড়গপুর-টাটানগর-খড়গপুর এক্সপ্রেস, আসানসোল-টাটানগর-আসানসোল এক্সপ্রেস এবং চক্রধরপুর-রাউরকেল্লা-চক্রধরপুর এক্সপ্রেস। যদিও এই রুটে সব ট্রেন বাতিল করা হয়নি। ২৯ অক্টোবরের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দূরপাল্লার ট্রেনের রুট বদল করা হয়। ১২৬৬৩ হাওড়া-তিরুচিরাপল্লী এক্সপ্রেস খড়গপুর, টাটানগর, ঝাড়সুগুদা, গোন্দিয়া ও বলহারশাহ হয়ে চলবে। অন্যদিকে ১২৮৪১ হাওড়া-এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল করমণ্ডল এক্সপ্রেসকে খড়গপুর, টাটানগর, ঝাড়সুগুদা ও বিজয়নগরম হয়ে চালানো হবে। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের বক্তব্য, যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই পরিস্থিতি অনুযায়ী ট্রেন বাতিল ও রুট পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জলমগ্ন অংশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই পরিবর্তন কার্যকর থাকতে পারে। তাই রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের যাত্রা শুরুর আগে সংশ্লিষ্ট ট্রেনের পরিষেবা চালু রয়েছে কি না, তা যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে। বিশেষ করে হাওড়া, সাঁতরাগাছি, শালিমার ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলের অন্য স্টেশন থেকে দূরপাল্লার ট্রেনে ওঠার পরিকল্পনা থাকলে রওনা হওয়ার আগে রেলের সর্বশেষ আপডেট দেখে নেওয়াই নিরাপদ বলেই জানিয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ।

সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস উদযাপন করল 'তুমসে হ্যায় ইয়ে তিয়োহার'

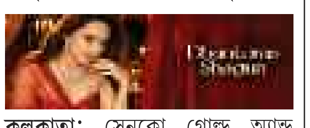

কলকাতা: সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় জুয়েলারি রিটেইলার, যার ৮৭ বছরেরও বেশি সময়ের ঐতিহ্য এবং দেশজুড়ে ২০২টিরও বেশি শোরুমের নেটওয়ার্ক রয়েছে। ধনতেরাস উপলক্ষ্যে সেনকো তার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর কিয়ারা আডবানিকে নিয়ে তাদের ধনতেরাস শগুন ক্যাম্পেইন 'তুমসে হ্যায় ইয়ে তিয়োহার' চালু করার ঘোষণা করল। এর পাশাপাশি তাদের শগুন ফেস্টিভ জুয়েলারি কালেকশনও লঞ্চ করল। এই ক্যাম্পেইনটি উৎসবের ঐতিহ্যের আবেগঘন উষ্ণতা এবং সেজে ওঠার আনন্দকে উদযাপন করে। উৎসবের মরশুমের জন্য একজন নারীর প্রস্তুতি চিরন্তন পীতি, এই ক্যাম্পেইনে দেখানো হয়েছে কীভাবে সঠিক গয়না তার উৎসবের সাজকে সম্পূর্ণ করে এবং প্রতিটি মুহূর্তকে আরও বিশেষ করে তোলে। উৎসবের অফারগুলি ২৫ অক্টোবর থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস-এর সমস্ত শোরুমে পাওয়া যাবে। গ্রাহকদের বিভিন্ন পছন্দ ও বাজেটের কথা মাথায় রেখে এখানে মাত্র ২০,০০০ টাকা থেকে শুরু হওয়া মূল্যের গয়নাও পাওয়া যাবে।

'অর্ণবে'র ধাক্কায় ধবধবে সাদা সিকিম, মরশুমের প্রথম তুষারপাতে মাতল পাহাড়, খুশির মাঝেই সমতলে দুর্যোগের মেঘ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বঙ্গোপসাগরের বুকে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব' সরাসরি আঘাত না করলেও তার পরোক্ষ জাদুতে রাতারাতি ভোল বদলে গেল পাহাড়ের। বৃহস্পতিবার ভোরের আলো ফুটতেই সিকিমের উঁচু পর্বতগুলোতে নামল মরশুমের প্রথম তুষারপাত। ছাঙ্গু লেক থেকে শুরু করে নাথুলা সীমান্ত, কুপুপ কিংবা ইয়াংথাং ভ্যালি, সব চেনা জায়গা এখন ধবধবে সাদা বরফের চাদরে মোড়া। হঠাৎ ছোঁয়া পাওয়া এই বরফ উৎসব পর্যটকদের মনে তুমুল উত্তেজনা তৈরি করলেও, হিমেল হাওয়ার শিরশিরানি আর আবহাওয়ার এই খামখেয়ালিপনা নতুন করে চিন্তায় ফেলেছে প্রশাসনকে। যদিও হঠাৎ এই বরফ পাতের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গ্যাংটক আবহাওয়া দপ্তরের প্রধান গোপীনাথ রাহা স্পষ্ট জানান, বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণিঝড় ও বায়ুমণ্ডলের নিম্নচাপের প্রভাবেই এই আবহাওয়ার বদল। পাহাড়ে বেড়াতে আসা মানুষ ও স্থানীয়দের সতর্ক করে তাঁর পূর্বাভাস, আগামী দু'দিন তাপমাত্রা কমার প্রবণতা বজায় থাকতে পারে। আর এই কারণেই পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালানো এবং পর্যটকদের গতিবিধির ওপর বাড়তি নজর রাখছে প্রশাসন। উত্তরবঙ্গের তাপমাত্রার পারদ ইতিমধ্যেই হু হু করে নামতে শুরু করেছে। পাহাড়ি রাজ্য সিকিমের গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ঠেকেছে ১১.৫ ডিগ্রিতে। যার মধ্যে গ্যাংটকে পারদ ছুঁয়েছে ১৩.৭ ডিগ্রি, গেজিংয়ে ১১.৯ ডিগ্রি আর পাকিয়ংয়ে ১৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর ছোঁয়া লেগেছে উত্তরবঙ্গের পাহাড়েও, দার্জিলিঙে তাপমাত্রা নেমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। সমতলের শিলিগুড়িতেও রাতের দিকে ২০ ডিগ্রির ঘরে নামছে পারদ। আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের অনুমান, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গের সমতল ও পাহাড়ি অঞ্চলের চেনা তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে আরও ২ থেকে ৪ ডিগ্রি পর্যন্ত কমে যেতে পারে। তবে সিকিমের এই বরফ-বিলাসের ঠিক উল্টো পিঠেই ধেয়ে আসছে উত্তরবঙ্গের দুর্যোগ। আবহাওয়া দপ্তরের কড়া পূর্বাভাস, ২৯ ও ৩০ অক্টোবর দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মুষলধারে বৃষ্টি নামতে পারে, যার পরিমাণ হতে পারে প্রায় ৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার। শুধু বৃষ্টিই নয়, সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া এবং মারাত্মক বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকছে। পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও ঝোড়ো হাওয়া বইবার সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। সব মিলিয়ে আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত উত্তর ভারতের এই পার্বত্য অঞ্চলজুড়ে আবহাওয়ার এই তাণ্ডব চলতে পারে, যা কাটতে কাটতে আগামী ১ নভেম্বর হয়ে যাবে। পাহাড়ে এই টানা বৃষ্টির জেরে যেকোনো সময় পাহাড় ধসে রাস্তা বন্ধ হওয়ার প্রবল ঝুঁকি তৈরি করতে পারে, আর সমতলের নিচু রাস্তাঘাটগুলোও জলে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। এমন বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে খোলা আকাশ এড়িয়ে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং পরিষ্কার জানানো হয়েছে, মেঘ ডাকলে কেউ যেন ভুলেও কোনো গাছ বা বিদ্যুতের খুঁটির নিচে আশ্রয় না নেন।

ভিভো ভারতে নিয়ে এল অরিজিনওএস ৭

ভিভো ইন্ডিয়া অরিজিনওএস ৭ উন্মোচন করল, যা তাদের সর্বশেষ অপারেটিং সিস্টেম। এটি মসৃণ পারফরম্যান্স, ইন্টেলিজেন্ট প্রোডাক্টিভিটি এবং নির্বিঘ্ন কানেক্টিভিটির মাধ্যমে প্রিমিয়াম স্মার্টফোনের অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আরও স্বজ্ঞাত, স্মার্ট এবং সংযুক্ত এই তিনটি মূল অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে নির্মিত অরিজিনওএস ৭। উন্নত সিস্টেম পারফরম্যান্স, ৭ এআই-চালিত প্রোডাক্টিভিটি, ক্রস-ডিভাইস কানেক্টিভিটি, পার্সোনালাইজেশন এবং বর্ধিত নিরাপত্তাকে একত্রিত করেছে। অরিজিন স্মুথ ইঞ্জিন, ফ্লুইড মোশন এবং স্প্রিং অ্যানিমেশনের সঙ্গে মিলিত হয়ে পুরো সিস্টেম জুড়ে আরও বেশি রেসপন্সিভনেস এবং স্বাভাবিক মুভমেন্ট নিয়ে আসে।

মাল্টিলেভেল পার্কিং ও বর্জ্য থেকে গ্যাস তৈরিতে ৩ হাজার কোটি টাকার মউ স্বাক্ষর নগরোন্নয়ন দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার থেকে কলকাতায় ফুটপাত-বাজারে বন্ধ হচ্ছে যত্রতত্র পার্কিং। তিলোত্তমার রূপ ফেরাতে এবং নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যকে আরও গুরুত্ব দিয়ে বাড়াতে একগুচ্ছ বড়সড় পদক্ষেপ করতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নগরোন্নয়ন দপ্তর। এছাড়াও কলকাতার রাস্তা ও ফুটপাত দখলমুক্ত করার পাশাপাশি শহরের যানজট কমাতে এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই লক্ষ্য নিয়েই দুটি সংস্থার সঙ্গে মোট তিনটি সমঝোতা স্মারক বা মউ স্বাক্ষর করল রাজ্য।

বৃহস্পতিবার এই মউ স্বাক্ষরের পর রাজ্যের নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল কলকাতার সৌন্দর্যায়ন ও পরিকাঠামো নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। তিনি স্পষ্ট জানান যে, ফুটপাত বা বাজার এলাকায় যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং করার মানসিকতা বদলাতে হবে। মানুষের সচেতনতার পাশাপাশি পরিকাঠামোও উন্নত করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার পুর দপ্তরের সঙ্গে ১৯৮৪ সালে তৈরি ভারত সরকারের সংস্থা 'নিটকন'-এর দুটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই বিষয়ে ওই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ফুটপাত বা বাজারে পার্কিং বন্ধ করা দরকার। মানুষকে সচেতন হতে হবে। সে কারণে মাল্টি লেভেল কার পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর ফলে কলকাতার রাস্তায় পার্কিংয়ের চাপ কমবে, যান চলাচল অনেক মসৃণ হবে এবং পুরসভার রাজস্ব উপার্জনও আরও বাড়বে। এই প্রকল্প প্রসঙ্গে নিটকনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সত্বন্দির সিং জানান, ইতিমধ্যেই শিলিগুড়িতে তাঁদের প্রজেক্ট শুরু হয়েছে। কলকাতার বাজার, হাসপাতাল-সহ বিভিন্ন এলাকায় শহর সাজানোর কাজ হাতে নেওয়া হবে। এছাড়াও পার্কিংয়ের কাজও দ্রুত শুরু হবে এবং আগামী মাসের মধ্যেই তা পুরোদমে কাজ শুরু করবে তারা। কলকাতার রাস্তায়, অলিগলিতে ঝুলন্ত তারের জঞ্জাল থেকে এবার মুক্তি হতে চলেছে, এমনটাই দাবি করেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

কলকাতার অন্যতম বড় দৃশ্যমান সমস্যা হল মাথার ওপর ঝুলে থাকা তারের জঞ্জাল। এই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়ে মন্ত্রী বলেন, জঞ্জাল হয়ে থাকে তারগুলো। আসানসোলে কাজ শুরু হয়েছে। কলকাতার এই ঝুলে থাকা তারের ছবি যাতে আগামীদিনে না দেখা যায় সেটার ব্যবস্থা করা হবে। এতদিন শহরের সৌন্দর্যায়ন নিয়ে কেউ ভাবেনি, এখন থেকে কাজ শুরু হল। এছাড়াও বৃহস্পতিবার তৃতীয় চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় নয়ডার একটি সংস্থা 'স্কাই ম্যাক্স'-এর সঙ্গে। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বা কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শহরে কম্প্রেসড বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরি করবে এই সংস্থা। এই প্রকল্পে তারা রাজ্যে ৩,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। ওই সংস্থার প্রতিনিধি অর্জুন রাওয়াত এদিন জানান, উত্তরপ্রদেশ এবং ওড়িশায় ইতিমধ্যেই তাঁদের ১১ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প চলছে। এই সিবিজি প্ল্যান্টের মাধ্যমে একদিকে যেমন শহরের বর্জ্য পদার্থের কারণে হওয়া দূষণ কমবে, ঠিক তেমনই বিকল্প জ্বালানি হিসেবে গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে শিল্পীমহলে তীব্র ক্ষোভ

কাটমানি-সহ কোটি টাকার কেলেঙ্কারি ফাঁসের ঘটনায় তোলপাড় বিনোদন জগৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গুরুতর আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগে রাজ্যের প্রাক্তন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী তথা সঙ্গীতশিল্পী ইন্দ্রনীল সেনের গ্রেপ্তারির পর রাজ্য রাজনীতি ও বিনোদন জগতে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। তবে এই গ্রেপ্তারির পর সবথেকে বড় আলোড়ন তৈরি হয়েছে খোদ শিল্পীমহলে। সরকারি স্তরে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং শিল্পীদের ওপর বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব হন অন্যান্য বড় পর্দার ও সঙ্গীত জগতের ব্যক্তিত্বরা। ইন্দ্রনীল সেনের গ্রেপ্তারির পর থেকেই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারি স্তরে গানের অনুষ্ঠান বণ্টন করা নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে তিনি জানান, সরকারি অনুষ্ঠানে সুযোগ পাওয়ার জন্য শিল্পীদের কাছ থেকে নিয়মিত 'কাটমানি' বা কমিশন চাওয়া হত। শুধু তাই নয়, এই নোংরা লবিবাজি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুললে বা প্রতিবাদ করলে তাঁকে অলিখিতভাবে 'ব্যান' বা বয়কট করা হত। এই বঞ্চনা সহ্য করতে না পেরে ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায় একসময় সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জনতার দরবারে' অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলেন এবং বিষয়টি নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গেও কথা বলেছিলেন। যদিও ইন্দ্রনীল সেনের এই পরিণতিকে তাঁর কর্মফল এবং অতিরিক্ত লোভের শাস্তি হিসেবে উল্লেখ করে ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। ছোটবেলা থেকে এই প্রবাদ শুনে বড় হয়েছি। প্রাক্তন মন্ত্রীর গায়কীর প্রশংসা করেও তাঁর ক্ষোভ ও কটাক্ষ, শুধু গান দিয়েই তিনি বিশ্ব জয় করতে পারতেন। কিন্তু লোভ, আকাঙ্ক্ষা এবং কোথায় থামতে হবে

তা না জানার কারণেই আজ এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তিনি স্পষ্ট জানান, তিনি নিজে সবসময় সৎভাবে কাজ করতে ভালোবাসেন এবং শ্রোতাদের ভালোবাসার সাথে তাঁর কোনো টাকার লেনদেন নেই। পাশাপাশি, অভিনেতা ও ফিল্ম এডিটর অরিত্র দত্ত বণিকও সোশ্যাল মিডিয়ায় ইন্দ্রনীল সেনকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। সরকারি মঞ্চে প্রাক্তন মন্ত্রীর গান গাওয়ার ধরন এবং গ্রেপ্তারির পর জেলের ভেতর কয়েদিদের সামনে তাঁর গান গাওয়া নিয়ে তীব্র উপহাস করেন তিনি। যদিও শিল্পীদের এই ক্ষোভের নেপথ্যে আছে বুধবার সন্ধ্যার একটি বড় ঘটনা। সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট) দপ্তরে প্রায় চার ঘণ্টা ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা প্রাক্তন মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করে নিজেদের হেপাজতে নেন।

তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গেছে, ২০২১ সালে কলকাতার দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর হেরিটেজ স্বীকৃতি পাওয়ার পর 'মাস আর্ট' নামে একটি সংস্থা তৈরি হয়েছিল, যার সভাপতি ছিলেন ইন্দ্রনীলের স্ত্রী মধুছন্দা সেন। অভিযোগ, ২০২২ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ওই সংস্থাটি নিজেদের ইউনেস্কোর অনুমোদিত অংশীদার বলে দাবি করে দুর্গাপুজোর 'প্রিভিউ শো' এবং ভিআইপি এন্ট্রি পাস বা টিকিট চড়া দামে বাজারে বিক্রি করেছিল। প্রাথমিক তদন্তে ইডির অনুমান, এই টিকিট বিক্রির সিন্ডিকেটের আড়ালে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ কোটি টাকার বিশাল দুর্নীতি হয়েছে এবং সেই টাকা ব্যক্তিগত স্বার্থে ও সম্পত্তিতে ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিল্পীমহলের ক্ষোভ এবং কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারি, সব মিলিয়ে প্রাক্তন সংস্কৃতি মন্ত্রীর গ্রেপ্তারি এই মুহূর্তে রাজ্যের সবথেকে বড় চর্চার বিষয়।

২ নভেম্বর কলকাতায় বিজেপির মহামিছিল

পুরভোটের টিকিট বণ্টনে চূড়ান্ত বৈঠকে নীতিন নবীন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন কলকাতা ও হাওড়া-সহ রাজ্যের বকেয়া পুরসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করেছে রাজ্যের গেরুয়া শিবির। কালীপুজোর আগেই দলের নির্বাচনী রণকৌশল সাজাতে আগামী ২ নভেম্বর রাজ্যে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। রাজনৈতিক মহলের মতে, তাঁর এই সফরকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন রাজপথে দলীয় শক্তি প্রদর্শন করবে রাজ্য বিজেপি, অন্যদিকে তেমনই দলের ভেতরের রণকৌশল ও প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে এই সফর অত্যন্ত নির্ণায়ক হতে চলেছে।

সর্বভারতীয় সভাপতির এই সফরের শুরুতেই তাঁর উপস্থিতিতে কলকাতায় একটি বিশাল রাজনৈতিক কর্মসূচির পরিকল্পনা করছে রাজ্য বিজেপি। কলেজ স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত একটি মহামিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে। এবারের মিছিলের মূল বার্তা ও স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে, 'গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হটাও'। দলীয় সূত্রে খবর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নিয়ে বিরোধীরা রাজ্যে যে লাগাতার প্রচার চালাচ্ছে, তার পাল্টা জবাব দিতেই এই মহামিছিলের আয়োজন করছে গেরুয়া শিবির। এই কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটবেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ এ রাজ্যের প্রথম সারির সমস্ত নেতৃত্ব। বিজেপি শিবিরের পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই মিছিলের পরেই শুরু হবে আসল সাংগঠনিক তৎপরতা। মহামিছিলের পর কলকাতা ও হাওড়ার আসন্ন পুরভোটের রণকৌশল নির্ধারণে রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসবেন নীতিন নবীন। এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন রাজ্য বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল। ভোটমুখী পুরসভাগুলিতে রাজ্যে তৃণমূলকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা কীভাবে করা হবে এবং প্রচারের রূপরেখা কী হবে, তা এই বৈঠকেই ঠিক করা হবে। যদিও রাজনৈতিক মহলের ধারণা, পুরভোটের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করার আগে নীতিন নবীনের এই সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দলীয় সূত্রে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, কালীপুজো মিটে গেলেই বিজেপি পুরভোটের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করতে পারে। তবে অন্য দলগুলোর মতো ধাপে ধাপে নয়, দলের অন্দরে পরিকল্পনা চলছে একসঙ্গেই সব প্রার্থীর নাম একসঙ্গে ঘোষণা করার। এর ফলে দলের ভেতরে ক্ষোভ-বিক্ষোভ বা দলবদলের সম্ভাবনাকে একঝটকায় কমিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করছেন বিজেপি শিবির সদস্যরা। তবে প্রার্থী বাছাইয়ে তিন বড় চ্যালেঞ্জ শাসক শিবিরের সামনে আছে। নীতিন নবীনের এই বৈঠকে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মূলত তিনটি জটিল প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে হবে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বকে।

দলের পুরনো কাউন্সিলরদের পুনর্মূল্যায়ন বিগত বোর্ডের পুরনো কাউন্সিলরদের মধ্যে কারা পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে ফের টিকিট পাবেন এবং কাদের টিকিট কাটা যাবে, তাই নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ-সহ এই বৈঠক থেকেই তার রূপরেখা তৈরি করা হবে।

পুরভোটে নতুন প্রার্থী দলের ভিতরে তরুণ ও নতুন প্রার্থীদের তালিকায় কতটা জায়গা দেওয়া হবে, যাতে মানুষের কাছে একটি স্বচ্ছ ভাবমূর্তি তুলে ধরা যায়, তার রূপরেখাও এই বৈঠক থেকেই নির্ধারিত করা হবে।

অন্য দল থেকে আসা নেতৃত্বের ভাগ্য নির্ধারণ তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া প্রাক্তন কাউন্সিলরদের পুনরায় টিকিট দেওয়া হবে কি না।

বর্তমানে এই শেষ বিষয়টি নিয়েই বাংলার রাজনৈতিক মহলে সবচেয়ে বেশি জল্পনা চলছে। আদি ও নব্য বিজেপির দ্বন্দ্ব এড়াতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কীভাবে এই সমীকরণ সমাধান করে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় পরীক্ষা রাজ্য নেতৃত্বের সামনে। স্বভাবতই, নীতিন নবীনের এই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকই ঠিক করে দেবে আসন্ন পুরযুদ্ধে রাজ্য বিজেপি কোন রাজনৈতিক পথ অনুসরণ করে চলবে, আর তার দিকেই উৎসুকভাবে তাকিয়ে আছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল।

বেহালা-কাণ্ডে কলকাতার সিপিকে নোটিস জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেহালার ঘটনার তিন অভিযুক্তকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় রাস্তায় হাঁটানোর ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ করল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। এই বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে ঘটনাটিতে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে নোটিস পাঠিয়েছে কমিশন। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে এই গোটা ঘটনার বিশদ রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জানিয়েছে, এব্যাপারে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত খবর যদি সত্যি হয়, তবে এটি নাগরিকদের মৌলিক ও মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন। আইন রক্ষকদের উপস্থিতিতে এমন নির্মম ও অবমাননাকর আচরণ কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এই মর্মে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে আগামী ১৪ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত রিপোর্ট এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে নেওয়া পদক্ষেপের হিসাব দিতে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। প্রসঙ্গত, স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এক যুবকের সঙ্গে বাড়ির মেয়ের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ওই সম্পর্কে আপত্তি ছিল মেয়ের পরিবারের। লদীপুজোর সন্ধ্যায় বসুন্ধরা পার্ক এলাকায় দু'জন দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁদের ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফেলেন কিশোরীর মামা-সহ পরিবারের কয়েক জন সদস্য। এরপরই যুবক ও তাঁর এক বন্ধুকে আটকে রেখে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে ঘিরে অশান্তি হয়।

পাটুলি ঝিলপাড়ের নবনির্মিত ফুডস্টলের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুরসভার কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে এবং যাদবপুরের বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায়। *ছবি: অদিতি সাহা*

ইভিএমে 'নোটা' বাদ, ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতা-হাওড়া পুরভোটের প্রস্তুতি কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, কলকাতা পুরসভার ৪,৭১১টি বুথে ভোটগ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেই ভোট পরিচালনায় প্রয়োজন হবে প্রায় ২২,৬১৩ জন ভোটকর্মী। আগামী ৩ নভেম্বর থেকে তাঁদের প্রশিক্ষণ শুরু হওয়ার কথা। কমিশন সূত্রের দাবি, এবারের পুরভোটে ইভিএমে 'নোটা' বিকল্প রাখা হচ্ছে না। পাশাপাশি কলকাতা ও হাওড়া; দুই পুরসভার নির্বাচনই রাজ্য পুলিশের নিরাপত্তায় পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে। যদিও এই বিষয়ে এখনও কমিশনের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি। প্রশাসনিক প্রস্তুতি জোরকদমে চললেও এখনও ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়নি। সূত্রের খবর, ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহকে লক্ষ্য রেখে প্রস্তুতি এগোলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কমিশনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পরই স্পষ্ট হবে।

নৈহাটি থানার উদ্যোগে আয়োজিত জমকালো বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নতুন সরকারের আমলে প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে পুলিশ প্রশাসনের তরফে ঘটা করেই আয়োজিত হচ্ছে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান। লক্ষ্য, জনসংযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে নিবিড় মেলবন্ধন গড়ে তোলা। বৃহস্পতিবার নৈহাটি থানার উদ্যোগে জমকালো বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। স্যাক্সোফোন বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে সঙ্গীত পরিবেশন করে দর্শকদের নজর কাড়ালেন নৈহাটি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দেবনাথ সাধুখাঁ। এছাড়া অন্যান্য পুলিশ কর্মীরাও বিভিন্ন ঘরানার সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এদিন নৈহাটি থানা এলাকার কৃতী পড়ুয়া থেকে শুরু করে বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ এবং সঙ্গীত শিল্পীদেরও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে এসিপি নৈহাটি দেবাদ্রিশ বিশ্বাস বলেন, বিজয়া সম্মিলনীর মতোই অন্যান্য পুরনো ঐতিহ্যও বজায় রাখা দরকার। অপরদিকে নৈহাটি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দেবনাথ সাধুখাঁ বলেন, সকল স্তরের মানুষজনকে নিয়ে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান করা হল। তবে যেভাবে নৈহাটিতে দুর্গাপুজো শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তেমনি অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই কালীপুজোও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সাধারণ সম্পাদিকা শর্মিষ্ঠা দে বলেন, বিজয়া সম্মিলনী সংস্কৃতির একটা অংশ। বঙ্গে নতুন করে সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে, এটা দেখে ভালো লাগছে। তবে পুরনো সংস্কৃতি ফিরে আসছে, এটা একটা বড় প্রাপ্তি। তাঁর আশা, আগামীদিনে বাংলার সর্বত্র রবীন্দ্র, নজরুল জয়ন্তী ঘটা করেই অনুষ্ঠিত হবে। তাঁর কথায়, হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতি নিশ্চিতরূপে ফিরে আসবে। আর বাঙালি আবার নিজের মতো করে বাঙালিয়ানায় বাঁচবে। উক্ত বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন এসিপি বীজপুর সৌম্যনন্দ সরকার, ডিসি ট্রাফিক রাজ নারায়ণ মুখার্জি, নৈহাটির বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়, যুবনেতা সূর্য চৌধুরী প্রমুখ।

রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেহাল দশায় পরিণত নৈহাটির লোহাঘাট পার্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ১৯৯৫ সালের ১৫ এপ্রিল ঘটা করেই উদ্বোধন হয়েছিল গঙ্গার তীরবর্তী নৈহাটির লোহাঘাট পার্ক। নৈহাটি পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত প্রবীণ নাগরিক এবং শিশুদের খেলাধুলার জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল এই পার্কটি। অভিযোগ, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আজ বেহাল দশায় পরিনত শিশুদের বিনোদনের এই পার্ক। স্লাইড, দোলনা-সহ খুদেদের অন্যান্য খেলার সরঞ্জাম ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। প্রাতঃভ্রমণকারী কিংবা প্রবীণ মানুষজনের বসার জন্য কংক্রিটের

আসন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অভিযোগ, পর্যাপ্ত আলোর অভাবে সন্ধে নামতেই পার্ক চত্বর নেশাড়ুদের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। লোহাঘাট পার্কের পরিস্থিতি নিয়ে বিজেপির নৈহাটি মণ্ডল-২ সহ-সভাপতি সৌমদীপ মোদক বলেন, পার্কের বেহাল অবস্থা দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তৃণমূল জমানায় কতটা উন্নয়ন হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল জমানায় পার্কটি ঘিরে নোংরা পরিবেশ কায়েম হয়েছিল। কিন্তু ৪ মে-র পর পার্কটিকে নোংরা পরিবেশ মুক্ত করা হয়েছে। সৌমদীপের দাবি, পুজো মিটলেই লোহাঘাট পার্কের হাল ফিরবে। পার্কটিকে সংস্কার করে পুনরায় সাজিয়ে তোলা হবে। পাশাপাশি শিশুদের বিনোদনের জন্য আধুনিক খেলাধুলার সরঞ্জামও বসানো হবে।

বড়বাজারের পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে ১১০ কেজি নিষিদ্ধ বাজি-সহ গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কালীপুজো ও দীপাবলির মুখে কলকাতায় ফের বড়সড় বেআইনি বাজি উদ্ধারের ঘটনা ঘটল। বুধবার গভীর রাতে শহরের অন্যতম ব্যস্ত বাণিজ্যকেন্দ্র বড়বাজার এলাকার একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ ও অবৈধ বাজি উদ্ধার করল পুলিশ। ঘন জনবসতিপূর্ণ এই এলাকায় এত বিশাল পরিমাণ বিস্ফোরক মজুত থাকায় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়। ঘটনাস্থল থেকে এই ঘটনায় যুক্ত এক ব্যক্তিকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে বড়বাজার থানার পুলিশ।

কলকাতা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার গভীর রাতে আনুমানিক ১টা ৪৫ মিনিট নাগাদ বড়বাজার থানার সাব-ইন্সপেক্টর উত্তম কুমার হালদারের নেতৃত্বে পুলিশের একটি বিশেষ দল ওই পরিত্যক্ত বাড়িতে বিশেষ তল্লাশি অভিযান চালায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, ১ নম্বর এনএস রোডের একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। সেখানে তল্লাশি চালাতেই চোখ কপালে ওঠে তদন্তকারীদের। ভবনটির ভেতরে চারটি বড় কার্ডবোর্ডের বাক্সে থরে থরে সাজানো ছিল প্রায় ১১০ কেজি নিষিদ্ধ ও অবৈধ বাজি। কোনো রকম সরকারি লাইসেন্স বা পারমিট ছাড়াই, সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে লোকালয়ের মধ্যে এই বিপুল পরিমাণ বাজি মজুত করে রাখা হয়েছিল। ওই রাতেই ঘটনাস্থল থেকেই এই চক্রে জড়িত থাকার অভিযোগে মহম্মদ তৌফিক (১৯) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে কোনো বৈধ কাগজপত্র ছাড়া বাজি মজুত ও জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করার অভিযোগে পুলিশের পক্ষ থেকে একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করা হয়। নতুন ফৌজদারি আইন 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা'-র সংশ্লিষ্ট ধারা এবং বিস্ফোরক আইনের অধীনেও এই মামলা দায়ের করা হয়েছে।

শহরের বুকে সাম্প্রতিক চোরবাগান-কাণ্ডের পর কালীপুজো ও দীপাবলির আগে বাজি সংক্রান্ত বেআইনি মজুতের বিরুদ্ধে পুলিশের এই তৎপরতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল। লালবাজারের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, ঘন জনবসতিপূর্ণ বড়বাজার এলাকায় এই বাজিগুলিতে সামান্য কোনো স্ফুলিঙ্গ থেকে আগুন লাগলে তা ভয়াবহ রূপ নিতে পারত। এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল এই অভিযান নিয়ে স্পষ্ট জানান, অবৈধ বাজি রুখতে আমরা সব সময় চেষ্টা করছি। উৎসবের মরশুমে শহরের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এই ধরনের তল্লাশি ও অভিযান আগামী দিনগুলিতে আরও জোরদার করা হবে বলে লালবাজার সূত্রে খবর।

উল্লেখ্য, ১৯ বছর বয়সি মহম্মদ তৌফিক এই বিপুল পরিমাণ বাজি কোথা থেকে এনেছিল এবং উৎসবের বাজারে তা কোথায় কোথায় সরবরাহ করার পরিকল্পনা ছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এই বেআইনি বাজি কারবারের পিছনে কোনো বড় আন্তঃরাজ্য বা স্থানীয় চক্র কাজ করছে কি না, তা জানতে ধৃত যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে বড়বাজার থানার পুলিশ

সম্পাদকীয়

অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের কঠোরতা চাই, রাজনীতি নয়

প্যারিসে পথে বিক্ষোভ, যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন বিরোধী অভিযান, ভারতের সীমান্তে অনুপ্রবেশের অভিযোগ, বিশ্বজুড়ে অভিবাসন এখন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, অর্থনীতি ও রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। মনে রাখতে হবে বৈদেশিক অভিবাসন, শরণার্থী এবং বেআইনি অনুপ্রবেশ এক নয়। তিনটিকে এক করে দেখলে যেমন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, তেমনই নিরপরাধ মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারও বিপন্ন হয়। রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক দফতর ২০২৪ সালের হিসাবে দেখিয়েছে, সেই মুহূর্তে বিশ্বে অভিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩০ কোটি ৪০ লক্ষ। বিশ্বের জনসংখ্যার ৩.৭ শতাংশ। ১৯৯০ সালে এই সংখ্যা ছিল প্রায় অর্ধেক, ১৫ কোটি ৪০ লক্ষ। এখানে মনে রাখতে হবে ভারতের সমস্যা বেশ খানিকটা জটিল। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সীমান্তের দৈর্ঘ্য প্রা ৪,০৯৬ কিমি। এর মধ্যে প্রায় ৩,২৪০ কিমি, অর্থাৎ ৭৯ শতাংশে কাঁটাতার আছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তথ্য বলছে, বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশের ঘটনা শনাক্ত হয়েছে ২০২২ সালে ৮৫৭টি, ২০২৩ সালে ৭৪৬টি এবং ২০২৪ সালে ৯৭৭টি। এই সংখ্যা কিন্তু দেশে মোট কত বেআইনি অনুপ্রবেশকারী রয়েছে, তার হিসেব নয়। এস আইআর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এর কিছুটা সমাধানের চেষ্টা হলেও, বাস্তবিকই এটা একটা দীর্ঘমেয়াদি চেষ্টা।অনুপ্রবেশের অর্থনৈতিক প্রভাবও দ্বিমুখী। অনিয়ন্ত্রিত শ্রমের জোগান কম মজুরি, শ্রমিক শোষণ এবং স্থানীয় পরিষেবার উপর চাপ বাড়াতে পারে। জমি, বাসস্থান ও কর্মসংস্থান নিয়ে বিরোধ সামাজিক উত্তেজনা তৈরি করতে পারে। তাই এই অবস্থায় ভারতের সামনে পথ হল, একদিকে সীমান্তরক্ষা, পরিচয় যাচাই ও আইনানুগ প্রত্যর্পণ। সেই সঙ্গে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সহযোগিতাও অপরিহার্য। মনে রাখতে হবে সীমান্তের নিরাপত্তা রাষ্ট্রের দায়, আর নাগরিকের অধিকার গণতন্ত্রের শর্ত। তাই অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কঠোরতা চাই, তার নামে রাজনীতি নয়।

পুরশুড়ায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী

কৃষকদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর প্রস্তুতি তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পাঁচ নভেম্বর সরকারি কর্মসূচিতে পুরশুড়ায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আগমন ঘিরে শুরু হয়েছে প্রস্তুতিপর্ব। বৃহস্পতিবার থেকেই প্রস্তাবিত সভাস্থলকে কেন্দ্র করে তৎপরতা শুরু হয়। এদিন পুরশুড়ার বিদ্যাসাগর অ্যাকাডেমির মাঠে গিয়ে প্রস্তুতির বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেন আরামবাগের বিধায়ক হেমন্ত বাগ ও পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ। তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির অন্যান্য নেতা-কর্মীরাও। মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবিত কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সভাস্থলের পরিস্থিতি ও প্রস্তুতির অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন তাঁরা। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে ঘিরে পুরশুড়ায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে ইতিমধ্যেই তৎপরতা শুরু হয়েছে। এবারের কর্মসূচির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হতে চলেছে কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান। ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, পুরশুড়া থেকেই রাজ্যের প্রায় ৫০ লক্ষ কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মুখ্যমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্পের আওতায় তিন হাজার টাকা করে পাঠানোর কথা রয়েছে। কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের এই উদ্যোগকে সামনে রেখেই মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রস্তুতি চালানো হচ্ছে। জানা গিয়েছে, কালীপুজোর আগেই কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আর্থিক সহায়তার টাকা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। বুধবার নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলনেও মুখ্যমন্ত্রী এই কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন বলে জানা গিয়েছে। সেই ঘোষণার পর থেকেই পুরশুড়ায় কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রস্তুতি ঘিরে তৎপরতা বেড়েছে। কৃষকদের কাছে আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর সভাকে কেন্দ্র করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার বিদ্যাসাগর অ্যাকাডেমির মাঠ পরিদর্শনের সময় সভাস্থলের প্রস্তুতি এবং কর্মসূচি পরিচালনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেন বিধায়ক হেমন্ত বাগ ও বিমান ঘোষ। মুখ্যমন্ত্রীর সফরের দিন যাতে কর্মসূচি পরিচালনায় কোনওরকম অসুবিধা না হয়, সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েই মাঠের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। তাঁদের এই পরিদর্শনকে আগামী কর্মসূচির প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। সফরের দিন যত এগিয়ে আসবে, প্রস্তুতির কাজ আরও জোরদার হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, 'এখান থেকেই কৃষকদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে। সেই কর্মসূচির প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতেই মাঠ পরিদর্শন করা হয়েছে।' তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের কর্মসূচিকে সামনে রেখেই পুরশুড়ায় প্রস্তুতির কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে আগামী ৫ নভেম্বরের মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবিত পুরশুড়া সফরকে ঘিরে এখন বাড়ছে তৎপরতা। একদিকে রাজ্যের কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আর্থিক সহায়তা পাঠানোর কর্মসূচি, অন্যদিকে সভাস্থলকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি দুই ক্ষেত্রেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এখন নজর আগামী ৫ নভেম্বরের দিকে। ওই দিন পুরশুড়া থেকে কৃষকদের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের ঘোষিত কর্মসূচি কীভাবে বাস্তবায়িত হয়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া, মাথায় হাত বাঁকুড়ার আমন চাষিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: লক্ষ্মীপুজোর পরদিন মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকেই জেলার চাষিরা পড়েছেব চরম সংকটে। ঘূর্ণিঝড় অর্ণব বাঁকুড়া জেলায় দাপট না দেখালেও তার ঝাপটার প্রভাবে বাঁকুড়া জেলার বেশকিছু এলাকায় হালকা থেকে ভারী বৃষ্টি হয়েছে ঝোড়ো হাওয়াকে সঙ্গে নিয়ে। জেলার জঙ্গলমহল এলাকা রাইপুর, সারেঙ্গা, সিমলাপাল ও খাতড়া ব্লকে মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে আবহাওয়া বদলাতে শুরু করে। অর্ণবের প্রভাবে এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করে সঙ্গে বৃষ্টিকে নিয়ে। বৃষ্টিতে তেমন ক্ষতি না হলেও ঝোড়ো হাওয়ায় বিঘের পর বিঘে জমির আমন ধান মাটিতে শুয়ে পড়ে। ঝোড়ো হাওয়া সহ্য করতে না পেরে ধানগাছগুলির কোমর ভেঙে গেছে। তারা আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। ঋণ নিয়ে চাষ করেছে জেলার চাষিরা। অর্ণবের দমকা হাওয়ার ঝাপটায় ধানের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন জেলার ধানচাষিরা। এতে উৎপাদন অনেকটা কমে যাওয়ার ভয় পাচ্ছেন তারা। বাঁকুড়া জেলায় আমন ধানের চাষ একটু দেরিতেই হয়ে থাকে। এখন বাঁকুড়ার কোন জমিতে ধান পুষ্ট হয়ে চাল তৈরি হচ্ছে, আবার কোথাও ধান পাকার মুখে। চাষের শেষ পর্যায়ে এসে এমন পরিণতিতে মাথায় হাত পড়েছে তাদের। ধানে চাল উৎপাদন কমে গেলে প্রচুর লোকসানের আশঙ্কা করছেন চাষিরা। সিমলাপালের তরুপুরের অনন্ত বাগদি, মাচাতোড়ার সৌমিত্র হালদার ও বিক্রমপুরের কনক জ্যোতি দে বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋণ নিয়ে চাষ করেছেন। তাদের বক্তব্য, ধানের উৎপাদন কমলে বা চালের মান কমে গেলে কি করে ঋণ শোধ করবে তা নিয়েই তাদের চিন্তা। গত বছর আলু চাষে ক্ষতি হয়েছে। এবার ধানে ক্ষতি হলে তারা চরম সমস্যায় পড়বেন। এমনকি এবছর আলু চাষও হয়ত করতে পারবেন না তাঁরা। অর্ণবের প্রভাবে ধান চাষে ক্ষতির আশঙ্কায় ঘুম উড়েছে তাদের। ধান কিছু দিন পরেই কাটা হত। এতে তো সংসার চালানো দায় হয়ে যাবে।

অভিযানে নেমে আক্রান্ত ট্র্যাফিক পুলিশ অফিসার, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: হেলমেট বিহীন অবস্থায় বেপরোয়া মোটরবাইক চালানোর বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন ট্র্যাফিক পুলিশের এক অফিসার। সেই অফিসারকে ঘুষি মেরে নাক ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় আরও দুই সিভিক ভলান্টিয়ারকেও প্রকাশ্য রাস্তায় হেনস্তা করে মোটরবাইকে থাকা ওই অভিযুক্তেরা। যদিও পড়ে পুলিশ এসে অভিযুক্ত দু'জনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। বুধবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল মহাকুমার পুখুরিয়া থানার নওগামা এলাকার মালদা-রতুয়া রাজ্য সড়কে। পুখুরিয়া থানার অন্তর্গত ট্রাফিক ইউনিটের এএসআই আজমল শেখ (৫০) জখম অবস্থায় মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির রয়েছেন। তাঁর নাকের হাড়ে চির ধরেছে এবং তিনটি সেলাই পড়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম মাসিদুর রহমান (২১) এবং তার দাদা সফিকুল ইসলাম (২৫) । এদের বাড়ি পুখুরিয়া থানার পরানপুর এলাকায়। মাসিদুর পেশায় সেনা কর্মী। মাসিদুর রহমান বর্তমানে মধ্যপ্রদেশে সেনা কর্মীতে কর্মরত রয়েছে। তার ভাই পরানপুর এলাকাতেই থেকে ছোটখাটো কাজের সঙ্গে যুক্ত। এদিন মাসিদুর তার দাদাকে নিয়ে হেলমেটবিহীন অবস্থায় মোটরবাইক চালিয়ে যাচ্ছিলেন। নওগামা স্ট্যান্ডের কাছে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশের অফিসার আজমল শেখ কয়েকজন সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়েই বেআইনিভাবে যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে অভিযান চালাচ্ছিলেন। সেই সময় হেলমেট বিহীন মাসিদুরকে মোটরবাইক চালাতে দেখেই গাড়ি থামান তাঁরা। তখনই উভয়পক্ষের মধ্যেই কথা কাটাকাটি হয় বলে অভিযোগ। সেই সময় অতর্কিতে মাসিদুর ও তার দাদা সফিকুল ট্র্যাফিক পুলিশ অফিসার আজমল শেখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রকাশ্যে চৌরাস্তায় তাঁকে ব্যাপক মারধর করে নাক ফাটিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি কর্তব্যরত কয়েকজন সিভিক ভলান্টিয়ারকেও হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। সেই সময় ওই পুলিশ অফিসারের শরীরে থাকা বডি ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে ভাঙচুর করে দেওয়ারও অভিযোগ উঠে ওই দুই অভিযুক্তির বিরুদ্ধে। সংশ্লিষ্ট থানায় লিখিত অভিযোগে আক্রান্ত ট্রাফিক পুলিশ অফিসার আজমল শেখ জানিয়েছেন, 'ওদের হেলমেট তো ছিলই না। এমনকি মোটরবাইকের সঠিক কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। সে ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে তখনই অতর্কিতে আমার ওপর হামলা চালানো হয়।' এদিকে বৃহস্পতিবার চাঁচল মহকুমা আদালতে যাওয়ার পথে ধৃত মাসিদুর রহমান জানিয়েছেন, তারা কোনও অন্যায় করেন নি।

'অর্ণবে'র জেরে কালীপুজোয় জবার দাম বাড়ার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: 'মায়ের পায়ে জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন' আর ক'দিন পরেই দীপান্বিতা অমাবস্যা। দেবী কালিকা পূজিতা হবেন দিকে দিকে। আর কালীপুজোর অবশ্যম্ভাবী উপকরণ জবা ফুল। কিন্তু এরাজ্যে বুধবার থেকে ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর প্রভাব চলছে। এই ঘূর্ণিঝড় ল্যান্ড ফলের পর বুধবার রাত

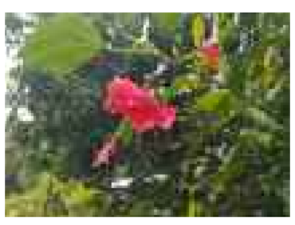

থেকেই দক্ষিণ বঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। আবহাওয়ার যা গতি প্রকৃতি তাতে আগামী আরো দু'দিন চলতে পারে এই পরিস্থিতি। আর এতেই একদিকে যেমন মুখ ভার ফুল চাষীদের তেমনি প্রমাদ গুণছে ভক্তকুল। ফুল চাষিদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, 'এই সময় অর্থাৎ শীতের আগে ফলন বাড়াতে জবা গাছের গোড়ায় সার এবং বিভিন্ন অনুখাদ্য দেওয়া হয়। আর গত দু'দিন ধরে 'হাওড়ার ফুল ঘর' বলে বিখ্যাত বাগনান ২ নম্বর ব্লকের কয়েকশো ফুল চাষি জবা গাছের গোড়ায় কালীপুজোর সময় অতিরিক্ত ফলনের আশায় সার এবং অনুখাদ্য দিয়েছেন। কিন্তু অর্ণব-এর প্রভাবে যেভাবে দৃষ্টি চলছে এবং আগামী দুদিন আবহাওয়া পরিবর্তনের পূর্বাভাস নেই তাতে জবা গাছের গোড়ায় দেওয়া সার এবং অনু খাদ্য জলে ধুয়ে গেছে। ফলে কালীপুজোর আগে আগেই যে জবা উৎপন্ন হতো তা এখন আর হবে না। স্বাভাবিকভাবেই মুখ ভার ফুল চাষিদের। অন্যদিকে, জবার ফলন কম হওয়ায় জবা ফুলের দাম ও আকাশ ছোঁয়া হবে বলে মনে করছে ফুলের ব্যবসায়ীরা। আর এর ফলে মায়ের ভক্তকুল যে বিড়ম্বনায় পড়বেন তা বলাই বাহুল্য।

উল্লেখ্য, বাগনান ২ ব্লকের ওড়ফুলি গ্রাম পঞ্চায়েত, বাঁটুল-বৈদ্যনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সহ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ব্যাপক জমা চাষ হয় যা কলকাতার ফুল মার্কেটে জবার চাহিদা মেটায়। কিন্তু অর্ণবের জেরে ফলনের আগে আগেই ব্যাপক বৃষ্টি কলকাতা ফুল মার্কেটে জবার যোগান কতটা সামাল দিতে পারবে এখন সেটাই বড় প্রশ্ন। স্বাভাবিকভাবেই কালীপুজোর আগে বাড়তে চলেছে জবা ফুলের দাম। এমনটাই মনে করা হচ্ছে।

কালীপুজোর মেলায় বড় নাগরদোলায় নিষেধাজ্ঞা

নিরাপত্তায় তৎপর দুর্গাপুর পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: কালীপুজোর মেলায় দুর্ঘটনা এড়াতে আগাম সতর্কতামূলক পদক্ষেপ করল আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট। মেলায় বড় ফেরিস হুইল ও নৌকা নাগরদোলা বসানোর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে পুজো কমিটিগুলিকে। পুজোর প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরের একাধিক কালীপুজো মণ্ডপ পরিদর্শন করেন পুলিশ আধিকারিকরা। দুর্গাপুরের ইস্পাতনগরী, সিটি সেন্টার ও বিধাননগর এলাকায় কালীপুজোকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই উৎসবের আমেজ তৈরি হয়। বড় বাজেটের পুজোর পাশাপাশি বিভিন্ন মণ্ডপ সংলগ্ন এলাকায় বসে মেলা। প্রতিমা দর্শনের পাশাপাশি নাগরদোলা ও অন্যান্য বিনোদনের আকর্ষণে ভিড় জমান বহু মানুষ। বিশেষ করে শিশু ও পরিবারের সদস্যদের ভিড়ে মেলা চত্বরে নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়াতে আগেভাগেই সতর্ক হয়েছে পুলিশ। মেলায় বড় ফেরিস হুইল ও নৌকা নাগরদোলার মতো রাইড বসানোর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার কথা পুজো কমিটিগুলিকে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, দর্শনার্থীদের যাতায়াতের পথ, ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এবং মণ্ডপ চত্বরে নিরাপত্তার পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার (পূর্ব) রাসপ্রিত সিং দুর্গাপুর থানার পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন কালীপুজো মণ্ডপ পরিদর্শন করেন। পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশিকা মেনে চলার বার্তা দেন তিনি। পুজোর দিনগুলিতে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে আগাম প্রস্তুতির উপর জোর দিচ্ছে পুলিশ প্রশাসন।

গোপীবল্লভপুর থানার উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনী

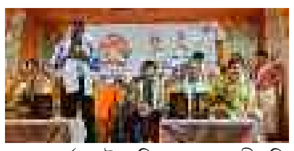

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: দুর্গাপুজো নির্বিঘ্নে ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর উৎসবের রেশ কাটতেই বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় এবং পুলিশকর্মীদের কাজের স্বীকৃতি জানাতে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করল গোপীবল্লভপুর থানা। বৃহস্পতিবার থানার উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পাশাপাশি পুলিশকর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র। পুজোর দিনগুলিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি হিসেবেই এই উদ্যোগ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অমিয় কিস্কু, গোপীবল্লভপুরের এসডিপিও পারভেজ সারফরাজ, থানার আইসি অজয় কুমার সিং, গোপীবল্লভপুর-১ নম্বর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও সুশান্ত কুণ্ডু, ব্লক ভূমি দপ্তরের আধিকারিক নলিনী হাঁসদা, বিশিষ্ট সমাজসেবী ভাস্কর মণ্ডল, স্বপন রথ, সুমন্ত মহান্তি-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। পাশাপাশি গোপীবল্লভপুর থানার অন্তর্গত মোট ১৭টি দুর্গাপুজো কমিটির প্রতিনিধিরাও অনুষ্ঠানে যোগ দেন। দুর্গাপুজোর সময় ভিড় সামলানো, যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ, পুজো মণ্ডপগুলিতে নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং সাধারণ মানুষের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পুলিশকর্মীদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি হিসেবে অনুষ্ঠানে মোট ২৭ জন পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ারের হাতে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। তাঁদের কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধকে সম্মান জানানোর পাশাপাশি ভবিষ্যতেও একইভাবে মানুষের পাশে থেকে কাজ করার বার্তা উঠে আসে এই কর্মসূচিতে। শুধু পুলিশকর্মীদের সম্মান জানানোই নয়, পুলিশ ও পুজো কমিটিগুলির মধ্যে সুসম্পর্ক আরও মজবুত করাও ছিল এই বিজয়া সম্মিলনীর অন্যতম উদ্দেশ্য। পুজো উদ্যোক্তা, প্রশাসন ও পুলিশের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের ফলেই বড় উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। পুজো কমিটির সদস্য স্বপন রথ ও সুমন্ত মহান্তিরা জানান, পুজোর সময় ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পুলিশের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। পুলিশের তৎপরতায় এলাকায় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটেনি বলে জানান তাঁরা। পুজো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান পুজো উদ্যোক্তারা।

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যালে অসাধ্যসাধন

কোমা থেকে অলৌকিক প্রত্যাবর্তনে নতুন জীবন পেলেন ডাক্তারি ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: প্রান্তিক অঞ্চলের চিকিৎসা কেন্দ্রে পরিকাঠামোর ঘাটতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক অনন্য নজির গড়লেন বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসকেরা। দীর্ঘদিনের কোমা এবং অচেতন অবস্থা কাটিয়ে অবশেষে চোখ মেলেছে বিহারের বাঁকার বাসিন্দা ও বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র আমান রাজ। চিকিৎসকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সাহসিকতায় এই 'অসাধ্যসাধন' সম্ভব হয়েছে। ঘটনা সূত্রে জানা যায়, গত ১৭ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের বয়েস হোস্টেলের কাছেই ভয়াবহ বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন আমান রাজ। দ্রুত তাঁকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে আসা হয়। ভর্তির পর থেকেই একটানা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলেন ওই পড়ুয়া। রোগীর অবস্থা এতটাই সংকটজনক ছিল যে, হাসপাতালের নিউরো সার্জারি বিভাগে তাঁর সিটি স্ক্যান-সহ একাধিক পরীক্ষা করানো হলেও প্রথমে কোনো স্পষ্ট ত্রুটি ধরা পড়েনি। অথচ তাঁর শরীরে কোনও রকম সাড় বা নড়চড় ছিল না, হুঁশও ফেরেনি। বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ একটি প্রান্তিক অঞ্চলের চিকিৎসা কেন্দ্র হওয়ায় যেখানে বিশেষ ট্রমা কেয়ার বা উন্নত পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে বলে প্রায়ই অভিযোগ ওঠে, ঠিক সেখানেই এক নতুন আশার আলো দেখালেন নিউরো সার্জারি বিভাগের চিকিৎসক ডা. চিরন্তন ব্যানার্জী ও তাঁর টিম। এই কঠিন অবস্থাকে একটি 'চ্যালেঞ্জ' হিসেবে গ্রহণ করেন তাঁরা। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর তাঁদের চিকিৎসাতেই অবশেষে জ্ঞান ফেরে আমানের। বর্তমানে আমান আগের চেয়ে অনেকটাই সুস্থ বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। তবে পুরোপুরি স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে এখন নিয়মিত ফিজিওথেরাপির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। চিকিৎসকেরা যথেষ্ট আশাবাদী যে, খুব শীঘ্রই সে আগের মতো স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে। বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের সুপার, প্রিন্সিপাল এবং চিকিৎসক মহলের পক্ষ থেকে দাবি উঠেছে যে, বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের মতো প্রান্তিক চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিতে যদি আরও উন্নত মানের পরিকাঠামো ও আধুনিক ট্রমা কেয়ার ইউনিট গড়ে তোলা সম্ভব হয়, তবে এই ধরনের জটিল ও গুরুতর রোগীদের আরও সহজে এবং দ্রুত সুস্থ করে তোলা যাবে। আমানের এই সুস্থ হয়ে ওঠার ঘটনাটি প্রমাণ করে দিল যে, পরিকাঠামোর সীমাবদ্ধতা থাকলেও চিকিৎসকদের অদম্য ইচ্ছা এবং মেধার জোরে মৃত্যুর মুখ থেকেও জীবন ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বার্তা দিয়ে চন্দ্রকোনা থানার বিজয়া সম্মিলনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: শারদোৎসবের আনন্দ, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বার্তা ছড়িয়ে দিতে চন্দ্রকোনা থানা প্রাঙ্গণে আয়োজিত হল বিজয়া সম্মিলনী। চন্দ্রকোনা থানার উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একে অপরের সঙ্গে শুভ বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশের আধিকারিক পাপিয়া সুলতানা, চন্দ্রকোনা বিধানসভার বিধায়ক সুকান্ত দোলুই, ঘাটালের মহকুমা শাসক সপ্তর্ষি ভট্টাচার্য, চন্দ্রকোনা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রত্যয় দাস, চন্দ্রকোনা ১ ও ২ নম্বর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকরা এবং ক্ষীরপাই ও রামজীবনপুর পুলিশ ফাঁড়ির আধিকারিকরা। দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে সাধারণ মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে ও আনন্দের সঙ্গে পুজো উপভোগ করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে নিজেদের উৎসবের আনন্দ বিসর্জন দিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কর্তব্য পালন করেন পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়াররা। অন্যের মুখে হাসি ফোটাতে নিজেদের পুজোর আনন্দ থেকে বঞ্চিত থেকেও হাসিমুখে দায়িত্ব পালন করেন তাঁরা। সেই সমস্ত সিভিক ভলান্টিয়ারদের অবদানকে সম্মান জানিয়ে বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাঁদের এই নিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতাকে সম্মান জানানোর মধ্য দিয়ে মানবিকতা, সম্প্রীতি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তা উঠে আসে।

জনবহুল মাঠে স্ত্রীকে কোপ, হাতেনাতে ধরা পড়ল স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর: দিনের আলোয় জনবহুল মাঠে এক গৃহবধূর পেটে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার দুপুরে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির শ্রীরামপুরের গান্ধী ময়দান মাঠে। স্থানীয়দের তৎপরতায় অভিযুক্ত যুবককে হাতেনাতে ধরে ফেলে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে শ্রীরামপুর স্টেশনের সংলগ্ন গান্ধী ময়দান মাঠে বসেছিলেন প্রিয়াঙ্কা পাঠক নামের এক তরুণী এবং সাহাবাজ কুরেশি নামের এক যুবক। অভিযুক্ত সাহাবাজের দাবি, ওই তরুণী তাঁর স্ত্রী এবং রিষড়ার চম্পা রোডের বাসিন্দা তাঁরা। আচমকা মাঠে বসে থাকা অবস্থাতেই তাঁদের মধ্যে তীব্র বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, সেই সময়ই কথা কাটাকাটির জেরে প্রিয়াঙ্কার পেটে ধারালো অস্ত্র ঢুকিয়ে দেন ওই যুবক। স্থানীয়রা তৎক্ষণাৎ শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতালে নিয়ে যায় ওই তরুণীকে। ঘটনার পর ক্ষিপ্ত জনতা অভিযুক্ত যুবককে ঘিরে ধরে গণধোলাই দেয়। ঘটনাস্থলে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

দুধ-চিনি ছাড়াই ডাবের জল দিয়ে চা

কাটোয়ার অগ্রদ্বীপে অভিনব স্বাদ নিতে চায়ের দোকানে ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সাধারণ তো সকলেই জানেন যে চা মানেই হলো তাতে মেশানো থাকে দুধ, চিনি, আর জল। কেউ কেউ স্বাদ বাড়াতে মেশায় এলাজ গুঁড়ো। এত দিন এমনটাই জেনে এসেছেন চা-প্রেমীরা। কিন্তু এবার চায়ের কাপেই মিলছে ডাবের জলের চমক। তাতে না আছে দুধ, না চিনি, এমনকী সাধারণ জলেরও ব্যবহার নেই। সম্পূর্ণ ডাবের জল দিয়ে তৈরি হচ্ছে চা। আর এই অভিনব চায়ের স্বাদ নিতেই এখন পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার অগ্রদ্বীপের গড়াই টি স্টলে ভিড় জমাচ্ছেন বিভিন্ন এলাকার চা প্রেমীরা। কাপপ্রতি মাত্র ১০ টাকায় মিলছে এই বিশেষ চা। চা আর ডাবের জল, এই দু'য়ের এমন মেলবন্ধন যে ক্রেতাদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি করবে, তা বলাই বাহুল্য। অগ্রদ্বীপের গড়াই টি স্টলে চা তৈরির পদ্ধতিও বেশ অভিনব। প্রথমে ক্রেতাদের সামনেই কাটা হচ্ছে তাজা ডাব। সেখান থেকে বের করে নেওয়া হচ্ছে ডাবের জল। এরপর সেই জল হালকা গরম করে তৈরি করা হচ্ছে চায়ের লিকার। গোটা প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হচ্ছে না দুধ, চিনি কিংবা সাধারণ জল। দোকানের মালিক সুকান্ত গড়াই জানান, তাঁর মাথায় প্রথম এসেছিল নতুন কিছু করার ভাবনা। সেই ভাবনা থেকেই তাঁর এই অভিনব উদ্যোগ। চায়ের পরিচিত স্বাদের বাইরে বেরিয়ে ক্রেতাদের অন্যরকম অভিজ্ঞতা দিতেই ডাবের জল দিয়ে চা তৈরির সিদ্ধান্ত নেন তিনি। আর সেই নতুনত্বই এখন টানছে চা-প্রেমীদের। কেউ প্রথমবার এমন চা খেতে এসে অবাক হচ্ছেন, আবার কেউ স্বাদ কেমন, তা জানতে হাজির হচ্ছেন এই গড়াই টি স্টলে। সন্ধ্যা নামতেই চায়ের দোকানে বাড়ছে ভিড়। কখনও কখনও এক কাপ অভিনব চায়ের জন্য অপেক্ষাও করতে হচ্ছে ক্রেতাদের। মাত্র ১০ টাকায় ডাবের জলের তৈরি চা দামেও রয়েছে চমক। তবে এই চায়ের স্বাদ কতটা আলাদা, তা নিয়ে কৌতূহল ক্রমেই বাড়ছে। চায়ের দুনিয়ায় নতুনত্বের এই পরীক্ষা কতটা জনপ্রিয় হয়, এখন সেটাই দেখার।

চিল্কিগড়ে খাদ্য সংকটে বানরকুল

চিত্ত মাহাতো

ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রামের চিল্কিগড়ে বানরকুলে তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। জামবনি ব্লকের ডুলুং নদীর তীরে অবস্থিত চিল্কিগড়ে একটি ঔষধি জঙ্গলের মাঝখানে রয়েছে কনক দুর্গা মন্দির। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা চিল্কিগড়ের এই কনকদুর্গা মন্দিরকে ঘিরে আনাগোনা বেড়েছে পর্যটকদের। অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে জায়গাও করে নিয়েছে চিল্কিগড়। পর্যটকদের কাছে চিল্কিগড়ের আকর্ষণ বাড়াতে রাজ্য পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে ২০০৮ সালে কনক দুর্গা মন্দিরের চারদিক ঘিরে থাকা এই ঔষধি জঙ্গলে ২০টি হনুমান ছেড়ে দেওয়া হয়। সেই সংখ্যাটি এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪০০ তে। তখন সংখ্যায় কম থাকায় হনুমানগুলিকে খাদ্য সংকটে পড়তে হয়নি। ঔষধি বাগানের ফলমূল এবং পর্যটকদের দেওয়া খাবার খেয়ে দিব্যি কেটে যাচ্ছিল। কয়েক বছর ধরে হু হু করে বেড়েছে হনুমানের সংখ্যা। বর্তমানে সংখ্যাটা প্রায় ২০ গুণে ঠেকেছে। দীর্ঘ প্রায় দু দশক ধরে প্রশাসন কিংবা কোনও সংস্থা তাদের এই খাদ্যসংকটকালে পাশে না দাঁড়ানোয় বিপাকে পড়েছে বানরকুল। যেসব পর্যটকরা কনক দুর্গা মন্দিরে পুজো দিতে যান, তাদের হাত থেকে এক প্রকার ছিনতাই করে খেয়ে ফেলছে পূজার সামগ্রী ফলমূল। কিন্তু তাতে কি আর হয়। তাই খিদের জ্বালায় তারা বাধ্য হয়ে জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে দূর দূরান্তের গ্রাম ও শহরে। ঝাড়গ্রাম, লোধাশুলি, বিনপুর দহিজুড়ি শিয়ালদা, বেলপাহাড়ি, পট্টিহাটি, কাপগাড়ি মানিকপাড়া, গোপীবল্লভপুর-সহ বিভিন্ন বাজারে এলাকায় খাবারের সন্ধানে বিচ্ছিন্নভাবে তাদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। হনুমানদের একটি অংশ খাবারের সন্ধানে পার্শ্ববর্তী ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যেও পাড়ি দিচ্ছে।

রিষড়ায় শ্রমিক বিআরএমজিএসইউ-র সুরক্ষা সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, রিষড়া: ভারতীয় রেলওয়ে মাল গুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন (বিআরএমজিএসইউ)-এর উদ্যোগে রবীন্দ্র ভবনে 'অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের মানবাধিকার সচেতনতা ও সামাজিক সুরক্ষা' শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য প্রিয়াঙ্ক কানুনগো এবং সম্মানিত অতিথি ছিলেন রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি ইনস্টিটিউট অব এশিয়ার ডিরেক্টর অমোঘ দেব রাই। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিআরএমজিএসইউ-এর জাতীয় সভাপতি ডঃ পরিমল কান্তি মণ্ডল, ন্যাশনাল কনভেনর কাশীনাথ গায়েন, ওয়েস্ট বেঙ্গল কন্ট্রাক্টরস সিকিউরিটি গার্ডস অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিয়নের সভাপতি মৃন্ময় ধর, টিইউসিসি-র কর্মকর্তা কেদার রায়, মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সম্পাদক সুকান্ত সরকার, দেবজিৎ রায় এবং গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতির হীরালাল মণ্ডল। স্বাগত ভাষণে ডঃ পরিমল কান্তি মণ্ডল শ্রমিকদের পরিচিতিপত্র, ন্যূনতম মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষার দাবি জানান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রিয়াঙ্ক কানুনগো অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মানবাধিকার ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়ে আলোকপাত করেন। সম্মেলন শেষে দাস পাড়া লেনে বিআরএমজিএসইউ-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কার্যালয় 'ভুবন ভবন'-এর উদ্বোধন করেন প্রিয়াঙ্ক কানুনগো। এই কার্যালয়টি শ্রমিকদের অভিযোগ গ্রহণ, নথি প্রস্তুতি ও অধিকার সচেতনতায় সহায়তা করবে।

পুকুরে ডুবে মৃত্যু দেড় বছরের শিশুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মা ব্যস্ত ছিলেন রান্নাঘরে, আর বাবা গিয়েছিলেন বাথরুমে। সেই সুযোগেই চোখের আড়াল হয়ে উঠোন থেকে খেলতে খেলতে বাড়ির পাশের এক গভীর জলাশয়ে গিয়ে পড়ে যায় বছর দেড়েকের এক শিশু। শিবরাই গ্রামের বাসিন্দা ভৈরব মুর্মুর দেড় বছরের শিশুপুত্র শেষ পর্যন্ত পুকুর থেকেই ভাসমান দেহ উদ্ধার করা হয়। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির পাণ্ডুয়া শিখিরা-চাপ্তা গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবরাই গ্রামে। বৃহস্পতিবারের এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। শিশুটির দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আদালত স্থানান্তরের বিরুদ্ধে আন্দোলনে দুর্গাপুরের আইনজীবীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের পুরনো ভবন থেকে নতুন ভবনে রেকর্ড স্থানান্তর ঘিরে শুরু হয়েছে অসন্তোষ। পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ও বসার ব্যবস্থা ছাড়া স্থানান্তর প্রক্রিয়া বন্ধের দাবিতে আন্দোলনে নামল দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশন। আইনজীবী, বিচারপ্রার্থী ও মুহুরিদের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার দাবিতে আসানসোল জেলা ও দায়রা আদালত চত্বরে বিক্ষোভ দেখান আইনজীবীরা। দুর্গাপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের আন্দোলনে সমর্থন জানান আসানসোল আদালতের আইনজীবীরাও। বার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কল্লোল ঘোষের দাবি, নতুন ভবনে আইনজীবীদের বসার জায়গা, বিচারপ্রার্থীদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং মুহুরিদের কাজের পরিবেশ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। আইনজীবীদের স্পষ্ট বার্তা, ন্যূনতম পরিকাঠামো তৈরি না করে কোনওভাবেই আদালত স্থানান্তর মেনে নেওয়া হবে না।

গৃহশিক্ষিকাকে শ্লীলতাহানি, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: এক গৃহশিক্ষিকাকে শ্লীলতাহানির ঘটনার কয়েক ঘণ্টা যেতে না যেতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানা এলাকায়। ধৃতের নাম শফিকুল খান। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তাকে আজ বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দুপুরে কোতুলপুর থানা এলাকার এক তরুণী গৃহশিক্ষকতার জন্য পাশের গ্রামে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় সফিকুল খান বাইক নিয়ে এসে ওই তরুণীকে উত্যক্ত করার চেষ্টা করে। পরে ওই তরুণীর শ্লীলতাহানি করে বলেও অভিযোগ। বিষয়টি নজরে আসায় স্থানীয়রা তাড়া করলে বাইক নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় অভিযুক্ত যুবক। পরে নিগৃহীতার পরিবার কোতুলপুর থানার দ্বারস্থ হয়ে অভিযোগ দায়ের করলে তৎপর হয় পুলিশ। এলাকার সিসি ক্যামেরার ছবি দেখে ঘটনার কয়েকঘন্টার মধ্যেই অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করে কোতুলপুর থানার পুলিশ।

খৈতান ইলেক্ট্রিক্যালস লিমিটেড (লিকুইডেশন)

লিকুইডেটরের ঠিকানা : বজরং কুঞ্জ, রুম নং ৪১২ ও ৪১৩, ২বি, গ্রান্ট লেন, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০ ০১২
যোগাযোগ : ৯৮৩১০৮৪৭৪৫ / ০৩৩-২২১১৮৮০০, ইমেল আইডি : cirp.kel@gmail.com

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কারাপসি কোড, ২০১৬ এবং তদনুসারে প্রণীত প্রবিধান অনুযায়ী সর্বসাধারণকে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন সারণীতে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি ব্যাংকনেট নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com**-এর মাধ্যমে কোনো প্রকার প্রতিনিধিত্ব, ওয়ারেন্টি বা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই **"যেমন আছে যেখানে আছে, যা কিছু আছে এবং কোনো প্রতিকার ছাড়াই"** ভিত্তিতে ই-নিলামে বিক্রি করা হবে।

উপযুক্ততার নথি দাখিলের শেষ তারিখ	২৭.১১.২০২৬
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	২৭.১১.২০২৬
পর্যবেক্ষণের শেষ তারিখ	১৯.১১.২০২৬ (সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টা)
ই-নিলামের তারিখ	**৩০.১১.২০২৬** সকাল ১১ টা থেকে বেলা ১ টা পর্যন্ত (সকাল ১১ টা থেকে বেলা ১ টা)

লট নং	বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইএমডি (টাকায়)	নিলামের সময় নিলামের তারিখ
১.	মুক্ত জমি সম্পত্তি পরিমাপ আনুমানিক ২০.৫২ একর, মৌজা : সাঙ্গুর, পঞ্চায়েত : প্রতাপনগর, থানা : সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ	৩,৯৬,৩২,৮০০ টাকা	৩৯,৬৩,২৮০ টাকা	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ১ টা (সকাল ১১ টা থেকে বেলা ১ টা)

১. সম্পত্তির বিবরণ, যেমন দাগ নম্বর ইত্যাদি, নিলাম সাইটে থাকা প্রসেস মেমোরান্ডামে দেখা যেতে পারে। আগ্রহী আবেদনকারী অনলাইন ই-নিলামের শর্তাবলী, ই-নিলাম বিড ফর্ম, যোগ্যতা, মানদণ্ড, দরদাতার ঘোষণা, ইএমডি-র প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির বিবরণ সম্বলিত প্রসেস মেমোরান্ডামে দেখতে পারেন, যা পরিষেবা প্রদানকারীর কাছে ২ নভেম্বর ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে ২৫ নভেম্বর ২০২৬ বিকাল ৫টা পর্যন্ত ওয়েব পোর্টাল অর্থাৎ ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com** থেকে অথবা **cirp.kel@gmail.com** ই-মেইলে লিখে পাওয়া যাবে।
২. লিকুইডেটর যেকোনো সময় ই-নিলামের যেকোনো শর্তাবলী গ্রহণ, বাতিল, বর্ধিত বা পরিবর্তন ইত্যাদি করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। তিনি কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বিড প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রাখেন।
৩. এতদ্বারা উল্লিখিত ৩ নং ধারায় অঙ্গীকারপত্রে এই মর্মে উল্লেখ করতে হবে যে, সম্ভাব্য দরদাতা কোডের ২৯এ ধারার অধীনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোনো অযোগ্যতার আওতাভুক্ত নন। সম্ভাব্য দরদাতারা অবগত থাকবেন যে, যেকোনো পর্যায়ে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হলে, আইবিবিআই-এর ২৮ মার্চ, ২০২৫ তারিখের সার্কুলার নং IBBI/LIQ/84/2025 অনুযায়ী ইএমডি (আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট) বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৪. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, ইএমডি অবশ্যই ব্যাংকনেট পোর্টালের মাধ্যমে ই-ওয়ালেটে অর্থ যোগ করে এবং সংশ্লিষ্ট নিলামের জন্য "পার্টিশিপেট" বোতামে ক্লিক করে প্রদান করতে হবে। যোগ্য দরদাতাদের নাম লিকুইডেটর কর্তৃক শনাক্ত করা হবে এবং **www.baanknet.com** পোর্টালে অনলাইন ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তাদের অবহিত করা হবে। আগ্রহী দরদাতাকে নিলামের জন্য তাদের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড তৈরি করতে হবে।
৫. সম্ভাব্য দরদাতাদের ব্যাংকনেট নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com**-এর মাধ্যমে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপসি কোডের ধারা ২৯এ -এর অধীনে যোগ্যতার অঙ্গীকারপত্রসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে।
৬. সম্ভাব্য দরদাতারা ব্যাংকনেট নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com** এর মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দেবেন।
৭. উপরে ৩ নং ধারায় উল্লিখিত অঙ্গীকারপত্রে উল্লেখ করতে হবে যে, সম্ভাব্য দরদাতা কোডের ২৯এ ধারার অধীনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোনো অযোগ্যতার শিকার নন। সম্ভাব্য দরদাতারা লক্ষ্য করবেন যে, যেকোনো পর্যায়ে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হলে, ২৮ মার্চ, ২০২৫ তারিখের আইবিবিআই সার্কুলার নং IBBI/LIQ/84/2025 অনুযায়ী ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

কমলেশ কুমার সিংহানিয়া
খৈতান ইলেকট্রিক্যালস লি. (লিকুইডেশনে) এর লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি. নং IBBI/IPA-002/IP-N00023/2016-17/10050
এএফএ বৈধ : ২৩.০৯.২০২৬ পর্যন্ত
cirp.kel@gmail.com (প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৮.১০.২০২৬

হ্যানিম্যান হাউজিং অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট প্রা. লি. (লিকুইডেশন)

লিকুইডেটরের ঠিকানা : বজরং কুঞ্জ, রুম নং ৪১২ ও ৪১৩, ২বি, গ্রান্ট লেন, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০ ০১২
যোগাযোগ : ৯৮৩১০৮৪৭৪৫ , ইমেল আইডি : ananda.coliquidator@gmail.com

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কারাপসি কোড, ২০১৬ এবং তদনুসারে প্রণীত প্রবিধান অনুযায়ী সর্বসাধারণকে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন সারণীতে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি ব্যাংকনেট নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com**-এর মাধ্যমে কোনো প্রকার প্রতিনিধিত্ব, ওয়ারেন্টি বা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই **"যেমন আছে যেখানে আছে, যা কিছু আছে এবং কোনো প্রতিকার ছাড়াই"** ভিত্তিতে ই-নিলামে বিক্রি করা হবে।

উপযুক্ততার নথি দাখিলের শেষ তারিখ	২৭.১১.২০২৬
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	২৭.১১.২০২৬
পর্যবেক্ষণের শেষ তারিখ	১৯.১১.২০২৬ (সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টা)
ই-নিলামের তারিখ	**৩০.১১.২০২৬** সকাল ১১ টা থেকে বেলা ১ টা পর্যন্ত (সকাল ১১ টা থেকে বেলা ১ টা)

লট নং	বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইএমডি (টাকায়)	নিলামের সময় নিলামের তারিখ
১.	মুক্ত জমি সম্পত্তি পরিমাপ আনুমানিক ৩৫.৯৩ একর, মৌজা : সাতবেড়িয়া, পঞ্চায়েত : চন্দনেশ্বর, থানা : ভাঙ্গর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ	৪,০০,০০,০০০ টাকা	৪০,০০,০০০ টাকা	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ১ টা (সকাল ১১ টা থেকে বেলা ১ টা)

১. সম্পত্তির বিবরণ, যেমন দাগ নম্বর ইত্যাদি, নিলাম সাইটে থাকা প্রসেস মেমোরান্ডামে দেখা যেতে পারে। আগ্রহী আবেদনকারী অনলাইন ই-নিলামের শর্তাবলী, ই-নিলাম বিড ফর্ম, যোগ্যতা, মানদণ্ড, দরদাতার ঘোষণা, ইএমডি-র প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির বিবরণ সম্বলিত প্রসেস মেমোরান্ডামে দেখতে পারেন, যা পরিষেবা প্রদানকারীর কাছে ২ নভেম্বর ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে ২৫ নভেম্বর ২০২৬ বিকাল ৫টা পর্যন্ত ওয়েব পোর্টাল অর্থাৎ ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com** থেকে অথবা **ananda.coliquidator@gmail.com** ই-মেইলে লিখে পাওয়া যাবে।
২. লিকুইডেটর যেকোনো সময় ই-নিলামের যেকোনো শর্তাবলী গ্রহণ, বাতিল, বর্ধিত বা পরিবর্তন ইত্যাদি করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। তিনি কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বিড প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রাখেন।
৩. এতদ্বারা উল্লিখিত ৩ নং ধারায় অঙ্গীকারপত্রে এই মর্মে উল্লেখ করতে হবে যে, সম্ভাব্য দরদাতা কোডের ২৯এ ধারার অধীনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোনো অযোগ্যতার আওতাভুক্ত নন। সম্ভাব্য দরদাতারা অবগত থাকবেন যে, যেকোনো পর্যায়ে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হলে, আইবিবিআই-এর ২৮ মার্চ, ২০২৫ তারিখের সার্কুলার নং IBBI/LIQ/84/2025 অনুযায়ী ইএমডি (আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট) বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৪. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, ইএমডি অবশ্যই ব্যাংকনেট পোর্টালের মাধ্যমে ই-ওয়ালেটে অর্থ যোগ করে এবং সংশ্লিষ্ট নিলামের জন্য "পার্টিশিপেট" বোতামে ক্লিক করে প্রদান করতে হবে। যোগ্য দরদাতাদের নাম লিকুইডেটর কর্তৃক শনাক্ত করা হবে এবং **www.baanknet.com** পোর্টালে অনলাইন ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তাদের অবহিত করা হবে। আগ্রহী দরদাতাকে নিলামের জন্য তাদের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড তৈরি করতে হবে।
৫. সম্ভাব্য দরদাতাদের ব্যাংকনেট নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com**-এর মাধ্যমে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপসি কোডের ধারা ২৯এ -এর অধীনে যোগ্যতার অঙ্গীকারপত্রসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে।
৬. সম্ভাব্য দরদাতারা ব্যাংকনেট নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com** এর মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দেবেন।
৭. উপরে ৩ নং ধারায় উল্লিখিত অঙ্গীকারপত্রে উল্লেখ করতে হবে যে, সম্ভাব্য দরদাতা কোডের ২৯এ ধারার অধীনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোনো অযোগ্যতার শিকার নন। সম্ভাব্য দরদাতারা লক্ষ্য করবেন যে, যেকোনো পর্যায়ে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হলে, ২৮ মার্চ, ২০২৫ তারিখের আইবিবিআই সার্কুলার নং IBBI/LIQ/84/2025 অনুযায়ী ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

কমলেশ কুমার সিংহানিয়া, লিকুইডেটর
হ্যানিম্যান হাউজিং অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট প্রা. লি. (দেউলিয়াগ্রস্থ)
আইবিবিআই রেজি. নং IBBI/IPA-002/IP-N00023/2016-17/10050
এএফএ বৈধ :
ananda.coliquidator@gmail.com (প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৮.১০.২০২৬

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

বগুলা শাখা
পুলিশ ফাঁড়ির কাছে, গ্রাম এবং পোঃ - বগুলা
থানা - বগুলা, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১ ৫০২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর শর্তাবলী দ্রষ্টব্য]
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর শর্তাবলীর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের) নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরড পাওনাদারের কাছে বন্ধক রাখা / চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বগুলা ব্রাঞ্চ (সিকিউরড পাওনাদার)**-এর অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা **ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা : শ্রী বাপি রায়,** পিতা- শ্রী ভরত রায় এবং **শ্রী চন্দন রায়,** পিতা- শ্রী ভরত রায়। **উভয়ের ঠিকানা :** গ্রাম কৈখালী নতুনপাড়া, পোঃ - হরিতলা, থানা - হাঁসখালী, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১ ৫০২, পশ্চিমবঙ্গ-এর কাছ থেকে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বগুলা ব্রাঞ্চ (সিকিউরড পাওনাদার)-এর ২৮.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া **২৫,৮৬,৪৭৯.০০ টাকা** (পঁচিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার চারশো উনআশি টাকা) (বিবি + এমওআই = ১৭,৯৩,৭৯৬.০০ টাকা + ৭,৯২,৬৮৩.০০ টাকা) এবং তার উপর সুদ / চার্জ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় আদায়ের জন্য ২০.১১.২০২৬ তারিখে **"যেমন আছে যেখানে আছে ভিত্তিতে", "যেমন যা আছে ভিত্তিতে" এবং "যা কিছু আছে ভিত্তিতে"** বিক্রি করা হবে।
ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হলো :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) ব্রাঞ্চের নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	সিকিউরড পাওনাদারদের বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা** **শ্রী বাপি রায়,** পিতা- শ্রী ভরত রায় গ্রাম - কৈখালী নতুনপাড়া, পোঃ - হরিতলা, থানা - হাঁসখালী, জেলা - নদীয়া, পিন-৭৪১৫০২, পশ্চিমবঙ্গ **২. ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা** **শ্রী চন্দন রায়,** পিতা- শ্রী ভরত রায় গ্রাম - কৈখালী নতুনপাড়া, পোঃ - হরিতলা, থানা - হাঁসখালী, জেলা - নদীয়া, পিন-৭৪১৫০২, পশ্চিমবঙ্গ **খ) বগুলা ব্রাঞ্চ**	মৌজা - কৈখালী, জে.এল. নং ৭৫, খতিয়ান নং আরএস-৫৩, এলআর-২৬ তারপর ৯৯০, বর্তমান এলআর-১৫৫০, ১৫৫১, থানা হাঁসখালী, বগুলা - ১ গ্রাম পঞ্চায়েত, এডিএসআরও - হাঁসখালী, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত ৪ শতক কমবেশি পরিমাপের (এলআর প্লট নং ৫২৫ এ ২ শতক এবং এলআর প্লট নং ৫২৬ এ ২ শতক) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং এর উপর নির্মিত ভবন, যার ১১.০৭.২০১৬ তারিখের ডিড নং I-131203253/2016, ভলিউম নং ১৩১২-২০১৬, ৫৩৯৮৪ থেকে ৫৩৯৯৯ নং পৃষ্ঠা, যা **শ্রী বাপি রায় এবং শ্রী চন্দন রায়ের নামে রয়েছে। নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ :** উত্তরে - ৬ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণে - পরিতোষ বালা এবং আদ্যনাথ শিকদারের সম্পত্তি দ্বারা, পূর্বে - রমাপদর সম্পত্তি, পশ্চিমে - ভরত রায়ের সম্পত্তি দ্বারা।	**২৫,৮৬,৪৭৯.০০ টাকা** (পঁচিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার চারশো উনআশি টাকা) (বিবি + এমওআই = ১৭,৯৩,৭৯৬.০০ টাকা + ৭,৯২,৬৮৩.০০ টাকা) **২৮.১০.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী এবং তার উপর সুদ / চার্জ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়।	**ক) ১৬,২১,০০০.০০ টাকা (*)** (ষোলো লক্ষ একুশ হাজার টাকা) **খ) ১,৬৩,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ তেষট্টি হাজার টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30280270879** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের বেশি হওয়া উচিত।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২০.১১.২০২৬; সময় - সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৫.০০ টা।
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণ করার জন্য বিডারদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড** -এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** পরিদর্শন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড, হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ই-মেইল আইডি support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্পলাইন নম্বরগুলিতে কল করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড**-এর সাথে নিবন্ধনের অবস্থা এবং ইএমডি-র অবস্থার জন্য, অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় বিডারদের উপরে উল্লিখিত প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : এটি ঋণগ্রহীতা(দের) / বন্ধকদাতা(দের) / গ্যারান্টার(দের) জন্যও একটি নোটিশ

তারিখ : ২৮.১০.২০২৬ / স্থান : বগুলা — **অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

রঘুনাথগঞ্জ শাখা
রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ড
থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২২৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর শর্তাবলী দ্রষ্টব্য]
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর শর্তাবলীর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরড পাওনাদারের কাছে বন্ধক রাখা / চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, রঘুনাথগঞ্জ ব্রাঞ্চ (সিকিউরড পাওনাদার)**-এর অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টারদের কাছ থেকে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, রঘুনাথগঞ্জ ব্রাঞ্চ (সিকিউরড পাওনাদার)**-এর কাছে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে নীচে উল্লিখিত পাওনা আদায়ের জন্য **২০.১১.২০২৬** তারিখে **"যেমন আছে যেখানে আছে ভিত্তিতে", "যেমন যা আছে ভিত্তিতে" এবং "যা কিছু আছে ভিত্তিতে"** বিক্রি করা হবে।
ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হলো :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) ব্রাঞ্চের নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	সিকিউরড পাওনাদারদের বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা মহ. হাবিবুর রহমান,** পিতা- আবদুস সামাদ গ্রাম - নয়া বাহাদুর, পোঃ - নুরপুর সুতি, মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২ ২২৩ পশ্চিমবঙ্গ। **সহ-ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা** মহ. আবদুস সামাদ, পিতা- স্বর্গীয় আইয়ুব আলী **জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা :** **মরিয়ম বিবি,** স্বামী- মোঃ আবদুস সামাদ গ্রাম - খিদিরপুর, পোঃ - ছাবঘাঁটি সুতি, মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২ ২০১ পশ্চিমবঙ্গ। **খ) রঘুনাথগঞ্জ ব্রাঞ্চ**	মৌজা - খিদিরপুর, জে.এল. নং ৭৮, এলআর খতিয়ান নং ১৩৫৬, ১৩৫৭, প্লট নং ২১০, জমির পরিমাণ - ০.০৮২৬ একর, যা খিদিরপুর, পোঃ - ছাবঘাঁটি এবং থানা সুতি, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২০১, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত জমির অংশ এবং পার্সেল এবং এর উপর নির্মাণ, শ্রেণীবিভাগ- ভিটি, ১৫.০৫.২০১৩ তারিখের টাইটেল ডিড ৭৬১৩ অনুযায়ী যা এডিএসআর - নিমতিতা, মুর্শিদাবাদে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি মহ. আবদুস সামাদ এবং মরিয়ম বিবির নামে রয়েছে। নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ :** উত্তরে : বনিরুল ইসলামের সম্পত্তি, দক্ষিণে : পথ, পূর্বে : মোসা সমীরণ বিবি এবং সালেহা বিবির সম্পত্তি, পশ্চিমে : মোসা সমীরণ বিবির সম্পত্তি।	**৮,৪৫,৩৩৩.০০ টাকা** (আট লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিনশো তেত্রিশ টাকা) (বিবি + এমওআই = ৬,৩১,৫৮৭.৯১ টাকা + ২,১৩,৭৪৫.০৯ টাকা) **২৮.১০.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী বকেয়া এবং তার উপর পরবর্তী সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়।	**ক) ৪৫.১৯ লক্ষ টাকা (*)** (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ উনিশ হাজার টাকা) **খ) ৪.৫১৯ লক্ষ টাকা** (চার লক্ষ একান্ন হাজার নয়শো টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30076379531A** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
২.	**ক) ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা** **মহ. হাবিবুর রহমান,** পিতা- আবদুস সামাদ গ্রাম - নয়া বাহাদুর, পোঃ - নুরপুর সুতি, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২২৩, পশ্চিমবঙ্গ। **খ) রঘুনাথগঞ্জ ব্রাঞ্চ**	মৌজা - নয়া বাহাদুরপুর, খ. নং (আর.এস) ৪৪৫, কে.এইচ নং (এল.এস) ১৫২৬-৪২৮১, প্লট নং ৯১০, ৯১১, জমির পরিমাণ - ৬ ডেসিমেল যা নয়া বাহাদুরপুর, পোঃ- নয়া বাহাদুরপুর এবং থানা - সুতি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২ ২০১, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত জমির অংশ এবং পার্সেল এবং এর উপর নির্মাণের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, শ্রেণীবিভাগ - ভিটি, ২৯.১১.২০১৩ তারিখের টাইটেল ডিড ১৬৩৫৬ অনুযায়ী, যা এডিএসআর- নিমতিতায় নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রী মহ. হাবিবুর রহমানের নামে রয়েছে। নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ :** উত্তরে : সাধারণ পথের সম্পত্তি, দক্ষিণে : আব্দুল হাকিমের জমি, পূর্বে : স্বর্গীয় সামসুল হকের সম্পত্তি, পশ্চিমে : হামেদ আলীর সম্পত্তি।	**৯,২৫,৩১৪.০০ টাকা** (নয় লক্ষ পঁচিশ হাজার তিনশো চৌদ্দ টাকা) (বিবি + এমওআই = ৬,১৮,১৬০.০০ টাকা + ৩,০৭,১৫৪.০০ টাকা) **২৮.১০.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী বকেয়া এবং তার উপর পরবর্তী সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়।	**ক) ১২.২৩ লক্ষ টাকা (*)** (বারো লক্ষ তেইশ হাজার টাকা) **খ) ১.২২৩ লক্ষ টাকা** (এক লক্ষ বাইশ হাজার তিনশো টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30076379531** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের বেশি হওয়া উচিত।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় :তারিখ - ২০.১১.২০২৬; সময় - সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৫.০০ টা।
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণ করার জন্য বিডারদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড**-এর ওয়েবসাইট (**https://baanknet.com**) পরিদর্শন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড, হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ই-মেইল আইডি support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারী হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্পলাইন নম্বরগুলিতে কল করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর সাথে নিবন্ধনের অবস্থা এবং ইএমডি-র অবস্থার জন্য, অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় বিডারদের উপরে উল্লিখিত প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : এটি ঋণগ্রহীতা(দের) / বন্ধকদাতা(দের) / গ্যারান্টার(দের) জন্যও একটি নোটিশ

তারিখ ২৮.১০.২০২৬ / স্থান : রঘুনাথগঞ্জ — **অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

SBI — এসবিআই এইচএলসি বেহালা (১৭৮৯৯)

২৩এ/৪৪ এক্স, ৩য় ফ্লোর, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি.এইচ. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৩,
ই-মেইল: sbi.17899@sbi.co.in

যানবাহন নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: অদিতি সরকার, মোবাইল নং: ৯৮৭৪৪১৭১৬৪, ই-মেইল আইডি: sbi.17899@sbi.co.in

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলামের তারিখ এবং সময়: ১০.১১.২০২৬
নিলামের সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৪.০০ টা পর্যন্ত প্রতিটি বিড থেকে ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।
পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়: ০৬.১১.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ০২.০০ টা পর্যন্ত।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরড পাওনাদারের কাছে হাইপোথিকেট করা / বন্ধক রাখা / চার্জ করা নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি, যার বাস্তবিক দখল **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** (সিকিউরড পাওনাদার)-এর অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা **১০.১১.২০২৬ তারিখে "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন যা আছে"** এবং **"যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ঋণগ্রহীতা এবং গাড়ির বিবরণ

ঋণগ্রহীতা: শ্রীমতী চন্দ্রানী রায় অ্যাকাউন্ট নং: 42726161927। জিএসটি সহ সংরক্ষিত মূল্য হলো ৪,৪৯,০০০/- টাকা। আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) হবে ৪৪,৯০০/- টাকা এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূল্য হবে ২,০০০/- টাকা।
গাড়ির বিবরণ: **মেক এবং মডেল:** মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেড মারুতি ব্যালেনো সিগমা, **রেজিস্ট্রেশন নং:** WB 02AV 0160, **ইঞ্জিন নং:** K12NP4422509, **চ্যাসিস নং:** MBHHWB13SRB684353, **মেক-এর বছর:** ২০২৪

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড পাওনাদারের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন: https://www.bankeauctions.com বা support@bankeauctions.com

তারিখ: ৩০.১০.২০২৬
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI — Relationship beyond banking

দুর্গাপুর জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ,
বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান,
পিন-৭১৩২১২, ই-মেইল-zo.bardhaman@bankofindia.com

বন্ধক রাখা স্বর্ণের গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রার পাবলিক নিলামের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণ গ্রহীতা, তাদের বৈধ উত্তরাধিকারী, স্বর্ণের গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি এবং সাধারণ জনগণের নজরে আনা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বারংবার অনুস্মারক/নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাংকের পাওনা ঋণ পরিশোধ করছেন না।
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে যে যদি তারা **০৪.১২.২০২৬** (শেষ কর্মদিবস) এর মধ্যে তাদের নিজ নিজ স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে (আপ-টু-ডেট সুদ এবং সমস্ত খরচ চার্জ/ খরচ সহ) সমস্ত বকেয়া জমা দিতে ব্যর্থ হয় তবে **০৩.১২.২০২৬** তারিখের **সকাল ১০:০০ টা** থেকে তাদের বন্ধক রাখা সোনার গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রাগুলি শাখা প্রেমিসেসে পাবলিক নিলামের জন্য রাখা হবে।
এর জন্য, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের কোনো অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না এবং এই বিষয়ে কোনো ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ বা প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করা হবে না।
বিডে অংশ নিতে আগ্রহী ব্যক্তিদের বায়না অর্থের জন্য নির্ধারিত সময়/তারিখের আগে শাখা ম্যানেজারের কাছে **৫০০০/- টাকা (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)** জমা দিতে হবে। চূড়ান্ত বিডিংয়ে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের অবশ্যই ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ব্যাঙ্কে সম্পূর্ণ অর্থ জমা করতে হবে, তা না হলে ব্যাঙ্কে জমা করা তাদের বায়না বাজেয়াপ্ত করা হবে। যদি বিডিং মূল্য কম বা অপর্যাপ্ত বলে পরিলক্ষিত হয় তাহলে ব্যাঙ্ক কোনো কারণ না দেখিয়ে নিলাম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। অধিকন্তু, যদি প্রয়োজন হয়, ব্যাঙ্ক উপরোক্ত নির্ধারিত নিলামের তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তন করার বা কোনো কারণ না দেখিয়ে তা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

অ্যাকাউন্ট নং এবং শাখা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	সোনার গ্রস ওজন
৪৩৬৯৭৭৬১০০০০৯৫৮ এবং গোপালমঠ শাখা	প্রমেন্দ্র কেডিয়া	বহুলা, গ্রাম: নর্থ জামবাদ কোলিয়ারি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩৩২২	১৩.৩৯০ গ্রাম

তারিখ: ৩০.১০.২০২৬
স্থান: দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — এসবিআই এইচএলসি বারুইপুর (৬৪২০২)

সাইট্রাস কোভ, ২য় ফ্লোর, কামলগাজী মোড়,
দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১০৩,
ই-মেইল : sbi.64202@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ : নাম : শ্রী মন্টু কুমার মণ্ডল, মোবাইল : ৯৬৭৪৭১২৮৬৯, ই-মেইল আইডি : sbi.64202@sbi.co.in

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য রুল **৯(১) এর সাথে পঠিত রুল ৮(৬)** এর শর্তাবলীর অধীনে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতাকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরড পাওনাদারের কাছে বন্ধক রাখা/হাইপোথিকেট করা নীচে বর্ণিত সিকিউরড সম্পদ, যার **ভৌত দখল** (যথাযথভাবে সম্পত্তির বিবরণের বিপরীতে বিস্তারিত হিসাবে) **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**, সিকিউরড পাওনাদার-এর অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা নীচে উল্লিখিত তারিখে **"যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন যা আছে"** এবং **"যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ১৮.১১.২০২৬, সময় : ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ	বকেয়া পাওনা	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**শ্রী প্রবীর মণ্ডল** পিতা- স্বর্গীয় বরোদা মণ্ডল এবং **শ্রীমতী কণিকা মণ্ডল** স্বামী- শ্রী প্রবীর মণ্ডল	**সম্পত্তির মালিক : কণিকা মণ্ডল** মৌজা- বাঁশড়া, জে.এল. নং ৪১, আর.এস. খতিয়ান নং ৪৫৫, এল. আর. খতিয়ান নং ৫৫৮৮ এবং ৫৮৮৮, দাগ নং ৬০২০, ৬০৩০ এবং ৬০৫০, তৌজি ২০৮, থানা- জীবনতলা, বাঁশড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৩৬৩, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত ১৭ ডেসিমেল কমবেশি পরিমাপের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি। **সীমানা : দাগ নং ৬০২০, উত্তরে :** খোকন মণ্ডল, **দক্ষিণে :** খোকন মণ্ডল, **পূর্বে : ৫ ফুট রাস্তা, পশ্চিমে :** বরোদা মণ্ডল এবং শরৎ মণ্ডল, **দাগ নং ৬০৩০, উত্তরে :** রঞ্জিত মণ্ডল গং, **দক্ষিণে :** ভানুরাম মণ্ডল, **পূর্বে :** গোবিন্দ মণ্ডল, **পশ্চিমে :** পতিরাম মণ্ডল, **দাগ নং ৬০৫০, উত্তরে :** ছামাদ সর্দার, **দক্ষিণে :** রঞ্জিত মণ্ডল গং, **পূর্বে :** গণেশ মণ্ডল, **পশ্চিমে :** ছামাদ সর্দার,	**১৯,৮৩,১১৬.০০ টাকা** (উনিশ লক্ষ তিরাশি হাজার একশো ষোলো টাকা) এবং **০১.০৩.২০২৫** থেকে তার উপর আনুষঙ্গিক ব্যয়, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ পরবর্তী সুদ।	১৩,৪৩,০০০/- টাকা / ১,৩৪,৩০০/- টাকা / ১০,০০০/- টাকা

পরিদর্শনের তারিখ : ১৩.১১.২০২৬ — **দখলের ধরন : ভৌত**

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড পাওনাদারের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in**-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন- **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক বিডার(দের) নিলামের তারিখের আগেই তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস ট্রান্সফারের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে পরিচালিত তাদের বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি হওয়া চালানের মাধ্যমে তাদের ইএমডি পরিমাণ ট্রান্সফার করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন- **support.baanknet@psballiance.com**
• ইচ্ছুক বিডারকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটগুলিতে আপলোড করা বিস্তারিত শর্তাবলী পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ : ৩০.১০.২০২৬,
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র Bank of Maharashtra — এক পরিবার এক ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র
জোনাল অফিস - কলকাতা, ৩, এন. এস. রোড, ম্যাকলিওড হাউস, ১ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০১
ই-মেইল : pln_cal@bankofmaharashtra.bank.in

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্রের লকার ভেঙে খোলার জন্য জারি করা সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

ক্রম নং	ব্রাঞ্চের নাম	ব্রাঞ্চের বিবরণ	লকার নং	লকার ভাড়াকারী(দের) নাম
১.	ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র হাউজিং বোর্ডব্রাঞ্চ (ব্রাঞ্চ কোড ১২৩২)	**ঠিকানা :** ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ১০৫, এস.এন. ব্যানার্জি রোড, ডব্লিউবিএইচবি বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪, পশ্চিমবঙ্গ। **নাম :** শ্রী আদিত্য চন্দন (ব্রাঞ্চ ম্যানেজার) **যোগাযোগ নং :** ৯৬৭৪৯৪৩২৭৭ **ই-মেইল আইডি :** Bom1232(3)mahabank.co.in এবং brmgr1232@mahabank.co.in	১০০০১৩৮৯২৯	শ্রী প্রদীপ ভরতিয়া
			১০০০১৩৯২৮৫	উইং কমান্ডার উৎপল দে
			১০০০১৪০১৪৪	শ্রী সত্যব্রত চক্রবর্তী এবং শ্রীমতী সীমা চক্রবর্তী
			১০০০১৪০২০২	শ্রী প্রদীপ ভরতিয়া
			১০০০১৪৩২৫৮	সঞ্জয় চক্রবর্তী
২.	ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র সল্ট লেক ব্রাঞ্চ (ব্রাঞ্চ কোড ১১৮১)	**ঠিকানা :** ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, বিই-৮৪, সেক্টর-১ সল্ট লেক, সিএপি ক্যাম্পের কাছে, কলকাতা - ৭০০০৬৪, পশ্চিমবঙ্গ **নাম :** শ্রী বরাহমিহির রাউত (ব্রাঞ্চ ম্যানেজার) **যোগাযোগ নং :** ৮০৯৩৩৯০৪২৩ **ই-মেইল আইডি :** bom1181@mahabank.co.in এবং brmgr1181@mahabank.co.in	১০০২০৯৮৮৯২	শ্রী নিরা সিংহানিয়া
			৩০০০৪৩২৮৫৮	শ্রী পান্না দেবী বিন্নানি
			৩০০০৪৩৩২৫০	শ্রী অলোক চ্যাটার্জি
			৩০০০৪৩৩৬৬৮	শ্রী কমল কুমার খেতাওয়াত
৩.	ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র ফিরিঙ্গী কালীবাড়ি ব্রাঞ্চ (ব্রাঞ্চ কোড ৯৭৩)	**ঠিকানা :** ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, ১ম ফ্লোর, ২৬ সি.আর. অ্যাভিনিউ, যোগাযোগ ভবনের কাছে, কলকাতা - ৭০০০১২, পশ্চিমবঙ্গ। **নাম :** শ্রী জয়েন্দ্র দাস (ব্রাঞ্চ ম্যানেজার) **যোগাযোগ নং :** ৯৭৪২৭০১৭০৩ **ই-মেইল আইডি :** bom973(5)mahabank.co.in এবং brmgr973@mahabank.co.in	১০০১৪৬৭২৭৩	শ্রী শঙ্কর লোহারুকা
			১০০১৪৯২৮০১	শ্রী আকাশ চ্যাটার্জি
			১০০১৪৯৫৫০৭	শ্রীমতী পুষ্পা রানী হোড় এবং শ্রী সন্দীপ হোড়
			১০০১৪৯৫৫৯৬	শ্রীমতী চম্পা হালদার
			১০০১৫০২৪৫৭	শ্রীমতী টুটুল দাস
			১০০১৬৫৮৫৩১	শ্রী হর্ষ জৈন
			১০০১৯১২৭৭০	শ্রী ওমপ্রকাশ সরাফ
			১০০১৯১২৭৮১	শ্রীমতী এম ঠক্কর
			১০০১৯১২৮০৫	ভানুমতী
			১০০১৯১৬৩৮৮	শ্রীমতী অঞ্জু সুরানা
			১০০২১৩৪০৮২	শ্রীমতী অনামিকা মিত্র
			১০০২১৩৪৫৭১	শ্রীমতী মন্দিরা এবং প্রশান্ত ভট্টাচার্য
			১০০২১৩৫০১৯	শ্রীমতী শিলা গুহ
৪.	ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র আরবি অ্যাভিনিউ ব্রাঞ্চ (ব্রাঞ্চ কোড ৫৫৩)	**ঠিকানা :** ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, ১৩৫, ১ম ফ্লোর, ওয়ার্ড নং ৮৫, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯, পশ্চিমবঙ্গ। **নাম :** শ্রী দেবজ্যোতি নস্কর (ব্রাঞ্চ ম্যানেজার) **যোগাযোগ নং :** ৭৯৮০৩৫২১৪৩ **ই-মেইল আইডি :** bom553@mahabank.co.in এবং brmgr553@mahabank.co.in	১০০০৪৪৬৬৬০	শ্রী সুব্রত সাহা
			১০০০৫৮৩৪০৪	শ্রী কল্যাণ বিশ্বাস

যেহেতু আপনারা, উপরে উল্লিখিত লকার হোল্ডাররা ব্যাঙ্কের কাছে নিবন্ধিত ঠিকানায় ব্যাঙ্কের দেওয়া বিভিন্ন নোটিশ সত্ত্বেও লকার ফি প্রদানে এবং ব্রাঞ্চের সাথে যোগাযোগ করতে খেলাপি হয়েছেন। তাই আপনাদের এই নোটিশের তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে ব্রাঞ্চের সাথে যোগাযোগ করতে এবং অবিলম্বে ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে।
যেহেতু, আপনারা বকেয়া পরিশোধ করেননি এবং বকেয়া আদায়ের জন্য সযত্ন এবং বারবার ফলোআপ করা সত্ত্বেও আপনারা এখনও খেলাপি। ফলস্বরূপ, ভাড়া নেওয়া লকারের উপর আপনাদের সমস্ত অধিকার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং ব্যাঙ্ক আপনাদের বরাদ্দকৃত লকারটি পুনর্দখল করার অধিকারী হয়েছে।
যেহেতু, পুনর্দখলের উক্ত অধিকার প্রয়োগ করে ব্যাঙ্ক আপনাদের উক্ত লকারের দখল নিয়েছে এবং ২৯.০১.২০২৭ তারিখে (নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৯০ দিনের তারিখ) ৩০.১০.২০২৬-এ আপনাদের খরচ এবং পরিণতিতে সেটি ভেঙে খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
এতদ্বারা আপনাদের এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

তারিখ : ২৯.১০.২০২৬
স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র

কেনরা বैंक Canara Bank

সিন্ডিকেট Syndicate

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ
বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০ ০১৬

ই-নিলাম তারিখ ১৩.১১.২০২৬

এতদ্বারা এই মর্মে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি, যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর বিধানের অধীনে দখলে নেওয়া হয়েছে, সেগুলি অনলাইনে ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে: নিম্নলিখিত শর্তাবলীতে নীচে উল্লিখিত সিকিউরড সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতাদের কাছ থেকে অফার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
ক্র. নং	ক) সিকিউরড পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায়বদ্ধতা (তদুপরি বকেয়া সুদ) খ) ১৩(২) ধারা অনুযায়ী দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ১৩(৪) ধারা অনুযায়ী দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি ব্রাঞ্চ ও রিজিওনাল অফিস ঙ) ইএমডি জমা করার অ্যাকাউন্ট
১.	**ক) সিকিউরড পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(দের) নাম এবং ঠিকানা:** **ক) শ্রী অর্ণব ঘোষ, মেসার্স লক্ষ্মী গ্রুপস এবং মেসার্স লক্ষ্মী জেমস অ্যান্ড জুয়েলারির প্রোপ্রাইটর (ঋণগ্রহীতা)** বর্ধমান রোড হিরো শো রুমের বিপরীতে, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৫। **অন্যান্য ঠিকানা:** উত্তরায়ন ইউটিই ০২০২০৪ পোঃ মাটিগাড়া জেলা দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০১০। **খ) শ্রীমতী জয়শ্রী ঘোষ (গ্যারান্টার)** উত্তরায়ন ইউটিই ০২০২০৪ পোঃ মাটিগাড়া জেলা দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০১০।	**ক) ৫০,৬৬,৫১০.৪৯ টাকা (পঞ্চাশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার পাঁচশো দশ টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা মাত্র)** এবং ০১.১০.২০২৬ থেকে তার উপর পরবর্তী প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ১৬.০৮.২০২৩** **গ) ২৭.০৮.২০২৬**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ২.৫ কাঠা বা ২.৮ ছটাক পরিমাপের জমি এবং তার উপর নির্মিত কাঠামো, যা শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৩৮ নং ওয়ার্ডের অধীনে খতিয়ান নং ৪৬৯, প্লট নং ৫৩, পরগনা বৈকুণ্ঠপুর, মৌজা ডাবগ্রাম, জে.এল. নং ২, শিট নং ১১, থানা ভক্তিনগর, জেলা জলপাইগুড়িতে অবস্থিত। **(মালিকের নাম- শ্রী অর্ণব ঘোষ)**। জমিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ: উত্তরে- ২০ ফুট চওড়া পিচ রাস্তা, দক্ষিণে- অনিল পাসওয়ানের জমি, পূর্বে- মায়া বসাকের জমি, পশ্চিমে- অসিত সসমলের জমি **(সম্পত্তি বাস্তবিক দখলে রয়েছে)**	**ক) ৫৪,৫৮,০০০.০০ টাকা (চুয়ান্ন লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা মাত্র)** **খ) ৫,৪৫,৮০০.০০ টাকা (পাঁচ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার আটশো টাকা মাত্র)।** **গ) ৫০,০০০/- টাকা** **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতার চিফ ম্যানেজার (মোবাইল) ৯০৫১৮৮২৩৬৪ **ঙ) BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে **৫,৪৫,৮০০.০০ টাকা** ইএমডি পরিমাণ জমা দিতে হবে
২.	**ক) সিকিউরড পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(দের) নাম এবং ঠিকানা:** **ক) শ্রী হাসমত আলী সেখ (ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা)** পিতা শ্রী হোসেন সেখ গ্রাম দুলালপুর হামিরপুর, পাত্রসায়র বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২২০৬ **খ) শ্রী সেখ সিরাজুল (গ্যারান্টার/ বন্ধকদাতা)** পিতা শ্রী হোসেন সেখ গ্রাম দুলালপুর হামিরপুর, পাত্রসায়র বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২২০৬	**ক) ৩৯,০১,০৮৫.২২ টাকা (উনচল্লিশ লক্ষ এক হাজার পঁচাশি টাকা এবং বাইশ পয়সা মাত্র)** এবং ০১.১০.২০২৬ থেকে তার উপর পরবর্তী প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ০৩.০৪.২০২৫** **গ) ২৮.০৭.২০২৫**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং তার উপর একতলা বাণিজ্যিক ভবন, যা এ.ডি.এস.আর.ও. সোনামুখী, মৌজা-দুলালপুর, জে.এল.নং ১২, আরএস খতিয়ান নং ২৬৮, এল.আর. খতিয়ান নং ৬৬৯ এবং ৬৭১, প্লট নং ৪৯৩, পরিমাণ-০.৫০ একর, হামিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ হামিদপুর, থানা পাত্রসায়র, জেলা বর্ধমান-৭২২২০৬-এ **হাসমত আলী সেখ (ওরফে আজিজুল সেখ) এবং সেখ সিরাজুল (ওরফে সিরাজুল সেখ)-এর নামে অবস্থিত। সীমানা-** উত্তরে - বর্তমান কবলু মিড্যার ৫৪২ নং প্লট যা পূর্বে আব্দুল হাকিম মিড্যার প্লট ছিল, দক্ষিণে- বাঁকুড়া থেকে বর্ধমানগামী পাকা রাস্তা, পূর্বে - বর্তমান সাবেদ মিড্যার ৪৯৩ নং প্লট যা পূর্বে মিহিলাল মিড্যার জমির বাকি অংশ ছিল। পশ্চিমে - রেজাক সেখের জমির ৪৯৩ নং প্লটের বাকি অংশ। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলে রয়েছে)**	**ক) ২৮,১০,০০০.০০ টাকা (আঠাশ লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র)** **খ) ২,৮১,০০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ একাশি হাজার টাকা মাত্র)** **গ) ১০,০০০/- টাকা** **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতার চিফ ম্যানেজার (মোবাইল) ৯০৫১৮৮২৩৬৪ **ঙ) BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে **২,৮১,০০০.০০ টাকা** ইএমডি পরিমাণ জমা দিতে হবে
৩.	**ক) সিকিউরড পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(দের) নাম এবং ঠিকানা:** **ক) মেসার্স বেলানো এক্সিম প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা),** ২৪/১এ, তোপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ০৩৯ **খ) মোঃ পারওয়াজ আনসারি (ডিরেক্টর/ গ্যারান্টার),** পিতা মোঃ ইসলাম আনসারি, ঠিকানা ১৩/১এ, তিলজলা প্লেস, কড়েয়া, কলকাতা-৭০০০১৭ **গ) শ্রী নারায়ণ মণ্ডল (গ্যারান্টার/ ডিরেক্টর/ বন্ধকদাতা)** পিতা শ্রী পাঁচু মণ্ডল, ঠিকানা সামন্ত পাড়া, ভাদুড়িয়া, গ্রাম/পোঃ-ভাদুড়িয়া, ভাদুড়িয়া হরিদাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা রামনগর, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৫০৪ **ঘ) শ্রী অশোক বণিক (ডিরেক্টর/ গ্যারান্টার/ বন্ধকদাতা)** পিতা শ্রী সুরেন্দ্র নাথ বণিক, ৭৭/৩৮/এন জিরাট রোড, মনসা বাড়ি, প্রফুল্ল নগর-৭, হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩২৬৩ **ঙ) শ্রী মনিরুল ইসলাম (শ্রী আব্দুল সামাদের আইনি উত্তরাধিকারী),** পিতা স্বর্গীয় আব্দুল সামাদ, দাদপুর গাইনপুর, দাদপুর বারাসাত, পোঃ কদম্বগাছি, উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০১২৪ **চ) মোঃ মামুদুল ইসলাম (শ্রী আব্দুল সামাদের আইনি উত্তরাধিকারী)** পিতা স্বর্গীয় আব্দুল সামাদ, দাদপুর গাইনপুর, দাদপুর বারাসাত, পোঃ কদম্বগাছি, উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০১২৪ **ছ) শ্রী মেহেদী হাসান (শ্রী আব্দুল সামাদের আইনি উত্তরাধিকারী),** পিতা স্বর্গীয় আব্দুল সামাদ, দাদপুর গাইনপুর, দাদপুর বারাসাত, পোঃ কদম্বগাছি, উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০১২৪ **জ) শ্রীমতী মুসলিমা বিবি (শ্রী আব্দুল সামাদের আইনি উত্তরাধিকারী)** স্বামী স্বর্গীয় আব্দুল সামাদ, দাদপুর গাইনপুর, দাদপুর বারাসাত, পোঃ কদম্বগাছি, উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০১২৪ **ঝ) শ্রীমতী মাসিনুর নাহার (শ্রী আব্দুল সামাদের আইনি উত্তরাধিকারী),** কন্যা স্বর্গীয় আব্দুল সামাদ, দাদপুর গাইনপুর, দাদপুর বারাসাত, পোঃ কদম্বগাছি, উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০১২৪ **ঞ) শ্রীমতী সাবিকুর নাহার (শ্রী আব্দুল সামাদের আইনি উত্তরাধিকারী)** কন্যা স্বর্গীয় আব্দুল সামাদ, দাদপুর গাইনপুর, দাদপুর বারাসাত, পোঃ কদম্বগাছি, উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০১২৪ **ট) মোঃ মসিদুল ইসলাম (শ্রী আব্দুল সামাদের আইনি উত্তরাধিকারী),** পিতা স্বর্গীয় আব্দুল সামাদ, দাদপুর গাইনপুর, দাদপুর বারাসাত, পোঃ কদম্বগাছি, উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০১২৪	**ক) ৩,৩১,৫৮,৫০১.০০ টাকা (তিন কোটি একত্রিশ লক্ষ আটান্ন হাজার পাঁচশো এক টাকা মাত্র)** এবং ০১.১০.২০২৬ থেকে তার উপর পরবর্তী প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ৩০.০৬.২০২৬** **গ) ১৯.০৮.২০২৬**	**i. সম্পত্তি-এ:** ১৯৮৪ সালের ১২৮৫ নং সেল ডিড অনুযায়ী **(মালিকের নাম- শ্রী আব্দুল সামাদ)** দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে হোল্ডিং নং ৫০৮২, মৌজা- দাদপুর, থানা- বারাসাত, এডিএসআরও-কদম্বগাছি, জেলা ২৪ পরগনা উত্তর, দাগ নং ৮৫৬, খতিয়ান নং ১২৪, এলআর খতিয়ান নং ২৯৩, জেএল নং ১৬৬, আরএস নং ২৫২-এ ৬ শতক অর্থাৎ ৩.৬৩ কাঠা কমবেশি পরিমাপের জমির উপর আংশিক দোতলা বাড়ি। **সীমানা :** উত্তরে - নূর আলীর জমি, দক্ষিণে- নূর আলমের বাড়ি, পূর্বে- আইয়ুব আলীর জমি, পশ্চিমে- কদম্বগাছি-রাজারহাট রোড। **ii. সম্পত্তি-২:** হাবড়া মিউনিসিপ্যালিটির ৭ নং ওয়ার্ডের অধীনে হোল্ডিং নং ৭৭/৩৬/এন, জিরাট রোড, মৌজা এবং থানা হাবড়া খতিয়ান নং ৫৪, জেএল নং ৭২, আরএস নং ৩১৩, আরএস দাগ নং ৮১৩, সিএস দাগ নং ১০৬১, এডিএসআরও হাবড়া, জেলা ২৪ পরগনা উত্তরে ৯.৩ শতক অর্থাৎ ৫.৫০ কাঠা কমবেশি পরিমাপের জমির উপর দোতলা বাড়ি **(মালিকের নাম- শ্রী অশোক বণিক), সীমানা :** উত্তরে মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, দক্ষিণে- সুরেন্দ্র নাথ দে এবং অন্য একজনের সম্পত্তি, পূর্বে- সুখরঞ্জন দে-এর সম্পত্তি, পশ্চিমে- শেফালী রানীর সম্পত্তি **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলে রয়েছে)**	**ক) i. ২৩,০৫,০০০.০০ টাকা (তেইশ লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)** **ii. ৪৬,৩৯,০০০.০০ টাকা (ছেচল্লিশ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার টাকা মাত্র)** **খ) i. ২,৩০,৫০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র)** **ii. ৪,৬৩,৯০০.০০ টাকা (চার লক্ষ তেষট্টি হাজার নয়শো টাকা মাত্র)।** **গ) i. ১০,০০০/- টাকা** **ii. ৫০,০০০/- টাকা** **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতার চিফ ম্যানেজার (মোবাইল) ৯০৫১৮৮২৩৬৪ **ঙ) BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে **i. ২,৩০,৫০০.০০ টাকা** এবং **ii. ৪,৬৩,৯০০.০০ টাকা** ইএমডি পরিমাণ জমা দিতে হবে
৪.	**ক) সিকিউরড পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(দের) নাম এবং ঠিকানা:** **ক) শ্রী সাগর বণিক (ঋণগ্রহীতা)** পিতা শ্রী বীরেন বণিক, নওগাছি নেতাজি পল্লী, শ্যাম নগর, কাউগাছি, শ্যামনগর, জেলা ২৪ উত্তর পরগনা পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩১২৭	**ক) ৪৭,০০,৬৭৭.০৫ টাকা (সাতচল্লিশ লক্ষ ছয়শো সাতাত্তর টাকা এবং পাঁচ পয়সা মাত্র)** এবং ০১.১০.২০২৬ থেকে তার উপর পরবর্তী প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ **খ) ১৫.০৮.২০২৪** **গ) ০২.০৮.২০২৫**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মার্বেল ফ্লোরের স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, যার নং ৩৪, যা উত্তর-পূর্ব মুখী জি+৫ বহুতল ভবন/প্রজেক্ট 'রিভার কুইন'-এর ৩য় ফ্লোরে অবস্থিত, যার সুপার বিল্ডআপ এরিয়া প্রায় ৯১০ বর্গফুট, যাতে দুটি বেডরুম, দুটি টয়লেট, একটি রান্নাঘর, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রয়েছে, এর সাথে প্রায় ৭ কাঠা ১৫ ছটাক ১০ বর্গফুট কমবেশি পরিমাপের জমির অবিভক্ত, অচিহ্নিত অংশ, যা মৌজা-গড় শ্যামনগর, জে.এল.নং ১৯, তৌজি নং ৩৯, সি.এস. এবং আর.এস. খতিয়ান নং ৮০, এল.আর. দাগ নং ১২ এবং ১৩, এল.আর. খতিয়ান নং ২৭৭২-এর সাথে সম্পর্কিত, থানা জগদ্দল এর অধীনে, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার নৈহাটির এখতিয়ারের মধ্যে, গাডুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় সীমানার মধ্যে, যার মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১৭৩ নিমতলা ঘাট রোড, ওয়ার্ড নং ১৮(পুরানো), ০৪(নতুন), উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত। **সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ** - উত্তরে: নিমতলা ঘাট রোড, দক্ষিণে: রেলওয়ের জমি, পূর্বে: সাধারণ জমি, পশ্চিমে: হুগলি নদী **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলে রয়েছে)**	**ক) ২৩,৩০,০০০.০০ টাকা (তেইশ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)** **খ) ২,৩৩,০০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)।** **গ) ১০,০০০/- টাকা** **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতার চিফ ম্যানেজার (মোবাইল) ৯০৫১৮৮২৩৬৪ **ঙ) BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে **২,৩৩,০০০.০০ টাকা** ইএমডি পরিমাণ জমা দিতে হবে
৫.	**ক) সিকিউরড পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(দের) নাম এবং ঠিকানা:** **ক) মেসার্স কুরশিয়া বস্ত্রালয়, প্রোপ্রাইটর-কাউসার সেখ,** পিতা - আজাহার সেখ, গ্রাম-বাগিচাপাড়া, পোঃ-হরিভাঙ্গা বহরমপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২৩০২। **খ) কাউসার সেখ (প্রোপ্রাইটর এবং ঋণগ্রহীতা),** পিতা- আজাহার সেখ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১৪৯। **গ) মকাউদ্দিন সেখ (গ্যারান্টার),** পিতা - সিরাজ সেখ, গ্রাম-শিল্লুকুর, পোঃ-বালি গোকুলপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২৩০২।	**ক) ৩২,১৬,৮২৫.৪৫ টাকা (বত্রিশ লক্ষ ষোলো হাজার আটশো পঁচিশ টাকা এবং পঁয়তাল্লিশ পয়সা মাত্র)** এবং ০১.১০.২০২৬ থেকে তার উপর পরবর্তী প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ০৫.১১.২০২২** **গ) ১৫.০১.২০২৫**	জে.এল নং- ২৬, মৌজা বালি, প্লট নং-আরএস ৩৩৮৪, এলআর ২৮৪৯, খতিয়ান নং- আরএস ৬৩৩৩, ১৩৭১, এলআর ৭৩৩২ (বর্তমান এলআর ৭৯১৭), পরিমাণ-৪.১৩ ডেসিম্যাল, ব্লক এবং জেলা- মুর্শিদাবাদে কাউসার সেখের নামে অবস্থিত জমি এবং ভবনের সম্পত্তির অংশ এবং পার্সেল। **সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত:** পূর্বে পঞ্চায়েত রাস্তা, পশ্চিমে নবকুমার নাবিক, উত্তরে মনিরুল সেখ, দক্ষিণে-ইসলাম সেখ **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলে রয়েছে)**	**ক) ১৬,৬০,০০০.০০ টাকা (ষোলো লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র)** **খ) ১,৬৬,০০০.০০ টাকা (এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার টাকা মাত্র)** **গ) ১০,০০০/- টাকা** **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতার চিফ ম্যানেজার (মোবাইল) ৯০৫১৮৮২৩৬৪ **ঙ) BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে **১,৬৬,০০০.০০ টাকা** ইএমডি পরিমাণ জমা দিতে হবে
৬.	**ক) সিকিউরড পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(দের) নাম এবং ঠিকানা:** **ক) শ্রী অমিত সাহা (ঋণগ্রহীতা)** পিতা শ্রী অপু সাহা, ১৩এইচ/৫৪, পাইকপাড়া রাজা মহীন্দ্র রোড, বেলগাছিয়া, কলকাতা-৭০০০৩৭, **অন্যান্য ঠিকানা: মেসার্স অমিত ফ্যাশন (প্রোপ্রাইটর শ্রী অমিত সাহা)** ৭৯২/এফ, জগৎপুর, থানা বাগুইআটি, ওয়ার্ড নং ২০, কলকাতা-৭০০০৫৯	**ক) ৪৬,৪৯,২৪৭.৫৩ টাকা (ছেচল্লিশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার দুইশো সাতচল্লিশ টাকা এবং তিপ্পান্ন পয়সা মাত্র)** এবং ০১.১০.২০২৬ থেকে তার উপর পরবর্তী প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ১৩.১১.২০২৪** **গ) ১২.০২.২০২৫**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৪বি যা চতুর্থ ফ্লোরে, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত, যার কার্পেট এরিয়ার পরিমাপ ৭১৯ বর্গফুট অর্থাৎ সুপার বিল্ড আপ এরিয়া পরিমাপ ৮৬৩ বর্গফুট কমবেশি, যাতে রয়েছে ২ টি বেডরুম, ১ টি ডাইনিং, ১ টি রান্নাঘর, ২ টি টয়লেট এবং ১ টি ব্যালকনি যাতে টাইলস ফ্লোরিং এবং উক্ত ভবনের লিফট সুবিধা রয়েছে, এর সাথে ৩(তিন) কাঠা ০ ছটাক ২০ (কুড়ি) বর্গফুট পরিমাপের জমির অবিভক্ত অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ কমবেশি এবং তার উপর অবস্থিত একটি জি+৪ তলা ভবন সহ, যা মৌজা গোরুই-এ অবস্থিত, দাগ নং ৪১৩ এর অন্তর্ভুক্ত, খতিয়ান নং ৩৭৮ এবং ৩৭৭ এর অধীনে, আর.এস/এল.আর. দাগ নং ৭১৮, ৭১৯ এবং ৭৭৯, আর.এস. খতিয়ান নং ২১৬৬ এর অধীনে, এল. খতিয়ান নং ৩৭৮০ এবং ৩৭৮১ এর অধীনে, যা মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১৮, পঞ্চানন সরকার রোড, থানা দম দম, কলকাতা-৭০০০৬৫, ওয়ার্ড নং ৪ এ দক্ষিণ দম দম মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় সীমানার মধ্যে অবস্থিত, যা উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় কাশীপুর দম দম এর অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিসের অধীনে অবস্থিত যা **নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ:** উত্তরে-দাগ নং ৪১৪ এবং ৪১১, দক্ষিণে-৮ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, পূর্বে ১৬ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা, পশ্চিমে-সুভাষ কুমার দাসের প্লট **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলে রয়েছে)**	**ক) ২২,৮০,০০০.০০ টাকা (বাইশ লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র)** **খ) ২,২৮,০০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ আঠাশ হাজার টাকা মাত্র)** **গ) ১০,০০০/- টাকা** **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতার চিফ ম্যানেজার (মোবাইল) ৯০৫১৮৮২৩৬৪ **ঙ) BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে **২,২৮,০০০.০০ টাকা** ইএমডি পরিমাণ জমা দিতে হবে
৭.	**ক) সিকিউরড পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(দের) নাম এবং ঠিকানা:** **ক) শ্রী জিমুত কান্তি মাইতি** পিতা রাধাকান্ত মাইতি, গ্রাম এবং পোঃ-কল্যাণপুর, থানা-নন্দকুমার, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৩২। **খ) শ্রী রজত মাইতি (গ্যারান্টার)** পিতা রাধাকান্ত মাইতি, গ্রাম এবং পোঃ-কল্যাণপুর, থানা-নন্দকুমার, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৩২ **গ) শ্রীমতী বনশ্রী মাইতি (গ্যারান্টার),** স্বামী জিমুত কান্তি মাইতি, গ্রাম এবং পোঃ-কল্যাণপুর, থানা-নন্দকুমার, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৩২।	**ক) ২,৬২,৯৭,১৩৯.১৬ টাকা (দুই কোটি বাষট্টি লক্ষ সাতানব্বই হাজার একশো উনচল্লিশ টাকা এবং ষোলো পয়সা মাত্র)** এবং ০১.০৪.২০২৬ থেকে তার উপর পরবর্তী প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ **খ) ১৫.০৭.২০২০** **গ) ০৩.১২.২০২০**	**সম্পত্তি-১:** পূর্ব মেদিনীপুর, এডিএসআর খণ্ডী, গ্রাম এবং মৌজা- কল্যাণপুর, থানা-নন্দকুমার, খতিয়ান নং ৪৫৯/১ (এলআর), জেএল নং ১২৫, প্লট নং ৮০/৩৭০২ (সাবেক) ৯০ (এলআর)-এ অবস্থিত ৭.৩৩২ ডেসিম্যাল বাস্তু জমির অংশ এবং পার্সেল এবং এর উপর অবস্থিত ভবন যার ২০০৫ সালের ২৫৯২ নং এবং ২০০৭ সালের ৫৭৮ নং গিফট ডিড, যা **শ্রী জিমুত কান্তি মাইতি এবং শ্রী রজত মাইতির নামে রয়েছে।** **সম্পত্তি-২:** পূর্ব মেদিনীপুর, এডিএসআর খণ্ডী, গ্রাম এবং মৌজা- কল্যাণপুর, থানা-নন্দকুমার, খতিয়ান নং ৪৫৯/১ (এলআর), জেএল নং ১২৫, প্লট নং ৮১ (সাবেক) ৯২ (এলআর), ৮১/৩৭০৩ (সাবেক) ৯৩ (এলআর), ৮২/৩৭০৫ (সাবেক) ৯৪ (এলআর), ৮২ (সাবেক) ৯৫ (এলআর), ৭৯ (সাবেক) ৮৯ (এলআর), ৯২ (সাবেক) ১০৬ (এলআর), ৯৬ (সাবেক) ১১০ (এলআর), ১০৫০ (সাবেক) ১০৯৭ (এলআর), ১০৪৮ (সাবেক) ১০৯৫ (এলআর), ১০৩৬ (সাবেক) ১০৮৩ (এলআর), ১১০ (সাবেক) ১১৪ (এলআর), ৯৯ (সাবেক) ১১৩ (এলআর), ৯৫ (সাবেক) ১০৯ (এলআর) এবং ১০৫০ (সাবেক) ১০৯৭ (এলআর)-এ অবস্থিত ২১৫.৬৬ ডেসিম্যাল জল, কালা এবং পুকুর জমির অংশ এবং পার্সেল যার ২০০৫ সালের ২৫৯২ নং এবং ২০০৭ সালের ৫৭৮ নং গিফট ডিড, যা **শ্রী জিমুত কান্তি মাইতি এবং শ্রী রজত মাইতির নামে রয়েছে।** **(সম্পত্তিগুলি প্রতীকী দখলে রয়েছে)**	**ক) i) ৪৯,৬০,০০০.০০ টাকা (উনপঞ্চাশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র)** **ii) ৬৪,৬০,০০০.০০ টাকা (চৌষট্টি লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র)** **খ) i) ৪,৯৬,০০০.০০ টাকা (চার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা মাত্র)** **ii) ৬,৪৬,০০০.০০ টাকা (ছয় লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার টাকা মাত্র)** **গ) ৫০,০০০/- টাকা** **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতার চিফ ম্যানেজার (মোবাইল) ৯০৫১৮৮২৩৬৪ **ঙ) BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে **i) ৪,৯৬,০০০.০০ টাকা** এবং **ii) ৬,৪৬,০০০.০০ টাকা** ইএমডি পরিমাণ জমা দিতে হবে
৮.	**ক) সিকিউরড পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(দের) নাম এবং ঠিকানা:** **ক) সুস্মিতা কীর্তনীয়া,** স্বামী সুবীর কীর্তনীয়া, তালবান্দা (দক্ষিণ), সেন মেডিকেলের কাছে, পোঃ: যুগবেরিয়া, থানা: ঘোলা, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০১১০। **অন্যান্য ঠিকানা:** হোল্ডিং নং ৫৪০, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, পোঃ: যুগবেরিয়া, থানা: ঘোলা, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১০ **খ) এস. কে. এন্টারপ্রাইজ, প্রোপ্রাইটর: সুস্মিতা কীর্তনীয়া** স্বামী, সুবীর কীর্তনীয়া, তালবান্দা (দক্ষিণ), সেন মেডিকেলের কাছে, পোঃ: যুগবেরিয়া, থানা: ঘোলা, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১০।	**ক) ৬১,৭৫,২১৭.০৫ টাকা (একষট্টি লক্ষ পঁচাত্তর হাজার দুইশো সতেরো টাকা এবং পাঁচ পয়সা মাত্র)** এবং ০১.১০.২০২৬ থেকে তার উপর পরবর্তী প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ০৮.০৮.২০২৪** **গ) ০৩.১০.২০২৪**	**সুস্মিতা কীর্তনীয়া (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)-র নামে** থাকা সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল:- স্থাবর- ৬ ডেসিম্যাল কমবেশি পরিমাপের জমির উপর অবস্থিত আংশিক সম্পূর্ণ দোতলা ভবন এবং জমির অংশ এবং পার্সেল-এর ইএমটি যা মৌজা: তালবান্দা, জে.এল. নং ২৮, আর. এস খতিয়ান নং ২৪২, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৩২, ৩৬২, ৩৯১, ২৭৪, দাগ নং আর.এস. ৬০৯, এল.আর. ৬০৯/১৩৪৮, তালবান্দার অধীনে, পোঃ: যুগবেরিয়া, থানা: ঘোলা, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, এ.ডি.এস.আর. সোদপুর, কলকাতা-৭০০১১০-এ অবস্থিত। **উক্ত সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ:** উত্তরে: ২০ ফুট পাকা রাস্তা দ্বারা। দক্ষিণে: জুরান বিশ্বাসের সম্পত্তি দ্বারা। পূর্বে: মৃত্যুঞ্জয় শীলের সম্পত্তি দ্বারা। পশ্চিমে: নীল কমল বিশ্বাসের সম্পত্তি দ্বারা। **(সম্পত্তিগুলি প্রতীকী দখলে রয়েছে)**	**ক) ৫১,৫০,০০০.০০ টাকা (একান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)** **খ) ৫,১৫,০০০.০০ টাকা (পাঁচ লক্ষ পনেরো হাজার টাকা মাত্র)** **গ) ৫০,০০০/- টাকা** **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতার চিফ ম্যানেজার (মোবাইল) ৯০৫১৮৮২৩৬৪ **ঙ) BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে **৫,১৫,০০০.০০ টাকা** ইএমডি পরিমাণ জমা দিতে হবে
৯.	**ক) সিকিউরড পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) ঋণগ্রহীতা/ গ্যারান্টার(দের) নাম এবং ঠিকানা:** **ক) রাখামা এন্টারপ্রাইজ, প্রোপ্রাইটর: সুস্মিতা মণ্ডল,** রাহারহাটি খোলপোতা, বসিরহাট পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৪২৮ **খ) সুস্মিতা মণ্ডল,** রাহারহাটি, খোলপোতা, বসিরহাট, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৪২৮ **গ) গৌতম মণ্ডল (গ্যারান্টার),** পিতা: নিরঞ্জন মণ্ডল, গ্রাম: রাহারহাটি, পোঃ: খোলপোতা, বসিরহাট, বাদুড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৪২৮	**ক) ৩,৪৬,০৫,৭১০.০৩ টাকা (তিন কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ পাঁচ হাজার সাতশো দশ টাকা এবং তিন পয়সা মাত্র)** এবং ০১.১০.২০২৬ থেকে তার উপর পরবর্তী প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ০৭.০৭.২০২৫** **গ) ০৮.১০.২০২৫**	**সম্পত্তি-১:** গৌতম মণ্ডলের (গ্যারান্টার/ বন্ধকদাতা) নামে থাকা সম্পত্তির অংশ এবং পার্সেল। ০৬ ডেসিম্যাল পরিমাপের জমির অংশ এবং পার্সেল এবং এর সাথে একটি দোতলা আবাসিক ভবন যা মৌজা: রাহারহাটি, জেএল নং ৩২, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৬৮, আরএস দাগ নং: ১১৬২, ঘোড়ারাস কুলীনগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, খোলপোতা, থানা: মাটিয়া (বসিরহাট), পোঃ: খোলপোতা, জেলা: ২৪ পরগনা (উত্তর), পশ্চিমবঙ্গ: ৭৪৩৪২৮। **সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ:** উত্তরে: সমীর মণ্ডল, দক্ষিণে: দাতার জমি, পূর্বে: কাঁচা রাস্তা, পশ্চিমে: মৃন্ময় মণ্ডল **সম্পত্তি-২: সুস্মিতা মণ্ডলের (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) নামে** থাকা সম্পত্তির অংশ এবং পার্সেল। ১২ ডেসিম্যাল পরিমাপের জমির অংশ এবং পার্সেল যা আর.এস এবং এলআর দাগ নং ১১৬২, আর.এস খতিয়ান নং ৩৬৮ এর অধীনে, যা এল.আর খতিয়ান নং ১২৪৮ এর সমতুল্য, যা মৌজা-রাহারহাটি, জেএল নং ৩২-এ ঘোড়ারাস-কুলীনগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা-বসিরহাট, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, গ্রাম-রাজারহাটি, পোঃ খোলপাতা, থানা-বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৪২৮-এ অবস্থিত। **ভবনটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ:** উত্তরে: জমির মালিক, পূর্বে: ১৬ ফুট পিচ রাস্তা, দক্ষিণে: জমির মালিক, পশ্চিমে: নির্মল বালা মণ্ডলের বাড়ি **(সম্পত্তিগুলি প্রতীকী দখলে রয়েছে)**	**ক) i) ৫২,০০,০০০.০০ টাকা (বায়ান্ন লক্ষ টাকা মাত্র)** **ii) ২৮,১৫,০০০.০০ টাকা (আঠাশ লক্ষ পনেরো হাজার টাকা মাত্র)** **খ) i) ৫,২০,০০০.০০ টাকা (পাঁচ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র)** **ii) ২,৮১, ৫০০.০০ টাকা (দুই লক্ষ একাশি হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র)** **গ) ৫০,০০০/- টাকা** **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতার চিফ ম্যানেজার (মোবাইল) ৯০৫১৮৮২৩৬৪ **ঙ) BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে **i) ৫,২০,০০০.০০ টাকা** এবং **ii) ২,৮১,৫০০.০০ টাকা** ইএমডি পরিমাণ জমা দিতে হবে
১০.	**ক) সিকিউরড পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(দের) নাম এবং ঠিকানা:** **ক. দেবাশীষ মাইতি** পিতা-শ্রী কেশব চন্দ্র মাইতি গ্রাম-তের-পাড়া, জলপাই, পোঃ কল্যাণপুর থানা -মহিষাদল-১ পূর্ব মেদিনীপুর, ৭২১৪৩৪ **খ. শ্রী প্রসেনজিৎ মাইতি** পিতা - শ্রী কেশব চন্দ্র মাইতি মাইশালি জলপাই, পোঃ-নারঘাট, থানা-নন্দকুমার, পূর্ব মেদিনীপুর, ৭২১৬৩২ **গ. শ্রী কেশব চন্দ্র মাইতি** পিতা- যতীন্দ্র মাইতি, গ্রাম-তের-পাড়া, জলপাই কল্যাণপুর, থানা-মহিষাদল-১ পূর্ব মেদিনীপুর, ৭২১৬৩২ **ঘ. শ্রী মঙ্গল চাঁদ মান্না,** গ্রাম + পোঃ-তেরা পাড়া, জলপাই থানা-নন্দকুমার পূর্ব মেদিনীপুর, ৭২১৬৩২	**ক) ৩,১৬,০২,৪২১.০১ টাকা (তিন কোটি ষোলো লক্ষ দুই হাজার চারশো একুশ টাকা এবং এক পয়সা মাত্র)** এবং ০১.০৪.২০২৬ থেকে তার উপর পরবর্তী প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ **খ) ১৮.১০.২০২১** **গ) ২৯.০১.২০২২**	জমি এবং ভবন: প্লট নং ৪৫৬ (আরএস) ৪৮৯ (এলআর), ৪৬৪ (আরএস) ৪৯৭ (এলআর) ৪৬৫ (আরএস) ৪৯৮ (এলআর) ৪৬৫ (আরএস) ৪৯৮ (এলআর) জেএল নং ১২৭, খতিয়ান নং ৫৭৫৫, ৫৭৩৮ এবং ৫১২৬, মৌজা-তেরপাড়া জলপাই, থানা-নন্দকুমার, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুরে **দেবাশীষ মাইতি, প্রসেনজিৎ মাইতি এবং কেশব চন্দ্র মাইতির নামে** ২০০৫ সালের ১৯১২ নং এবং ১৯৯৯ সালের ৪০৯৮ নং সেল ডিড অনুযায়ী **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলে রয়েছে)**	**ক) ৩৩,৯০,০০০.০০ টাকা (তেত্রিশ লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র)** **খ) ৩,৩৯,০০০.০০ টাকা (তিন লক্ষ উনচল্লিশ হাজার টাকা মাত্র)** **গ) ১০,০০০/- টাকা** **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি: কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতার চিফ ম্যানেজার (মোবাইল) ৯০৫১৮৮২৩৬৪** **ঙ) BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে **৩,৩৯,০০০.০০ টাকা** ইএমডি পরিমাণ জমা দিতে হবে
১১.	**ক) সিকিউরড পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(দের) নাম এবং ঠিকানা:** **ক) শ্রী প্রসেনজিৎ সিদ্ধান্ত ওরফে প্রসেনজিৎ উমাপদ সিদ্ধান্ত (ঋণগ্রহীতা)** পিতা স্বর্গীয় উমাপদ সিদ্ধান্ত, ৩য় ফ্লোর, প্রেমিসেস নং ১২২, ওয়ার্ড নং ১১০, পোঃ গড়িয়া, থানা - যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৮৪। **খ) শ্রী শ্যাম সুন্দর সিং (গ্যারান্টার)** পিতা স্বর্গীয় যদু নন্দন সিং, ১৭৩ সাউথ এন্ড গার্ডেন, গড়িয়া, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৮৬। **গ) শ্রীমতী অনিতা মুখার্জি (গ্যারান্টার),** পিতা শ্রী বিষ্ণু মুখার্জি, ফ্ল্যাট নং এফ৩, ১ম ফ্লোর, স্পন্দন অ্যাপার্টমেন্ট, নর্থ ফুলবাগান, বাঘাযতীন কলকাতা-৭০০০৮৬।	**ক) ১,০৫,৪৩,৫৪২.৬৩ টাকা (এক কোটি পাঁচ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো বিয়াল্লিশ টাকা এবং তেষট্টি পয়সা মাত্র)** এবং ০১.১০.২০২৬ থেকে তার উপর পরবর্তী প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ২৫.০৭.২০২২** **গ) ১৯.১১.২০২২**	৩য় ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ৩এ নামক সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট যার সুপার বিল্ড আপ এরিয়ার পরিমাপ প্রায় ১৫৮৪ বর্গফুট, যাতে তিনটি বেডরুম, একটি ডাইনিং কাম ড্রয়িং সহ একটি রান্নাঘর, দুটি বাথ এবং প্রিভি, তিনটি বারান্দা রয়েছে, এর সাথে ২ কাঠা ১৫ ছটাক ৩৮ বর্গফুট পরিমাপের জমির অবিভক্ত অবিভাজ্য অংশ যা জেএল নং ২৮ মৌজা বৈষ্ণবঘাটা, আরএস নং ৩৮, তৌজি নং ৫৬, দাগ নং ৫৭৭, খতিয়ান নং ৭৪ এর অন্তর্ভুক্ত, যা প্রেমিসেস নং ১৭৬ কানুনগো পার্ক, পোঃ গড়িয়া, থানা পাটুলি, কেএমসি-এর অধীনে ওয়ার্ড নং ১১০, জেলা ২৪ পরগনা দক্ষিণ, কলকাতা-৭০০০৮৪-এ অবস্থিত। **এলাকাটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ:** উত্তরে: কানুনগো পার্ক রোড। দক্ষিণে: ডি.এন.বিশ্বাসের বাড়ি। পূর্বে: এ.এন. গাঙ্গুলির বাড়ি। পশ্চিমে: ফাঁকা জমি **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলে রয়েছে)**	**ক) ৫২,৫০,০০০.০০ টাকা (বায়ান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)** **খ) ৫,২৫,০০০.০০ টাকা (পাঁচ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র)** **গ) ৫০,০০০/- টাকা** **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতার চিফ ম্যানেজার (মোবাইল) ৯০৫১৮৮২৩৬৪ **ঙ) BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে **৫,২৫,০০০.০০ টাকা** ইএমডি পরিমাণ জমা দিতে হবে
১২.	**ক) সিকিউরড পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা: কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ,** ৫ম ফ্লোর, বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬। **খ) ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার(দের) নাম এবং ঠিকানা:** **ক) তোজাম্মেল হক (ঋণগ্রহীতা),** মারফৎ চাহারুদ্দিন মল্লিক, শিবনগর, খেদুরপাড়া, রানি নগর, কালীনগরী, রামনগর দোয়েমকানুন, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২৩০৮	**ক) ৩৬,৭৭,৫৪০.২৭ টাকা (ছত্রিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার পাঁচশো চল্লিশ টাকা এবং সাতাশ পয়সা মাত্র)** এবং ০১.১০.২০২৬ থেকে তার উপর পরবর্তী প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জ। **খ) ০৫.০৫.২০২৫** **গ) ১৪.০৭.২০২৫**	জমি এবং ভবনের সম্পত্তির অংশ এবং পার্সেল যার পরিমাপ ৫.১২ ডেসিম্যাল, যা মৌজা-রামনগর দোয়েম কানুন, ব্লক-রানিনগর ২, জে.এল নং- ৭৯, জেলা- মুর্শিদাবাদ, প্লট নং- আর.এস- ৫৯৩, এল.আর ৭৯২, খতিয়ান নং-আর.এস-৬৮২, এল.আর-১৭২৯৮-এ তোজাম্মেল হকের নামে অবস্থিত। **সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত:** উত্তরে: মকবুল মণ্ডল, দক্ষিণে মজিজুল মল্লিক, পশ্চিমে: রাস্তা, পূর্বে: হাবিবুর রহমান **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলে রয়েছে)**	**ক) ১১,১০,০০০.০০ টাকা (এগারো লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র)** **খ) ১,১১,০০০.০০ টাকা (এক লক্ষ এগারো হাজার টাকা মাত্র)** **গ) ১০,০০০/- টাকা** **ঘ) যোগাযোগকারী ব্যক্তি:** কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতার চিফ ম্যানেজার (মোবাইল) ৯০৫১৮৮২৩৬৪ **ঙ) BAANKNET.com (https://baanknet.com/)** পোর্টালে উপলব্ধ ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে **১,১১,০০০.০০ টাকা** ইএমডি পরিমাণ জমা দিতে হবে

ই-নিলামের তারিখ এবং সময়: ১৩.১১.২০২৬ সকাল ১১:৩০ টা থেকে দুপুর ১:৩০ টা পর্যন্ত, ইএমডি-র শেষ তারিখ: ১২.১১.২০২৬ বিকেল ৫:০০ টা পর্যন্ত

অন্যান্য শর্তাবলী:

১. সম্পদগুলি **"যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন যা আছে"** এবং **"যা কিছু আছে"** অবস্থায় বিক্রি করা হবে।
২. সম্পদ সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না
৩. একক বিডারের ক্ষেত্রে, বিডার/ক্রেতাকে একটি বৃদ্ধি সহ বিড করতে হবে।
৪. নিলাম/বিডিং শুধুমাত্র পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট অর্থাৎ **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)**-এর মাধ্যমে "অনলাইন ইলেকট্রনিক মোডে" হবে।
৫. পরিষেবা প্রদানকারী **BAANKNET.com (https://baanknet.com/)**-এর যোগাযোগের বিবরণ যোগাযোগ নং হলো ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি: **support.BAANKNET@psballiance.com**.
৬. নিজ নিজ ব্রাঞ্চের আধিকারিকদের সাথে পরামর্শ করার পর **৩০.১০.২০২৬ থেকে ১০.১১.২০২৬ তারিখের মধ্যে দুপুর ১২:০০ টা থেকে বিকেল ৪:০০ টা পর্যন্ত** সম্পদগুলি পরিদর্শন করা যেতে পারে।
৭. সফল ক্রেতা/সর্বোচ্চ বিডারকে সর্বোচ্চ/সফল ঘোষণার পরপরই বিক্রয় মূল্যের ২৫% (ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সহ) জমা দিতে হবে এবং বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বিক্রয় লভ্যাংশের বাকি ৭৫% প্রদান করতে হবে। যদি সফল বিডার/ক্রেতা উপরে উল্লিখিত হিসাবে বিক্রয় মূল্য প্রদান করতে ব্যর্থ হন, তবে তার দ্বারা জমা দেওয়া আমানত বাজেয়াপ্ত করা হবে
৮. স্ট্যাম্প ডিউটি এবং রেজিস্ট্রেশন চার্জ, যেকোনো বিধিবদ্ধ বকেয়া/রেট/কর/রেজিস্ট্রেশন ফি/বিবিধ খরচ/সরকারি বকেয়া/যেকোনো কর্তৃপক্ষের বকেয়া ইত্যাদি প্রযোজ্য হিসাবে সমস্ত চার্জ শুধুমাত্র সফল বিডার/ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
৯. এটি উপরে উল্লিখিত লোনের ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের জন্যও একটি নোটিশ যে, যদি তাদের বকেয়া সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ না করা হয়, তবে উপরে উল্লিখিত তারিখ, সময় এবং স্থানে নিলাম বিক্রয়ের আয়োজন করা হবে।
১০. এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারকে ই-নিলামের তারিখের আগে হালনাগাদ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ উপরে উল্লিখিত অর্থ প্রদান করার জন্য অবহিত করা হচ্ছে, অন্যথায় সম্পত্তিটি নিলাম/বিক্রি করা হবে এবং সুদ এবং খরচ সহ অবশিষ্ট বকেয়া, যদি থাকে
১১. ব্যাঙ্ক কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই গৃহীত যেকোনো বা সমস্ত অফার বা বিড গ্রহণ/বাতিল করার বা বিক্রয় বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে
১২. আরও বিস্তারিত বিবরণ কানাড়া ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.canarabank.com**-এ উপলব্ধ

স্থান: কলকাতা, তারিখ: ৩০.১০.২০২৬ — **অনুমোদিত অফিসার, কানাড়া ব্যাঙ্ক**

‘অর্ণবে’র প্রভাব, এবার আন্দামানে সাগরে নতুন নিম্নচাপের ভ্রূকুটি

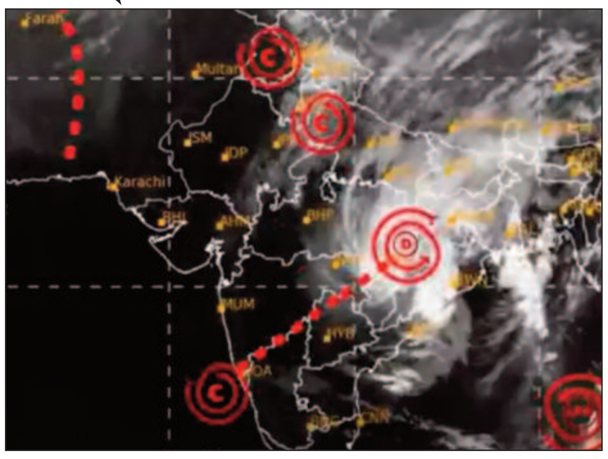

ভুবনেশ্বর, ২৯ অক্টোবর: অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে তাণ্ডব চালানোর পর তীব্র ঘূর্ণিঝড় ‘অর্ণব’ ক্রমশ শক্তি হারিয়ে গভীর নিম্নচাপ ও পরবর্তীতে সাধারণ নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এই নিম্নচাপটি বর্তমানে দক্ষিণ ছত্তিশগড় এবং সংলগ্ন দক্ষিণ ওড়িশার উপর অবস্থান করছে। গত ৬ ঘণ্টায় এটি উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে ঘণ্টায় ১৮ কিলোমিটার গতিতে অগ্রসর হয়েছে। ওড়িশার আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্রের অধিকর্তা মনোরমা মোহান্তি বৃহস্পতিবার এই তথ্য জানিয়েছেন।

ভুবনেশ্বর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আজ সন্ধ্যার মধ্যে এই নিম্নচাপটি আরও কিছুটা এগিয়ে উত্তর ছত্তিশগড় এবং ওড়িশার সংলগ্ন উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অংশের ওপর একটি ‘সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চলে’ রূপান্তরিত হতে পারে। এর জেরে ওড়িশার পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিতে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা সুন্দরগড় ও বারগড় জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই দুই জেলার এক-দু’টি জায়গায় অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। কমলা সতর্কতা অতিভারী বৃষ্টির আশঙ্কায় কেওঁঝড়, দেওগড়, সম্বলপুর, ঝাড়সুগুড়া ও ময়ূরভঞ্জ জেলায় ‘অরেঞ্জ অ্যালার্ট’ জারি করা হয়েছে। হলুদ সতর্কতা হালকা থেকে মাঝারি এবং বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনায় গঞ্জাম, গজপতি ও বালেশ্বর-সহ উপকূলের কয়েকটি জেলায় ‘ইয়েলো অ্যালার্ট’ জারি রাখা হয়েছে।

এদিকে ঘূর্ণিঝড় ‘অর্ণবে’র রেশ কাটতে না-কাটতেই সাগরে নতুন দুর্যোগের ইঙ্গিত দিয়েছে মৌসম ভবন। মনোরমা মোহান্তি সতর্ক করে জানিয়েছেন, দক্ষিণ আন্দামান সাগর ও তার সংলগ্ন অঞ্চলের উপর খুব শীঘ্রই আরও একটি নতুন নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হতে চলেছে।

এই সম্ভাব্য সিস্টেমটির গতিবিধি ও তীব্রতার ওপর সার্বক্ষণিক কড়া নজর রাখছেন আবহাওয়াবিদরা।

‘অর্ণবে’র জেরে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত নেপালে বৃষ্টি-তুষারপাতের সতর্কতা

কাঠমান্ডু, ২৯ অক্টোবর: নেপালে ঘূর্ণিঝড় অর্ণব এবং পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে দেশের বিভিন্ন অংশে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সম্ভাব্য আবহাওয়ার পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তর একটি সতর্কতা জারি করে জানিয়েছে যে, ২৯ থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আবহাওয়া প্রভাবিত হতে পারে। বিভাগটি জনগণকে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছে। দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার দেশের হিমালয় অঞ্চলের জেলাগুলিতে তুষারপাত বা তুষারঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার ও শনিবার দেশজুড়ে বৃষ্টি ও তুষারপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

সম্ভাব্য আবহাওয়ার পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে হুমলা, মুগু, দোলপা, জুমলা, কালিকোট, জাজারকোট এবং দাইলেখ-সহ অন্যান্য জেলার জনগণকে বৃহস্পতিবার বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। বিভাগটি জনগণকে নিয়মিত আবহাওয়ার খবরাখবর জানতেও অনুরোধ করেছে। সম্ভাব্য বৃষ্টিপাতের ফলে ভূমিধস, বন্যা এবং কাদা প্রবাহের ঝুঁকি বাড়তে পারে। পার্বত্য অঞ্চলে তুষারঝড় এবং তুষার ধসেরও আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই, জনগণকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

জনগণকে যথাসম্ভব পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণ এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে। একান্ত প্রয়োজন হলে, আবহাওয়ার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার পরেই কেবল ভ্রমণ করা উচিত। পাহাড়ি ও পার্বত্য অঞ্চলের দুর্গম রাস্তা এবং ট্রেকিং রুটে ভ্রমণকারীদের আবহাওয়ার পূর্বাভাসের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ধান কাটার মৌসুম চলছে। কৃষকদের ফসল কাটার আগে এবং মাঠ থেকে ফসল বাড়িতে আনার আগে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

মাঠে কাটা ধান বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই, কৃষকদের আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী তাদের ফসল কাটা এবং সংরক্ষণের পরিকল্পনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়াজনিত সম্ভাব্য বিপদের পরিপ্রেক্ষিতে, দেশের পার্বত্য ও পাহাড়ি জেলাগুলোর প্রধান জেলা কর্মকর্তারাও জনগণকে সতর্কতার সাথে ভ্রমণ করার জন্য আবেদন করেছেন।

ডোলপা জেলার মুখ্য কর্মকর্তা জুনু হামাল জানিয়েছেন যে, আবহাওয়ার পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে জনগণকে সতর্কতার সাথে ভ্রমণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। একইভাবে, হুমলা জেলা প্রশাসন কার্যালয় আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখে ভ্রমণ করার জন্য জনগণকে অনুরোধ জানিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়াতে, স্থানীয় বাসিন্দা, কৃষক এবং ভ্রমণকারীদের নিয়মিত সরকারি আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখতে হবে এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৩০ ও ৩১ অক্টোবর দু’দিনের গুজরাত সফরে নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর: আগামী ৩০ ও ৩১ অক্টোবর দু’দিনের সফরে নিজ রাজ্য গুজরাতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সফরে তিনি বনাসকাণ্ঠায় ১৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন, পিএম-কিসান যোজনার অধীন ২৪তম কিস্তির আর্থিক অনুদান হস্তান্তর করবেন এবং কেভাড়িয়ার একতা নগরে সর্দার বল্লভভাই পটেলের ১৫১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ‘জাতীয় একতা দিবসে’র বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রে প্রকাশিত সফরসূচি অনুযায়ী, ৩০ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ বনাসকাণ্ঠায় ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি ও ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন গবেষণাগার এবং ‘ভারত বোভাইন ব্রিডিং অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার’ গবাদি পশু খামার পরিদর্শন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ সেখানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি বনাসকাণ্ঠার সার্বিক বিকাশে ১৪, ০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একগুচ্ছ পরিকাঠামো ও উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস ও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। একই মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী ‘পিএম-কিসান’ প্রকল্পের ২৪তম কিস্তির অধীন ১৯,০০০ কোটি টাকা উপভোক্তা কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি হস্তান্তর করবেন এবং দু’টি নতুন ট্রেনের যাত্রার সূচনা (ফ্ল্যাগ অফ) করে এক জনসভায় ভাষণ দেবেন।

বনাসকাণ্ঠার কর্মসূচি শেষে প্রধানমন্ত্রী রওনা দেবেন একতা নগরের (কেবড়িয়া) উদ্দেশে। সেখানে বিকেল ৫টায় তিনি ‘ভারত পর্ব ২০২৬’-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। সন্ধ্যায় পৌনে আটটা নাগাদ তিনি অংশ নেবেন চোখধাঁধানো ‘একতা প্রকাশ পর্বে’ এবং রাত সোয়া আটটায় পবিত্র নর্মদা আরতিতে অংশ নেবেন। সফরের দ্বিতীয় দিন, অর্থাৎ ৩১ অক্টোবর সকাল ৯টায় লৌহমানব সর্দার বল্লভভাই পটেলের ১৫১-তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর সুউচ্চ ভাস্কর্য ‘স্ট্যাচু অব ইউনিটি’তে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাবেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর সকাল সোয়া ৯টায় একতা নগরে ৪০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন তিনি। পরবর্তীতে তিনি স্থানীয় রেন ফরেস্ট এবং বামন বৃক্ষ বাটিকা (বোনসাই উদ্যান) পরিদর্শন করবেন। বিকেলে সাড়ে পাঁচটায় সর্দার পটেলের স্মৃতিকে সম্মান জানিয়ে আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী ‘রাষ্ট্রীয় একতা দিবস’ কুচকাওয়াজ ও সংহতি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

পাকিস্তানের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অক্সিজেন সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ৮ জন নিহত

ইসলামাবাদ, ২৯ অক্টোবর: সিন্ধু প্রদেশের থারপারকার জেলার একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে (পিএইচসি) অক্সিজেন সিলিন্ডার বিস্ফোরণে এক গর্ভবতী নারীসহ অন্তত আটজন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার জেলা সদর মিঠির উদ্ধারকারী আধিকারিকরা ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন। সিন্ধু প্রদেশের মিরপুর খাস বিভাগের অন্তর্গত এই জেলাটিতে দেশের বৃহত্তম হিন্দু জনগোষ্ঠী বাস করে। প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত এই জেলাটি থর মরুভূমির অংশ।

জানা গিয়েছে, থারপারকার জেলার উদ্ধারকারী আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে, পিএইচসিতে পার্ক করা একটি অ্যাম্বুলেন্সে বিস্ফোরণের ফলে আগুন লেগে গেলে এক গর্ভবতী-সহ সাতজন ঘটনাস্থলেই মারা যান। গুরুতর আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্য একটি অ্যাম্বুল্যান্সে করে মিঠিতে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে একজন পথেই মারা যান। উদ্ধারকারী কর্মকর্তাদের মতে, অ্যাম্বুল্যান্সের অক্সিজেন সিলিন্ডার বদলানোর সময় পিএইচসিতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। সহকারী কমিশনার ইরাম করিম নারেজো বলেছেন, বিস্ফোরণের সময় অ্যাম্বুলেন্সটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পার্ক করা ছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে একজন পিএইচসি ডিসপেনসার, অ্যাম্বুলেন্স চালক, একজন প্রহরী এবং আরেকজন কর্মচারী রয়েছেন। একজন গর্ভবতী নারী ও তাঁর সঙ্গে থাকা আরও দুজনও মারা গিয়েছেন। আহতদের মধ্যে দু’জন ধাত্রী এবং একজন নারী পরিচারিকা রয়েছেন। সিন্ধুর স্বরাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী জিয়াউল হাসান লানজার ঘটনাটি আমলে নিয়েছেন এবং থারপারকারের সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ ও ডেপুটি কমিশনারের কাছে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা চেয়েছেন।

কর্নাটকে প্রতি লিটার দুধের দাম ৮ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত

বেঙ্গালুরু, ২৯ অক্টোবর: কর্নাটকে দুধের দাম প্রতি লিটারে সর্বোচ্চ ৮ টাকা পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল সে রাজ্যের মন্ত্রিসভা। তবে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি পরিবহণ সংস্থাগুলি বাসভাড়া বাড়ানোর আর্জি জানালেও, আপাতত আমজনতাকে স্বস্তি দিয়ে সেই প্রস্তাব স্থগিত রাখা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরুতে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তের কথা জানান কর্ণাটকের রাজস্ব মন্ত্রী কৃষ্ণ বাইরে গৌড়া। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কৃষ্ণ বাইরে গৌড়া জানান, রাজ্য মন্ত্রিসভায় দীর্ঘ আলোচনার পর প্রতি লিটার দুধে ৮ টাকা পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মূলত দুগ্ধ উৎপাদক কৃষকদের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট সমবায় ক্ষেত্রগুলির আর্থিক স্থায়িত্বের বিষয়টি বিবেচনা করেই এই পদক্ষেপ। অন্যদিকে, সাধারণ যাত্রীদের ওপর আর্থিক চাপ না বাড়িয়ে বাসভাড়া সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত আপাতত ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী। তিনি উল্লেখ করেন, গত জানুয়ারি মাসে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির পর থেকেই রাজ্য সরকারি পরিবহন নিগমগুলি বাসভাড়া বাড়ানোর জোরালো দাবি জানিয়ে আসছিল। এদিনের বৈঠকে সেই প্রস্তাব নিয়ে বিশদ পর্যালোচনা হলেও এখনই ভাড়া বাড়ানোর কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। ফলে গণপরিবহনে ভাড়া বৃদ্ধির আশঙ্কা থেকে আপাতত রেহাই পেলেন রাজ্যের সাধারণ মানুষ।

উত্তরাখণ্ডে বৃষ্টি-তুষারপাতের পূর্বাভাস, উত্তরকাশী জুড়ে জারি হাই অ্যালার্ট

উত্তরকাশী, (উত্তরাখণ্ড), ২৯ অক্টোবর: আবহাওয়া দপ্তরের বৃষ্টি ও তুষারপাতের পূর্বাভাসের পর সমগ্র উত্তরকাশী জেলায় জারি করা হলো উচ্চ সতর্কতা (হাই অ্যালার্ট)। জেলাশাসক প্রশান্ত আরিয়ার নির্দেশে জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ অর্থাৎ ‘ডিস্ট্রিক্ট ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার’কে সার্বক্ষণিক সক্রিয় রাখা হয়েছে। বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে সাধারণ যাত্রী ও পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের তরফে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, জরুরি নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মাধ্যমে জেলার সমস্ত তহশিল থেকে আবহাওয়া এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির প্রতি মুহূর্তের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। বিশেষ করে উচ্চ পার্বত্য এলাকার পাহাড়ি রাস্তাগুলির অবস্থা এবং চারধামের অন্তর্গত পবিত্র শ্রী গঙ্গোত্রী ও শ্রী যমুনোত্রী ধামের সার্বিক পরিস্থিতির ওপর লাইভ সিসিটিভি ক্যামেরার সাহায্যে নজরদারি চালানো হচ্ছে, যাতে কোনো জরুরি পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে অবিলম্বে পদক্ষেপ করা সম্ভব হয়।

তুষারপাতের জেরে পাহাড়ি পথে যান চলাচল ব্যাহত হওয়া বা ভূমিধসের আশঙ্কায় বিপর্যয় মোকাবিলা দল, পূর্ত দপ্তর এবং স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাখা হয়েছে। যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এবং পর্যটক ও তীর্থযাত্রীদের সুরক্ষায় কন্ট্রোল রুম থেকেই পুরো জেলার পরিস্থিতির সমন্বয় ও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

E-TENDER NOTICE

E-tender invited vide **NIT No. 01/SGP/15CFC/2026-27** by the Sagarpara Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad. Last Date of online bid submission is **04/11/2026 up to 3:00pm.** Interested bidders may kindly visit **tenders.wb.gov.in** website for more details.

Sd/- Executive Assistant
Sagarpara Gram Panchayat
Jalangi, Murshidabad

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown Male Dead Body,** found on 08.07.2026, at about 17.25 hrs, Description of this Dead body is: **Age-** 30 Yrs (Approx), **Sex:** Male, **Complexion** - Sallow, **Height**-5 Feet 2 Inch (Approx), **Build**-Medium, **Hair-** Black, **Wearing** - One black Half pant. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D 1640(3)/2026

OFFICE OF THE BOLPUR MUNICIPALITY
BOLPUR:BIRBHUM

1) WBMAD/ULB/BM/PW/DMA/NIT-07(2ND CALL)/2026-2027
Memo No:-2063/PWD/BM/2026-2027, Dated-27.10.2026
Number of Work:- 02 (Two) Sl. No. 1-2
Name of work: Repairing of cement concrete road in ward no. 6 & 22 under Bolpur Municipality.
Last Date-of Submission **17.11.2026 at 11:00 AM** for details see Bolpur Municipality.
Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in

2) WBMAD/ULB/BM/PW/DMA/NIT-09(2ND CALL)/2026-2027
Memo No:-2064/PWD/BM/2026-2027, Dated-27.10.2026
Number of Work:-3 (Three) Sl. No. 1-3
Name of work: Repairing of cement concrete road in ward no. 10, 12 & 17 under Bolpur Municipality.
Last Date-of Submission **17.11.2026 at 11:00 AM** for details see Bolpur Municipality Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in

3) WBMAD/ULB/BM/PW/Water Supply Scheme/NIT-12(2ND CALL)/2026-2027
Memo No:-2065/PWD/BM/2026-2027, Dated-27.10.2026
Number of Work:-1 (One) Sl. No. 1
Name of work: Maintenance of old pipeline by using of pig led mechanical joints within ward nos. 1 to 22 under Bolpur Municipality.
Last Date-of Submission **17.11.2026 at 11:00 AM** for details see Bolpur Municipality.
Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in

4) WBMAD/ULB/BM/PW/DMA/NIT-18/2026-2027
Memo No:-2066/PWD/BM/2026-2027, Dated-27.10.2026
Number of Work:- 5 (Five) Sl. No. 1-5
Name of work: Up gradation of CC road in ward nos. 13, 15 & 16 under Bolpur Municipality.
Last Date-of Submission **17.11.2026 at 11:00 AM** for details see Bolpur Municipality Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in

Sd/
Executive Officer
Bolpur Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১

নং WB-HMC/TN/ED/WS/09/26-27 ই-টেন্ডার ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ:২৭/১০/২০২৬

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের **(HMC) বিভিন্ন ওয়ার্ডের অধীনে বিভিন্ন ব্যাসের পাইপলাইন নতুন করে বিছানো এবং স্লাইস ভালভ বসানোর মাধ্যমে জল সরবরাহের উন্নতির মতো একই প্রকৃতির কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্বনামধন্য সম্পদশালী এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার** (নির্ধারিত ফর্মে) আহ্বান করছেন। এই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সহকারী ইঞ্জিনিয়ার (Assistant Engineer), ডব্লিউএস (WS), অফিসের ওয়েবসাইট এবং **www.wbtenders.gov.in**.-এর ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং বিভাগ থেকে পাওয়া যাবে। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ (অনলাইন) ৩০.১১.২০২৬, সন্ধ্যা ৬.০০ টা। এইচএমসি (HMC) কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

101(3)/26-27, 29.10.26
সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন- ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স- ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০, www.hmcgov.in

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

নং : 15/TN/ED/EOB/2026 -2027 তারিখ: ২৯.১০.২০২৭

এইচএমসি-এর এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচ.এম.সি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ৫(পাঁচ) টি পূর্ত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। ইচ্ছুক টেন্ডারদারদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স, আপ টু ডেট জিএসটি সার্টিফিকেট, পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং ক্রিডেনশিয়ালের সাথে তাদের অফার জমা দিতে হবে।
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শুরুর তারিখ: **২৯.১০.২০২৬, সন্ধ্যা ৬.০০ টা থেকে।**
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখ: **১০.১১.২০২৬, সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত।**
অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://wbtenders.gov.in.**

104(2)/26-27, 29.10.26
সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

SBI এসবিআই হোম লোন সেন্টার হাওড়া (১০২৬৩)
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ই-মেইল : sbi.10263@sbi.co.in
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

মূল বিক্রয় দলিল হারানো

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে **শ্রী অশোক রায়** পিতা- প্রয়াত মাতবর রায়, ঠিকানা ৬৬/১, শ্রী অরবিন্দ রোড, পোঃ সালকিয়া, থানা গোলাবাড়ি, জেলা হাওড়া, পিন-৭১১১০৬, পশ্চিমবঙ্গ-কে **অ্যাকাউন্ট নং ৬১৩৩৩৪৪৩২৯২** অনুযায়ী একটি হোম লোন মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং **শ্রী অশোক রায় স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএএসএমইসিসি কাম এসএআরসি হাওড়া, ৯, জি.টি. রোড (দক্ষিণ), হাওড়া-৭১১১০১**-এর কাছে ২১.০৬.২০১৭ তারিখের **মূল দলিল নং I-050105300/2017** জমা দিয়েছিলেন, যা ২০১৭ সালের জন্য ডি.এস.আর. হাওড়ার অফিসে নিবন্ধিত বুক নং ১, ভলিউম নং ০৫০১-২০১৭, ১৪৫৫৫৯ থেকে ১৪৫৫৯৪ নং পৃষ্ঠায় রেকর্ড করা হয়েছে, যা ৩৬, শ্রী অরবিন্দ রোড, পোঃ সালকিয়া, থানা গোলাবাড়ি, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১১০৬, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত ৫ম ফ্লোরে একটি আবাসিক ফ্ল্যাট সম্পর্কিত, এর সাথে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ প্রায় **৯৯৬ বর্গফুট** পরিমাপের জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ বা স্বার্থ রয়েছে। পর্যাপ্ত এবং যুক্তিসঙ্গত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও মূল স্বত্ব দলিলটি হারিয়ে গেছে এবং/বা অন্য কোথাও রাখা হয়েছে। উক্ত দলিলটি হারানো/অন্য কোথাও রাখার বিষয়টি **২৮.১০.২০২৬** তারিখে হাওড়া সিটি পুলিশ স্টেশনে জেনারেল ডায়েরিতে **জি.ডি.ই. নং ২২৩৮** হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছিল।
উপরোক্ত সম্পত্তি/ডিডে কোনো দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/বা স্বার্থ থাকলে যে কোনো ব্যক্তিকে এই তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের কাছে দাবি জানাতে হবে, অন্যথায় এই ধরনের কোনো দাবি গ্রহণ করা হবে না।

তারিখ : ৩০.১০.২০২৬
অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার হাওড়া

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Please note Bid submission end date (online) is extended to 18.11.2026 up to 14.00 P.M. for the following job “Day-to-Day Operation of Semi-Automatic/ Automatic Passenger and Bed-cum-Passenger Lifts at Calcutta National Medical College & Hospital, Kolkata. For one year..” vide e-tender no. WBPWD/ EE-I/CKHED/eNIT-30/26-27(2nd call) Tender ID: 2026_WBPWD_5017207_2 Detail information/download/upload will be available from the website: https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app & http://pwdwb.in Sd/-(BIKASH DUTTA) Executive Engineer-I, P.W.Dte. Central Kolkata Health Electrical Division.
ICA- T19356(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Please note Bid submission end date (online) is extended to 18.11.2026 up to 14.00 P.M. for the following job “SITC of Panic Alarm System for Oral Surgery Department (6th floor) in new campus of Dr R Ahmed Dental College and Hospital, Kolkata...” vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-05/26-27 (2nd call) Tender ID: 2026_WBPWD_5014291_2Detail information/download/upload will be available from the website: https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app & http://pwdwb.in Sd/-(BIKASH DUTTA) Executive Engineer-I, P.W.Dte. Central Kolkata Health Electrical Division.
ICA- T19354(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Please note Bid submission end date (online) is extended to 18.11.2026 up to 14.00 P.M. for the following job “Day-to-day operation of elevator installed at IPGAE& R at Shyamdas Vaidya Shastra Pith,Kolkata for a period of one year” .vide e-tender no. WBPWD/EE-I/ CKHED/eNIT-29/26-27(2nd call) Tender ID: 2026_WBPWD_5078792_1 Detail information/download/upload will be available from the website:7, https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app & http://pwdwb.in Sd/-Executive Engineer-I, P.W.Dte. Central Kolkata Health Electrical Division
ICA- T19362(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Please note Bid submission end date (online) is extended to 18.11.2026 up to 14.00P.M. for the following job “Compound lighting and Fire pump room EI work at G+6 Drugs Control & Research Laboratory Tangra Entally Kol-15.” vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-46/26-27 Tender ID: 2026_WBPWD_5076292-1Detail information/download/upload will be available from the website:7, https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app & http://pwdwb.in Sd/-Executive Engineer-I, P.W.Dte. Central Kolkata Health Electrical Division.
ICA- T19363(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Please note Bid submission end date (online) is extended to 18.11.2026 up to 14.00 P.M. for the following job “Repair, Restoration, and Upgradation of Fire Detection System at Central Combined Lab, Tangra, Kolkata – due to damage of loop cable during ongoing construction works..” .vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-49/26-27 Tender ID: 2026_WBPWD_5078482_1Detail information/download/upload will be available from the website:7, https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app & http://pwdwb.in Sd/- Executive Engineer-I, P.W.Dte. Central Kolkata Health Electrical Division.
ICA- T19358(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
AE/NKHSD-III/NIeT-11/26-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5081217_1 to 3. Online tenders (e-Tender) are here by invited by the undersigned for different works vide NIeT number mentioned above. Online bid submission will be start on 29/10/2026 & closing date and time is 04/11/2026 upto 04.00 PM.. For detail information and tender documents please visit https://tenders.wb.gov.in. & https://wbpwd.gov.in Corrigendum if any will be published in website only. Sd/-Assistant Engineer, PWD, North Kolkata Health Sub-Division-III.
ICA- T19364(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Please note Bid submission end date (online) is extended to 18.11.2026 up to 14.00 P.M. for the following job “Annual comprehensive servicing and preventive maintenance of 1.5 TR / 2.0TR /3.0TR / /5TR /7.5TR. Window, Split, Concealed Split & Walk-in Cooler at Central Medical Store, 141/AJC Bose Road, Kolkata - 700014 for one years.” vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-24/26-27(2nd call) Tender ID: 2026_WBPWD_5016344_2Detail information/download/upload will be available from the website: https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app & http://pwdwb.in Sd/-(BIKASH DUTTA) Executive Engineer-I, P.W.Dte. Central Kolkata Health Electrical Division.
ICA- T19359(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer-II, P.W.Dte., Central Kolkata Health Electrical Division, P-12, C.I.T Road (1st Floor), Kolkata-14 invites e-tender (online) for the work of (1) “SITC of AC machine in Day Care Ward at Radiotherapy Building at NRS Medical College Kolkata 14” vide e-tender no. WBPWD/EE-II/ CKHED/eNIT-17/26-27(2nd call). Tender ID :2026_WBPWD_5022242_1. Bid submission end date (online) for the job extended upto 17.11.2026 upto15 .00 P.M. Detail information /download/ upload will be available from the website: http://etender.wb.nic.in, http://tenders.wb.gov.in & http://pwdwb.in Sd/-(BISWANATH MALLICK) Executive Engineer-II, P.W.Dte. Central Kolkata Health Electrical Division.
ICA- T19357(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Please note Bid submission end date (online) is extended to 18.11.2026 up to 14.00 P.M. for the following job “Electrical Installation work due to urgent repairing of civil work at old campus Dr. R Ahmed Dental College and Hospital , Kolkata.” .vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-45/26-27 Tender ID: 2026_WBPWD_5076016-1Detail information/download/upload will be available from the website:7, https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app & http://pwdwb.in Sd/-Executive Engineer-I, P.W.Dte. Central Kolkata Health Electrical Division.
ICA- T19360(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Please note Bid submission end date (online) is extended to 18.11.2026 up to 14.00 P.M. for the following job “Replacement and Installation of Batteries for 20 KVA UPS Systems for Critical Power Backup at Gynae OT, Gynae Building, CNMC and H, Kolkata.” .vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-34/26-27(2nd call) Tender ID: 2026_WBPWD_5019053_2 Detail information/download/upload will be available from the website:7, https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app & http://pwdwb.in Sd/-Executive Engineer-I, P.W.Dte. Central Kolkata Health Electrical Division.
ICA- T19361(1)/2026

ময়দান

কেরলকে ২৮৭ রানে হারিয়ে রঞ্জিতে জয়ের হ্যাটট্রিক বাংলার

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাতে ছিল ২০৯ রানের লিড। প্রতিপক্ষকে ফলো অন করানোর সুযোগও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সেই পথে না-হেঁটে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাংলা। সেই কৌশল নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও শেষ পর্যন্ত মাঠে তার যথার্থতা প্রমাণ করে দিলেন লক্ষ্মীরতন শুক্লর ছেলেরা। ব্যাট ও বলের যুগলবন্দিতে কেরলকে ২৮৭ রানে হারিয়ে রনজি ট্রফিতে টানা তৃতীয় জয় তুলে নিল বঙ্গ ব্রিগেড। এই জয়ের ফলে পয়েন্ট তালিকায় নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করল বাংলা।

ম্যাচের তৃতীয় দিনের শেষে ফলো অন না করানোর সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্ল। তাঁর মতে, প্রবল গরম এবং বাতাসে আর্দ্রতার কারণে বোলারদের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছিল। তাই ফের প্রতিপক্ষকে ব্যাট করতে পাঠিয়ে বোলারদের ক্লান্ত করতে চাননি তাঁরা। পাশাপাশি চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করার ঝুঁকির কথাও মাথায় রেখেছিলেন বাংলার কোচ। শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ফলাফল বুঝিয়ে দিল, পরিস্থিতি বিচার করে নেওয়া সেই সিদ্ধান্ত কতটা কার্যকর হয়েছিল। প্রথম ইনিংসে বাংলার বড় রানের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন শাহবাজ আহমেদ, অঙ্কুর পাল এবং সুমন্ত গুপ্ত। শাহবাজের ব্যাট থেকে এসেছিল ২০৩ বলে ১২১ রানের দুরন্ত ইনিংস। অঙ্কুর করেন ৮০ বলে ৬৬ রান। অন্যদিকে, সুমন্তের সংগ্রহ ৯৫ বলে ৪৯। তাঁদের সম্মিলিত পারফরম্যান্সে প্রথম ইনিংসে সাড়ে ৩৫০ রানের গণ্ডি পেরিয়ে যায় বাংলা। এই রানই পরবর্তী সময়ে ম্যাচে বাংলাকে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেয়।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে বাংলার বোলারদের সামনে বিশেষ প্রতিরোধ গড়তে পারেনি কেরল। দ্বিতীয় দিনের শেষে ছ’টি উইকেট হারিয়ে চাপে ছিল শচীন বেবির দল। পরের দিন সকালে বাকি চারটি উইকেটও দ্রুত তুলে নেয় বাংলা। কেরলের প্রথম ইনিংস থামে মাত্র ১৪১ রানে। বাংলার হয়ে প্রদীপ্ত প্রামাণিক ৪৪ রান দিয়ে চারটি উইকেট নেন। মহম্মদ শামির ঝুলিতে আসে তিনটি উইকেট। শাহবাজও দু’টি উইকেট তুলে নিয়ে দলের সুবিধা আরও বাড়িয়ে দেন। এর পর দ্বিতীয় ইনিংসে দ্রুত রান তুলে কেরলের সামনে বড় লক্ষ্য রাখতে চেয়েছিল বাংলা। তবে আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের পথে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট পড়তে থাকে। অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ সর্বোচ্চ ৪৭ রান করেন। শাহবাজের অবদান ৪০ বলে ২০। অঙ্কুর পাল করেন ১২ এবং সুমন্ত গুপ্তের সংগ্রহ ছয় রান। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯৮ রানে অলআউট হয় বাংলা। দু’ ইনিংস মিলিয়ে ৪০৮ রানের কঠিন লক্ষ্য পায় কেরল। চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই বিপাকে পড়ে কেরল। তৃতীয় দিনের শেষে মাত্র ৫৩ রানের মধ্যে চারটি উইকেট হারিয়ে কার্যত হারের মুখে চলে গিয়েছিল তারা। শেষ দিনে জয়ের জন্য বাংলার প্রয়োজন ছিল বাকি ছ’টি উইকেট। সেই কাজ দ্রুত সেরে ফেলেন বোলাররা। স্কোরবোর্ডে আর মাত্র ৬৭ রান যোগ করতে পেরেই শেষ ছ’টি উইকেট হারায় কেরল। দ্বিতীয় ইনিংসে প্রদীপ্তের বিধ্বংসী বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি প্রতিপক্ষ। দ্বিতীয় ইনিংসে ৫১ রান দিয়ে ছ’টি উইকেট তুলে নেন প্রদীপ্ত প্রামাণিক। দুই ইনিংস মিলিয়ে তাঁর উইকেটসংখ্যা ১০। ম্যাচের সেরা পারফরম্যান্সের সুবাদে বাংলার বড় জয়ে প্রধান ভূমিকা নেন এই বোলার। শামি এবং শাহবাজ দ্বিতীয় ইনিংসে দু’টি করে উইকেট পান। ম্যাচ শেষে নিজের পারফরম্যান্সে খুশি প্রদীপ্ত। তাঁর কথায়, এক ম্যাচে ১০টি উইকেট নেওয়া অত্যন্ত গর্বের বিষয়। তবে ব্যক্তিগত সাফল্যের থেকেও দলের জয়ে খুশী।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

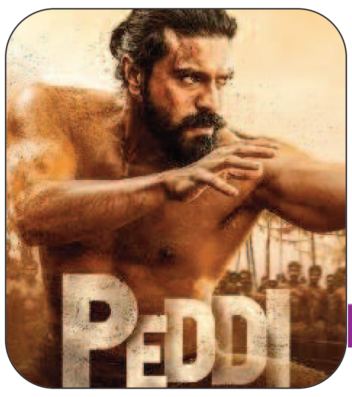

একদিন বায়োস্কোপ

অনবদ্য রোমান্স, অ্যাকশন ও পরিচালনার কোলাজ দেসু ৭

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

বাংলা ছবিতে বর্তমান প্রজন্মের সবচেয়ে জনপ্রিয় জুটি যখন একসঙ্গে সিনেমায় নামে তখন তার ব্যাপারটাই অন্যরকম হয়ে ওঠে। আর এই জনপ্রিয় জোড় যদি আবার অ্যাকশন রোমান্সের ছবিতে নিজেদেরকে প্রদর্শন করে তাহলে তো কোন কথাই নেই। এই সবচেয়ে জনপ্রিয় জুটি দেব ও শুভশ্রী আবার প্রত্যাবর্তন করেছে তাদের নতুন ছবি ‘দেসু সেভেন’ নিয়ে। এর আগে তাদের শেষ ছবি ছিল ‘ধূমকেতু’। দেসু সেভেন দেব শুভশ্রী জুটির সপ্তম ছবি এবং দেব অভিনীত পঞ্চাশ তম চলচ্চিত্র। ধূমকেতুর মুক্তির সময় উন্মাদনার সূত্রে এই নতুন ছবিটির কথা অ্যানাউন্স করেছিল দেব-শুভশ্রী এবং নতুন ছবিটি গত ১৬ ই অক্টোবর মুক্তি পেয়েছে। মাস এন্টারটেইনমেন্ট একশন মুভির হাত ধরেই এই জুটিটির পথ চলা শুরু হয়েছিল এবং আবার সেই ধরনের ছবিতেই বহু বছর পর প্রত্যাবর্তন করলেন এই জুটি। ছবিটির পরিচালক স্বয়ং দেব। ছবিটির মূল্যায়নের আগে ছবিটির গল্পটি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাক। সীমান্তপুর ভারত বাংলাদেশের বর্ডার। এটি একটি কুখ্যাত এলাকা। নানাবিধ কুকর্ম যেমন চোরাচালান, ড্রাগস পাচার এবং নারী পাচার হরদম লেগেই আছে। এই এলাকায় বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদীর আক্রমণে রাতে প্রাণ হারিয়েছে বহু জওয়ান। এই সন্ত্রাসের তদন্ত করতে এবং খুনিদের খুঁজে বের করে তাদের শাস্তি দিতে জেল থেকে বেরিয়ে আসে খুনের অপরাধী, এককালের আইপিএস অফিসার দেবাদিত্য অধিকারী অর্থাৎ দেব। দেশের সুরক্ষার ক্ষেত্রে কাউকে হত্যা করতেও হাত কাঁপে না তার। সন্ত্রাসবাদী তথা হত্যাকারীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য যে প্রজেক্টে দেবকে নিযুক্ত করা হয় তার নাম দেশের সুরক্ষা অর্থাৎ ‘দেসু’। সীমান্তপুর এ দেবকে সাহায্য করে করে তিনজন ব্যক্তি। তারা হলেন খালাসী কাকা, মাসি এবং হেলিকপ্টার। এই তিনজনের সহায়তায় দেব গিয়ে উপস্থিত হয় অনুজয় চৌধুরী ওরফে বড়দা এবং রনজয় চৌধুরী ওরফে ছোড়দার খাসমহলে। বড়দার স্ত্রী ডাক্তার শুভস্মিতা ওরফে শুভ দেবের এককালের প্রেমিকা ছিল। দেব শুভস্মিতা কে দেখে আবার আবেগে জড়িয়ে যায়। দেব কি পারবে শুভস্মিতাকে পুনরায় ফিরে পেতে এবং তার করতে আসা কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে? জানতে হলে দেখতে হবে, ‘দেসু সেভেন’। ড্রয়িং ড্রামা এবং ওয়েব সিরিজ যেখানে এখন বাজার কাঁপাচ্ছে সেখানে এরকম অ্যাকশন সিনেমা নিয়ে দেবের প্রত্যাবর্তন সত্যিই অভূতপূর্ব।। এটাই দেবের প্রথম ছবি যে ছবিতে তিনি একই সাথে অভিনেতা, প্রযোজক এবং পরিচালক। দেব অভিনীত ‘খাদান’ এর থেকেও এই ছবিতে অ্যাকশন আরো তীব্রমাত্রায় প্রস্ফুটিত হয়েছে। এরকম অ্যাকশন ঘরানোর ছবিতে দেব-শুভশ্রী জুটিকে একদম গোল্ডেন জুটির মতো মনে হচ্ছে। অ্যাকশন রোমান্স, ইমোশন কি নেই এই ছবিতে। দর্শকরা বোধহয় দেবের এমনই একটি সিনেমার প্রত্যাবর্তন চেয়েছিল এবং এই চলচ্চিত্র সেই অভাবই পূর্ণ করে দিয়েছে। সিনেমাটির ডিউরেশন ২’ঘণ্টা ৪৬ মিনিট অথচ এই সময়ের মধ্যেই সিনেমার একের পর এক দুর্দান্ত সিকোয়েন্স কখন যে দর্শকদের সময়টা পার করে দেবে তা দর্শক নিজেই বুঝতে পারবে না। দেবের পরিচালনায় প্রথম ছবি যে এত পরিণত তা সিনেমাটি না দেখলে বিশ্বাসই হবে না। দেবের অভিনয় যথেষ্ট পরিণত। প্রত্যেকবার তিনি নিজেকে উন্নত করার চেষ্টায় যে সফল হন তার প্রমাণ বোধহয় এই ছবি। শুভশ্রীকে আবার সেই আগের মতই সুন্দর এবং প্রাণবন্ত লাগছে এই ছবিতে। তার সংলাপ এবং এক্সপ্রেশন যথেষ্ট নজর কেড়েছে। রনজয় এবং অনুজয়ের চরিত্রে অনির্বাণ ভট্টাচার্যর অভিনয় দর্শকদের মন জয় করতে বাধ্য। এই প্রথম অনির্বাণকে একসঙ্গে ডবল রোলে দেখা গেল আর তার অভিনয় দর্শককে নির্বাক করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

পরিচালক হিসেবে দেবের কথা না বললেই নয় প্রথম পরিচালনাতেই তিনি বাজিমাত করে দিয়েছেন। এত সুন্দর পরিচালনা কারোর প্রথমবারেই প্রদর্শিত হতে পারে সেটা আমার কাছে খুবই আশ্চর্যের। নিজের হাতে তৈরি করা অ্যাকশন দৃশ্যগুলোতে দেব এর রুদ্ররূপ পরিলক্ষিত হয়েছে।

দেব এবং শুভশ্রীর রোমান্টিক মুহূর্ত গুলি এই ছবিতে খুব সুন্দর ভাবে রূপায়িত। তাদের রোমান্টিক মুহূর্তের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা গানগুলি খুবই শ্রুতিতিমধুর। এগুলি রথীজীত ভট্টাচার্য তৈরি করা ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর যা অসাধারণ বললেও কম বলা হয়। ‘আমি শুধু তোর রে , এবং ‘আমার সবকিছুতেই’এই দুটি গানই রোমান্সে ভরপুর। ‘নাচে রে’ গানটিও বেশ প্রশংসার দাবিদার। আইপিএস অফিসার দেবাদিত্যর সিনিয়র মিস্টার গুপ্ত হিসেবে রজতাভ দত্তের অভিনয়ও যথেষ্ট সাবলীল। অ্যাকশন মুভিতে কিভাবে কাজ করতে হয় সেটা তার নখ দর্পণে। খালাসী কাকার চরিত্রে প্রখ্যাত প্রবীন অভিনেতা প্রদীপ ভট্টাচার্যর অভিনয় তুখোর। বয়স তার কাছে বোধহয় হার মেনেছে সেটা ছবিটি দেখলেই বোঝা যায়। হেলিকপ্টারের চরিত্রে কাঞ্চন মল্লিক যথাযথ।

এছাড়াও কৌতুক চরিত্রে অভিনয় করেছেন পার্থসারথি। সিনেমাতে তার অভিনয় কৌতুক সৃষ্টিতে যথেষ্ট সক্ষম। শম্পা বলে একটি চরিত্র স্বল্পপরিসরে প্রস্ফুটিত হয়েছে যে চরিত্রে অভিনয় করেছে প্রিয়াঙ্কা সরকার তবে স্বল্পপরিসরে দেখা গেলেও প্রিয়াঙ্কা সেই টুকুর মধ্যেই নিজেকে সুন্দর ভাবে মেলে ধরেছে। মাসির চরিত্রে অপরাজিতা আঢ্যর কথা এই ছবিতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার চরিত্রটি দর্শক সর্বদা মনে রাখবে। একেবারে নিম্ন শ্রেণীর লড়াকু মহিলার চরিত্রতে অভিনয়ের ক্ষেত্রে তিনি যেন নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন।

অ্যাকশন সিকোয়েন্স গুলোতে ‘ও দয়াল ও দয়াল’ অথবা ‘বাবা তোমার দরবারে সব পাগলের মেলা’ সিনেমাটিকে যেন আরো জমজমাট করে তুলেছে এবং অ্যাকশন সিকোয়েন্স গুলোকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে। শ্যাভি এবং নিলায়ন চট্টোপাধ্যায়ের মিউজিকে এই গানগুলি যেন অত্যন্ত প্রাণবন্ত।এই ছবির আইটেম সং ‘ইলিশ চন্দনা’ তে ইধিকা পাল কে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে এবং তার পারফরমেন্স তো অসাধারণ।। ইধিকা পালের সাথে অনির্বাণ ভট্টাচার্য এবং দেবের কোলাবরেশানটাও এই আইটেম সংটিকে আরো জোরদার করেছে। রোহিত-সৌম্য , সম্রাট শর্মা এবং দেব যৌথ প্রচেষ্টায় নির্মিত চিত্রনাট্য এবং সংলাপ খুবই মজবুত যা হলে দর্শকদের ধৈর্য ধরে রাখতে একেবারে সক্ষম । সংলাপে দেব এবং অনির্বাণ ভট্টাচার্যের নিজস্ব সিগনেচার স্টাইল দৃষ্টিগোচর হয়েছে যা ছবিটির অনুপমতা বজায় রেখেছে। অনেক বছর পর দেব শুভশ্রী জুটিতে জিৎ গাঙ্গুলীর গাওয়া গান অনেকখানি নস্টালজিয়ার উদ্রেক ঘটিয়েছে। ঈশান মিত্রর গাওয়া গানগুলি, ছবিতে যেন দামামা বাজিয়েছে। এই ছবির শেষ গান ছারখার এর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দিয়েছে পপুলার ইউটিউবার উজ্জ্বল বর্মন। তার বিজিএম যথেষ্ট রোমাঞ্চকর। ছবির ইতিবাচক এবং নেতিবাচক আলোচনা করার আগেই বলবো ইতিবাচক দিকটাই বেশি। নেতিবাচক দিক যতসামান্য তবে তা দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ইতিবাচক দিকের মধ্যে সবথেকে প্রথমে যেটা চোখে পড়ে সেটা হল দুর্দান্ত মারকাটারি অ্যাকশন, প্লট সমন্বিত বিজিএম এবং সকল অভিনেতা অভিনেত্রীর একাগ্র অভিনয়। নেতিবাচক দিকে যেগুলি উঠে আসে সেগুলি হল জিৎ গাঙ্গুলীর গানটি ছাড়া অন্যান্য গান গুলি খুব একটা মনোগ্রাহী নয়। দেবের জেলে যাওয়ার কারণটা যুতসইহীন। শম্পার চরিত্র টা কে আরেকটু বেশি এক্সপ্লোর করা যেতে পারত। সব মিলিয়ে ‘দেসু’ সেভেন’ একটি দুর্দান্ত মাস কমার্শিয়াল মুভি যেটা পড়ে দেখলেই দর্শকদের ভালো লাগবে।

‘পেদ্দি’ প্রসঙ্গে অনুতপ্ত জাহ্নবী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছবির সাফল্য কিংবা নিজের অভিনয় নয়, বরং পর্দায় নারী চরিত্রের উপস্থাপনা নিয়ে এ বার অনুশোচনার সুর অভিনেত্রী জাহ্নবী কপূরের গলায়। রাম চরণের বিপরীতে ‘পেদ্দি’ ছবিতে অভিনয় করতে গিয়ে একাধিক দৃশ্যের শুটিংয়ে অস্বস্তি বোধ করেছিলেন তিনি। অথচ সেই সময় আরও জোরালো ভাবে প্রতিবাদ করা উচিত ছিল বলে মনে করছেন অভিনেত্রী। তাঁর স্বীকারোক্তি, ছবিতে নারীকে ‘শরীর সর্বস্ব’ করে দেখানো হয়েছে। এমনকি ছবির বয়ান যৌন নির্যাতনকেও প্রশ্রয় দিয়েছে। ‘কফি উইথ কর্ণ ৯’-এর সাম্প্রতিক পর্বে পরিচালক কর্ণ জোহরের সঙ্গে কথোপকথনে এই বিতর্ক নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন ২৯ বছর বয়সি জাহ্নবী।

ছবিটিকে ঘিরে তৈরি হওয়া সমালোচনা এবং তার সঙ্গে নিজের যুক্ত থাকার বিষয়টি এখনও তাঁকে অপরাধবোধে ভোগায় বলে জানিয়েছেন অভিনেত্রী। তাঁর কথায়, ছবির সঙ্গে বহু মানুষের পরিশ্রম জড়িয়ে থাকায় প্রথমে বিতর্ক নিয়ে মুখ খোলা উচিত কি না, তা নিয়ে দ্বিধায় ছিলেন তিনি। কিন্তু সমাজের উপর, বিশেষ করে নারীদের উপর এমন গল্পের সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব উপেক্ষা করতে পারেননি। জাহ্নবীর কথায়, তআমার মনে হয়, ছবিটির সঙ্গে অনেক মানুষের পরিশ্রম জড়িয়ে ছিল। তাই কী বলা উচিত, তা সত্যিই বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু এই ধরনের গল্প আমাদের সমাজের উপর, বিশেষ করে নারীদের উপর যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, এতে আমার অপরাধবোধ হয়। এই লজ্জা আমাকে চিরকাল বয়ে বেড়াতে হবে।দ

কর্ণ জোহর তাঁকে প্রশ্ন করেন, ছবিটি ঘিরে ওঠা সমালোচনা কী ভাবে সামলেছেন? ছবির সঙ্গে যুক্ত থাকার বিষয়টিই বা কী ভাবে মেনে নিয়েছেন? উত্তরে জাহ্নবী স্বীকার করেন, শুটিং চলাকালীন আরও সতর্ক হওয়া এবং কয়েকটি দৃশ্যের বিরুদ্ধে আরও দৃঢ় অবস্থান নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল। অভিনেত্রীর মতে, নারীকে বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল কি না, কিংবা ছবির বয়ান যৌন নির্যাতনকে প্রশ্রয় দিয়েছিল কি না, এই প্রশ্নগুলির উত্তর ‘হ্যাঁ’। এখন তাঁর লক্ষ্য, ভবিষ্যতে যাতে এমন পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি না হয়, তা নিশ্চিত করা।

জাহ্নবী বলেন, আমি কি আরও কিছু করতে পারতাম? আরও সতর্ক হতে পারতাম? অবশ্যই পারতাম, ১০০ শতাংশ। বিষয়টা কি সমস্যাজনক ছিল? নারীকে বস্তু হিসাবে তুলে ধরা হয়েছিল কি? ছবির বয়ান কি যৌন নির্যাতনকে প্রশ্রয় দিয়েছিল? এ সব প্রশ্নের উত্তরই, ‘হ্যাঁ’। কিন্তু এখন আমি একটাই কাজ করতে পারি, যাতে এমন ঘটনা আর না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে পারি।

শুটিংয়ের সময় পরিচালক যা বলছিলেন, তার মধ্যেই পরিস্থিতিকে যতটা সম্ভব কম সমস্যাজনক করে তোলার চেষ্টা করছিলেন বলে জানিয়েছেন অভিনেত্রী। তবে এখন পিছন ফিরে তাকিয়ে তাঁর মনে হচ্ছে, আরও জোর দিয়ে আপত্তি জানানো উচিত ছিল। জাহ্নবীর কথায়, ভাবছিলাম, আমার আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, আরও জোর দিয়ে প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। কথাটা বলতে চাই না, কারণ তাতে মনে হতে পারে যে, আমি দায় অন্যের উপর চাপাচ্ছি। কিন্তু বিষয়টা অনেকটা এমন; পরিচালক যা বলছেন, তার মধ্যে থেকেই পরিস্থিতিকে যতটা সম্ভব কম সমস্যাজনক করে তোলার চেষ্টা করছিলাম। শুটিংয়ের সময় যেমন যেমন যা জানতে পারছিলাম, সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলাম।

বলিউডে নিজের অবস্থান এবং পাওয়া সুযোগ-সুবিধার কথাও উল্লেখ করেছেন জাহ্নবী। তাঁর মতে, সেই অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে অস্বস্তিকর সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে আরও দৃঢ় ভাবে প্রশ্ন তোলা উচিত ছিল। অভিনেত্রীর বক্তব্য, আমি এমন একটা জায়গা থেকে এসেছি, যেখানে সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি। সেই অবস্থানকে আমার কাজে লাগানো উচিত ছিল। কারণ, সুবিধা পাওয়ার জন্য এমনিতেই আমাকে সমালোচনার মুখে পড়তে হবে। তাই সেই অবস্থানকে কাজে লাগানোই উচিত ছিল।

ছবির কয়েকটি দৃশ্যে অভিনয় করতে গিয়ে যে অস্বস্তি হয়েছিল, তা-ও জানিয়েছেন জাহ্নবী। এই বিতর্ক ঘিরে সমাজমাধ্যমে হওয়া আলোচনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁর সংক্ষিপ্ত উত্তর ছিল, আমি খুশি।

বুচি বাবু সানা পরিচালিত ‘পেদ্দি’ ছবিতে রাম চরণের বিপরীতে আচিয়াম্মা চরিত্রে অভিনয় করেছেন জাহ্নবী। ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর তাঁর চরিত্রের উপস্থাপনা এবং মুখ্য চরিত্রের সঙ্গে আচিয়াম্মার সম্পর্কের বয়ান নিয়ে আপত্তি জানান দর্শকের একাংশ। সমালোচকদের অভিযোগ, চরিত্রটিকে যথাযথ ভাবে প্রতিষ্ঠা করার পরিবর্তে কয়েকটি দৃশ্যে তাঁর শরীরের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সম্মতির বিষয়টি যেভাবে দেখানো হয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে।

একটি দৃশ্যে আচিয়াম্মার প্রতি নিজের আকর্ষণের কথা জানায় পেদ্দি। কিন্তু আচিয়াম্মা তাতে আগ্রহী ছিলেন না। পরে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার সময় তাঁর সম্মতি ছাড়াই আচিয়াম্মাকে চুম্বন করে পেদ্দি। এই দৃশ্য ঘিরেই ছবিতে নারীর উপস্থাপনা এবং পর্দায় যৌন নির্যাতন দেখানোর ধরন নিয়ে বিতর্ক আরও জোরালো হয়।

দর্শকের আপত্তির মুখে পরিচালকও সমাজমাধ্যমে ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং তাঁদের উদ্বেগের কথা স্বীকার করেছিলেন। এ বার সেই বিতর্ক নিয়ে নিজের অনুশোচনা প্রকাশ করে জাহ্নবী জানালেন, ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতিতে আরও দৃঢ় ভাবে প্রতিবাদ জানানোই হবে তাঁর লক্ষ্য।

আফ্রিকার জঙ্গলে রণবীরের রোম্যান্স

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রেমের প্রস্তাব দিতে গিয়ে সামনে তিনটি সিংহ, আর তাঁদের মাঝখানে হাঁটু গেড়ে বসে নিজের মনের কথা জানাচ্ছেন রণবীর কাপুর! শুনতে সিনেমার দৃশ্যের মতো লাগলেও, বাস্তবে এমনই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সাক্ষী থেকেছিলেন অভিনেতা। ২০২২ সালে আফ্রিকার মাসাইমারার জঙ্গলে আলিয়া ভাটকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি। সেই বিশেষ মুহূর্তের গল্প এ বার প্রকাশ্যে আনলেন ‘রামায়ণ’-এর রাম। অমিতাভ বচ্চনের সঞ্চালনায় ‘কৌন বনেগা ক্রোড়পতি’র মঞ্চে বসে নিজের জীবনের এই স্মরণীয় অধ্যায়ের কথা ভাগ করে নিলেন রণবীর।

রণবীর ও আলিয়ার প্রেমের শুরু ২০১৮ সালে, অয়ন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ‘ব্রহ্মাস্ত্র’ ছবির সেটে। যদিও রণবীরের প্রতি আলিয়ার ভাল লাগার কথা প্রকাশ্যে এসেছিল তারও আগে। কর্ণ জোহরের চ্যাট শোয়ে কাপুর পরিবারের ছেলের প্রতি নিজের আকর্ষণের কথা জানিয়েছিলেন ভাটকন্যা। পরে সেই ভাল লাগাই পরিণতি পায় প্রেমে। প্রায় চার বছর সম্পর্কে থাকার পর ২০২২ সালে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। তবে আলিয়াকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য যে জায়গাটি বেছে নিয়েছিলেন রণবীর, তা ছিল একেবারেই অন্য রকম। সম্প্রতি ‘রামায়ণ’ ছবির প্রচারে সীতা-রূপী সাই পল্লবী এবং লক্ষ্মণ-রূপী রবি দুবেকে সঙ্গে নিয়ে ‘কৌন বনেগা ক্রোড়পতি’র মঞ্চে হাজির হয়েছিলেন রণবীর। সেখানেই অমিতাভ বচ্চন তাঁর কাছে আলিয়া এবং তাঁদের দাম্পত্য জীবন নিয়ে অজানা কোনও গল্প শোনানোর আবদার করেন। প্রথমে লজ্জায় রাঙা হয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত বিগ বি-র অনুরোধ এড়িয়ে যাননি অভিনেতা। ফিরে গিয়েছিলেন ২০২২ সালের সেই বিশেষ দিনে।

আফ্রিকার জঙ্গলে আলিয়াকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার পরিকল্পনা আগে থেকেই সাজিয়ে রেখেছিলেন রণবীর। নিজের গাইড এবং গাড়িচালককে বলে রেখেছিলেন, জঙ্গলের মাঝখানে যেন নির্দিষ্ট কোনও জায়গায় গাড়ি থামানো হয়। সঙ্গে নিয়েছিলেন একটি আংটিও। তাঁর ইচ্ছা ছিল, একেবারে হাঁটু গেড়ে বসে আলিয়াকে বিয়ের প্রস্তাব দেবেন। শুধু তা-ই নয়, সেই মুহূর্তের ছবি তুলে রাখার ব্যবস্থাও করতে চেয়েছিলেন তিনি।

রণবীরের কথায়, আমি আগেই আমার গাইড এবং আমাদের গাড়িচালককে বলে রেখে ছিলাম যেন জঙ্গলের মাঝখানে কোথাও একটা গাড়ি দাঁড় করায়। সঙ্গে একটি আংটিও নিয়ে গিয়েছিলাম। কারণ আমি হাঁটু মুড়ে বসে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম। চেয়েছিলাম, দূর থেকে কেউ যেন আমাদের ছবি তুলে দেয়। কারণ মেয়েরা এই মুহূর্তের ছবি তুলতে এবং সেগুলো ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করতে খুব ভালবাসে।

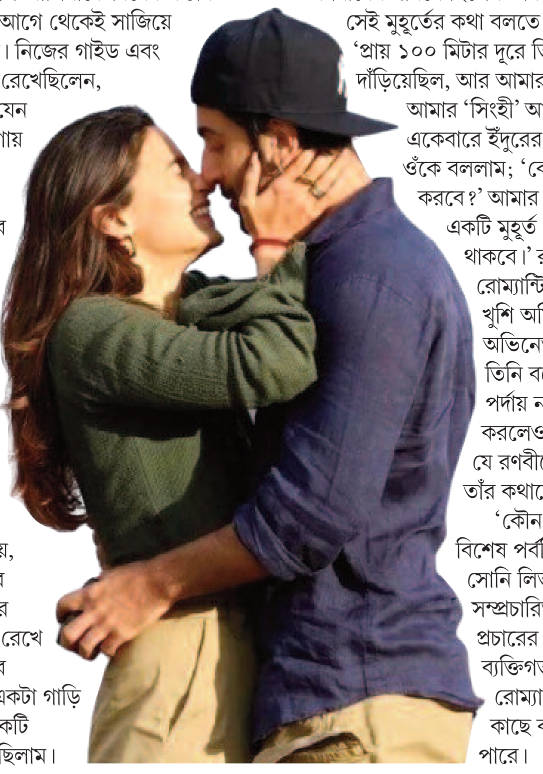

রণবীরের কথা শুনে মজার ছলে অমিতাভও বলে ওঠেন, ‘হ্যাঁ, প্রমাণ তো থাকা চাই!’ তবে অভিনেতার সেই রোম্যান্টিক পরিকল্পনায় প্রকৃতিরও যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, তা জানলে অবাক হতে হয়।

আলিয়াকে প্রস্তাব দেওয়ার সময় তাঁদের থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে দাঁড়িয়েছিল তিনটি বড় সিংহ। আর রণবীরের সামনে ছিলেন তাঁর জীবনের ‘সিংহী’ আলিয়া। সেই মুহূর্তের কথা বলতে গিয়ে অভিনেতা জানান, ‘প্রায় ১০০ মিটার দূরে তিনটি বড় সিংহ দাঁড়িয়েছিল, আর আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল আমার ‘সিংহী’ আলিয়া। আমি তখন একেবারে ইঁদুরের মতো হাঁটু গেড়ে বসে ওঁকে বললাম; ‘বেবি, তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?’ আমার জীবনের অত্যন্ত চমৎকার একটি মুহূর্ত এটা, যা চিরকাল মনে থাকবে।’ রণবীরের মুখে এমন রোম্যান্টিক অভিজ্ঞতার কথা শুনে খুশি অমিতাভ বচ্চনও। অভিনেতার পিঠ চাপড়ে দিয়ে তিনি বলেন, ‘খুব ভাল করেছ।’ পর্দায় নানা চরিত্রে অভিনয় করলেও বাস্তব জীবনের এই মুহূর্ত যে রণবীরের কাছে কতটা বিশেষ, তাঁর কথাতেই তা স্পষ্ট।

‘কৌন বনেগা ক্রোড়পতি’র এই বিশেষ পর্বটি আগামী ৩০ অক্টোবর সোনি লিভ এবং সোনি টিভিতে সম্প্রচারিত হবে। ‘রামায়ণ’-এর প্রচারের পাশাপাশি রণবীরের ব্যক্তিগত জীবনের এই রোম্যান্টিক কাহিনি দর্শকদের কাছে বাড়তি আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারে।